প্রবাসা

নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়

চৈতন্যাব্দ ৪২৬

মাঙ্গলিক।



শ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।



গীত।

ভাবে বিভোর গোরা নাচেরে।
মনোমোহনীয়া সাজেরে।
চকিত চাহনি, ললিত লাবণি,
চরণে নূপুর রুণু বাজেরে!
ফুল-হার গলে, দুল দুল দুলে,
তাহে বেঢ়ি, অলি গাজেরে!
বারেক নেহারি' করুণা বিথারি',
জনে জনে প্রেম যাচে রে!
পাসরি' আপন, লভিল শয়ন,
এ চিত, চরণ-দ্বিজ-রাজেরে!



ওঁ নমো শ্রীরাসবল্লভায়।

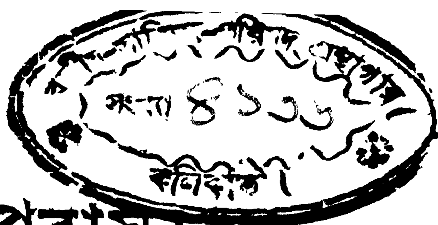


নাট্যোল্লিখিত পাত্রগণ।

শ্রীকৃষ্ণ	পরম পুরুষ।
শ্রীমতী গান্ধর্ব্বিকা (শ্রীরাধা)	পরমা প্রকৃতি।
দেবী পৌর্ণমাসী	যোগমায়া।
বৃন্দাদেবী	নিকুঞ্জাধিষ্ঠাত্রী।
ললিতা বিশাখা চিত্রা ইন্দুরেখা তুঙ্গবিদ্যা রঙ্গদেবী প্রভৃতি	শ্রীমতীর সখিগণ।
অক্রূর	কংসরাজানুচর যাদব।

মথুরা-নাগরিগণ, প্রহরিগণ, জমাদার প্রভৃতি।





প্রবাসী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিকুঞ্জ-কানন——সেবা-কুঞ্জ।

পুষ্পাভরণময় রত্নবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী আসীন।

সখিগণের গীত।

চা'ব কি চাহিতে বিকল প্রাণ!
যুগল মাধুরী বারেক নেহারি',
সরবস মোরা ক'রেছি দান।
(তবু) তৃষা নাহি মিটে, চাহি এক দিঠে,
ও রূপ হ'য়েছে হিয়ার ধ্যান!
কোটি আঁখি হারে, দু' আঁখি কি পারে,
দুঁহু রূপ-সীধু করিতে পান!
অপাঙ্গ-ভঙ্গে তুলি তরঙ্গে,
বাণ সম ধায় রসের বান।
পিবি পিবি মোরা, অবশ বিভোরা,
ভাসিয়ে গেল গরব-গুমান!

কান্তি চাই, শান্তি নাই,
শুধু পিয়াসার বহে খর-টান!
ঘুম-ঘোর পারা, হৃদি মাতোয়ারা,
পলকে পলকে হরিছে জ্ঞান।

শ্রীমতী। তোদের সব সময়েই আনন্দ,—আহ্লাদ আর ধরে না। তোদের সময় অসময় বোধ নেই,—যা, আমার অত ভাল লাগে না।

ললিতা। প্রেমময়ি, এমন সময় আনন্দ কো'র্‌ব না ত কো'র্‌ব কখন? তোমরা নিরন্তর এম্‌নি ক'রে ব'সে থেকো,—আমরা যুগলরূপ দেখব, আর সুখের সাগরে ভাস্‌ব। এর চেয়ে তৃপ্তি আর আমাদের কি আছে? আমাদের মনের ভাব তো তোমার কাছে কিছুই লুকান নেই। তোমাদের যুগলরূপ দেখে আমাদের প্রাণে, কি আনন্দের সাগর উথ্‌লে উঠে, তুমি কি বুঝ্‌তে পার না?

বিশাখা। প্যারি, বোল্‌লে ভাল।—অসময় তার আর সন্দেহ কি?—তুমি রসময়ের বামে ব'সে ব'সে আছে; আমরা তোমার সহচারিণী দাসী, এ দেখে একটু একটু না কেঁদে, আনন্দ আহ্লাদ ক'চ্ছি,—একি ভাল দেখাচ্ছে! মুখ ভার ভার ক'রে হুতাশ ক'ল্লেই বুঝি তোমার মনের মত হ'ত?

চিত্রা। আমার ভাই, একুটু একটু কান্নাও যে না আসে এমন নয়। যুগলরূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে, সময়ে সময়ে আমার প্রাণের আনন্দের উচ্ছ্বাস চোখ ফেটে বা'র হো'য়ে পড়ে। চোখে ঝাপ্‌সা দেখি, আর চোখের উপর রাগ হয়।

রঙ্গদেবী। আমার, ভাই, যথার্থই কান্না পায়। আহা,

এমন রূপের মাধুরী কেউ দেখ্‌লে না! —আমাদের আর চোখে ধরে না! ওরূপ খা'ব কি মা'খ্‌ব ভেবে ঠিক্ পাই নে। কারুকে ডেকে দেখাই সে যো নেই। তাই সময়ে সময়ে মনে হয়, ডুক্‌রে খানিক কাঁদি,—প্রাণের বোঝা কিছু নেমে যাক্।

বৃন্দা। ওলো, তোরা প্যারীর মনের ভাবটা ত বুঝলি নে, আপনার কথাই সাত কাহণ ক'চ্ছিস্। প্যারীর মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেছিস্ কি? দেখ্‌চিস্ নে—মুখখানি একটু ভার ভার,—চোখ দুটি একটু ছল্‌ছল্,—ভাবটা একটু উদাস উসাস,—যেন মনে মন নেই।

বিশা। মন্‌চোরার কাছে থেকে, মনে মন না থাকারই সম্ভব; তার আর আশ্চর্য্য কি? আমাদেরই মন সাম্‌লে রাখা দায়। অত কাছ-ঘ্যাঁস্ দিলে কি আর র'ক্ষে!

চিত্রা। তবে হয়ত শ্যামের সঙ্গে একটা কিছু হ'য়ে থাক্‌বে। শ্যাম যে খুন্‌সুড়ী না কোল্লে থাক্‌তে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, ঠিক্ হয়েছে। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম দোষটা এখনো আমার ঘাড়ে এসে পোড়্‌লো না কেন? ওঁরা সর্ব্বদা শ্রীমতীর সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌চেন্, ভেতর বার্ দেখ্‌চেন্,—আসল কথাটা কেউ বুঝ্‌লেন্ না। দোষটা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ললিতা। বাস্তবিক কি একটা হ'য়েছে বটে! আজ প্যারীর মুখে সে প্রফুল্লভাব নেই,—যেন উন্মনা,—জোর ক'রে বিষাদকে ডেকে আন্‌চেন্! এটি ভাই তোমার বড় অন্যায়। বাঞ্ছিত-ধন তোমার কাছে, সর্ব্বসুখাগার তোমার পাশে, সকল

আনন্দের খনি তোমার করায়ত্তে। এতেও আনমন, এতেও বিষণ্ণতা, এতেও প্রাণে সুখ হ'চ্চে না!—অবাক্ ক'র্লে তুমি!

বিশাখা। সুখ বাসি হ'য়ে গেছে, আর কি ভাল লাগে? এখন টাট্কা সুখ খুঁজ্চেন। একঘেয়ে হাসি-তামাসা কার ভাল লাগে বল? মিষ্টিমুখে একটু নোন্তা জিনিষ হ'লে বেশ রোচক হয়।

চিত্রা। তোর য্যামন কথা! প্যারীর কি হ'য়েছে তা বোঝ্বার কারুর গা নেই। টিপ্নি কাটতে খুব মজবুদ্।

রঙ্গ। টিপ্নি ত নয়, অন্তর টিপ্নি। শ্যামের গা ঘেঁসে যাচ্ছিল, শ্যাম খুব সাম্লে নিয়েছেন। তবু আঁচটা যে গায়ে লাগেনি, এমন কথা ব'ল্তে পারিনে।

চিত্রা। তা সত্যি কথাই ত। শ্যামের যদি এতে কোন কার্সাজি না থাকে, তা'হ'লে প্যারী অকারণে বিষণ্ণ হবেন কেন? শ্যাম কেবল কাঁদাতে জানেন। দুর্লভ জিনিষ সুলভ হো'লে হতাদর হো'য়েই থাকে। তখন নয়ন—তারা নয়নের বিষ হো'য়ে পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ সাব্যস্ত কো'র্লে, সখি। তোমরা দলে পুরু, তোমরা যা ব'লবে সে কথা কাট্বার ত কেউ নেই। কাজেই আমার হার পদে পদে, আমার দোষও পদে পদে। আমার পক্ষ সমর্থন কো'র্ত্তে কেবল আমিই একা। আত্মপক্ষ—সমর্থন নামান্তরে আত্ম-শ্লাঘা, কাজেই চুপ্ ক'রে থাকাই এক্ষেত্রে সুবুদ্ধির কাজ।

ললিতা। ক্যানো, আমি তোমার দিকে। প্যারীর অভি-মানের কোন কারণ নেই, তা আমি খুব জানি। শ্যাম ইচ্ছে

কো'রে প্যারীর মনে কখনো ব্যথা জানেনি,—দিতেও পারেন না। তবে যে তাঁর মুখভার, সে কল্পনার জোরে, মনগড়া।

শ্রীম। সত্যি ভাই, আমার কিছু ভাল লাগ্‌চেনা। আমি কি জানিনে, না বুঝ্‌তে পাচ্চি নে আমি কত ভাগ্যবতী। আমি অমূল্য নিধি হৃদয়ে ধারণ কো'রেছি। আমার সকল আনন্দের আস্পদ,—আমার সকল সুখের আকর,—আমার শ্যাম, আমার কাছে। আমার নয়নমণি আমার নয়নে গাঁথা; তবু যেন সব অন্ধকার দেখ্‌ছি। কি যেন অমঙ্গল আমার জন্যে প্রতীক্ষা কো'চ্চে, আমার মনে কেবল এই গা'চ্চে। আমি চারিদিকে কেবল অশুভ লক্ষণ দেখ্‌ছি। হৃদয় কিছু মাত্র শান্তিলাভ কো'ত্তে পা'চ্চে না। আমি কি প্রাণকে প্রবোধ দিচ্চিনে, খুব দিচ্চি। তবু ত প্রাণ বুঝ্‌চে না,—মর্ম্ম বিদীর্ণ কো'রে য্যান রোদনের রোল উঠ্‌চে। ইচ্ছে হ'চ্চে, উন্মুক্ত আকাশ-পথে, উধাও হো'য়ে কোথাও ছুটে যাই তা' হো'লে প্রাণের গ্লানির যদি কিছু উপশম হয়।

গীত।

কেমন কেমন করে মন!
সদা হারাই হারাই, সোয়াথ না পাই,
কি জানি কি আছে করম-লিখন!
অভাব নাই, তবু কি যে অভাব,
দিতেছে হৃদয়ে দারুণ তাপ,
দক্ষিণ নয়ন, করিছে স্পন্দন,
বুক ফেটে ওঠে প্রাণের রোদন!

কিছুইত ভাল নাহি লাগে আর,
সব বিষময় হেরি চারিধার,
কোথা ছুটে যাই, কেমনে জুড়াই,
কিসে বা নিবাই এ দাব-দহন!

ললি। কেন প্যারি, অকারণ কল্পনায় যন্ত্রণার সৃজন ক'চ্চ? জীবন-সর্ব্বস্ব শ্যাম তোমার সম্মুখে। তুমিও শ্যামের সর্ব্বস্ব-ধন। তোমার সুখ, সন্তোষ, আনন্দ, উল্লাস সব শ্যামকে নিয়ে। সে শ্যাম তোমার বাহুবেষ্টনে; তবু নিরানন্দ, তবু উদ্বেগ, তবু আশঙ্কা, তবু মন ব্যাকুলভাবে দিগন্তে ছুটে যেতে চায়? আশ্চর্য্য বটে। কথাটা কি, আমাকে ভাল কো'রে বুঝিয়ে বল দেখি।

শ্রীমতী। আমি ত নিজেই বুঝতে পাচ্চিনে, তোমাদের কি বুঝা'ব? আমি ত তোমাদের আনন্দ-বেষ্টনে আনন্দ উপভোগ কো'ত্তে প্রস্তুত, কিন্তু প্রাণের ভিতর যে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে, তা'ত নিবারণ কো'র্ত্তে পাচ্চিনে।

ললি। তাই ত; কোন মন্দ স্বপ্ন দেখনিত? কুস্বপ্ন দেখ্‌লে মনটা খারাপ হবারইত কথা।

শ্রীমতী। কই, দুঃস্বপ্ন ত কিছু দেখিনি। যা স্বপ্ন দেখি, সেও তোরা কি শ্যাম ছাড়া আর ত কিছু দেখি নে।

ললি। শ্যাম, তুমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা যা বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চ না, তা আমি কি করে বুঝ্‌বো। আমার জ্ঞান বুদ্ধি কি তোমাদের চেয়ে বেশী?

ললি। তবু, তুমি পুরুষ মানুষ; আমাদের চেয়ে একটা কিছু ঠাওরাতে পার্‌বে। আর ভেতরে যদি কিছু কলহের ফাঁদ পেতে থাক—তা'ত আমরা জানিনে।

বিশা। তুমিও যেমন; সকল নাটের গুরু তোমাদের ঐ কানাইটি; ধরা পড়বার ভয়ে ন্যাকা সাজেন। কানাই যদি এর মূল না হয় ত আমি বৃথা কথাই কইচি।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, আমার উপর তোমার এত আক্রোশ কেন বল দেখি? আমি যত মনে করি তোমার পাশ ঘেঁস্‌বো না, তুমি ততই গা'য়ে পো'ড়ে পাকিয়ে ঝগড়া তোলো।

বিশা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ; আর ভালমানুষি ফলা'তে হবে না। তুমি ছুতোয় লতায় আমাদের প্যারীকে কাঁদাও ক্যানো বল দেখি?

শ্রীকৃষ্ণ। কখন্ আবার কাঁদালাম্?

বিশা। এই আকাশ থেকে পো'ড়্‌লেন, আর কিছুই জানেন না। কথা খুব চাপা দিতে জান যা হোক। তোমার জন্যে প্যারীর কি কম দুঃখ গিয়েছে? না আমাদেরই কম যন্ত্রণা দিয়েছ?

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্দৈববশে কখন্ কি হ'য়েছে, সেই কথা নিয়ে রোজ রোজ মুখনাড়া দেওয়াই কি তোমার ভাল?

বৃন্দা। বিশাখা, তুই একটু চুপ কর্, বাছা। প্যারীর মনের অবস্থা দেখে আমার আর কিছু ভাল লাগ্‌চে না। শ্যাম, তুমি এর কিছু জান?

শ্রীকৃষ্ণ। বিন্দুঃ বিসর্গঃ না।

বৃন্দা। তবে অম্‌নি অম্‌নি প্রাণ খারাপ হো'য়ে উঠ্‌ল?

শ্রীকৃষ্ণ। এমন কথন কখন হয়। লোকে বলে ছায়া পূর্ব্বগামিনী; কোন একটা স্থখের বা দুঃখের ঘটনা ঘটবার পূর্ব্বে, অনেক সময়ে মনে তার ছায়াপাত হয়। সেই রকম কিছু এ্যাকটা হো'য়ে থাক্‌বে।

বৃন্দা। সে দুঃখের ঘটনা কি,—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কি "জান্‌"? দৈবজ্ঞ হো'লে বো'লে দিতাম।

বৃন্দা। তা তোমার অসাধ্য ক্রিয়া নেই। তুমি দৈবজ্ঞও হো'তে পার, ত্রিকালজ্ঞও হো'তে পার, অঘটন ঘটাতেও পার। কখন রাসরসিক বিদগ্ধ শ্যাম, কখন ধেনুর রাখাল। কখন মাণিক-মুক্তা ছড়াও, কখন ননী চুরি কো'রে খাও। দানে মুক্তহস্ত, চৌর্য্যে ক্ষিপ্রহস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা সকলেই আজ আমাকে পেয়ে বো'সেছ, দেখ্‌চি। বৃন্দে, তুমিও আমার দোষ দর্শন ক'র্ত্তে লা'গ্‌লে? তোমরা যদি কেউ আমায় দেখ্‌তে না পার, ত আমি যাই কোথায়?

বৃন্দা। ক্যানো, তোমায় আমি কি অন্যায়টা বো'লেছি। তুমি বহুরূপী যাদুকর; কখন সর্ব্বজ্ঞ, কখন জ্ঞানান্ধ শিশু; কখন অঘটন-ঘটন-পটু, কখন দৈবের ভয়ে সন্ত্রস্ত। তোমার লীলা খেলা বোঝা' ভার! আমাদের কাছে তুমি কত খেলই খেল্‌চ,—আমরা বোকা মেয়ে মানুষ তাই দেখ্‌চি শুন্‌চি,—কথাটি কইনে; মুখটি বুজে চুপটি কো'রে বো'সে থাকি। কি বল্‌ ললিতে?

ললিতা। তুমি রূপধরের রূপের কথা আগে এক মুখেই

শেষ কর, তার পর আমরা আছি। আমরা কি না জানি; পরের কথায় থাকিনে বো'লেই চুপ্ কো'রে থাকি।

বিশাখা। তবে চটা'লেই মর্ম্মের কথা বেরি'য়ে পড়ে। বলি, উনি কিসে কম? কাঁদ্‌তে জানেন, কাঁদাতে জানেন; কাঁদি'য়ে আড়াল থেকে মজা দেখ্‌তে জানেন। চোরকে বলেন চুরি কোর্ত্তে, গৃহস্থকে বলেন সাবধান হো'তে। নাগরালীও যত, চতুরালীও তত। কখন কমল-বিলাসী, কখন উদাসী সন্ন্যাসী; কখন শঠের শিরোমণি, কখন সাধুর অগ্রনী। কিন্তু আমরা এমনি সরল প্রাণ, এত দোভাষা লোক জেনেও, ক্যামন্ আপ্‌না ভুলে তদ্গত হো'য়ে যাই। যতই শক্ত হ'য়ে থাকিনে, কথার ছটায় গ'লে, ঢ'লে পড়ি। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) তবে এ'ও নিশ্চয়, তুমি কিছু মোহিনী বিদ্যে টিদ্যে জান, তোমায় চিন্‌তে পারা ভার।

"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান,
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।
(মোরা) ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু, বঁধু, তোমার পিরীতি!"

চিত্রা। সে আর বো'ল্‌তে; মোহিনী বিদ্যে আর কাকে বলে। আমাদের ভুবন-মোহিনীকে যে ভোলা'তে পা'র্লে, তার আর অসম্ভব জগতে কি আছে?

রঙ্গ। আমার, ভাই, বিশ্বাস, নিজের এক কড়ারও ক্ষমতা

নেই। ঐ কুলমজান বাঁশীটেতে কি গুণ করা আছে, যে শোনে সেই দিশেহারা হয়!

চিত্রা। সেও ত বংশীধারীর বংশীবাদনের গুণ! নইলে শুক্‌নো বাঁশের বাঁশী খানার আর কি গুণ আছে? তুইত কতবার কেড়ে নিয়ে বাজাতে গিয়েছিলি, ক'টা লোক শুনে তোর পেছু নিইছিল;—কত খানি যমুনা উজান ব'য়েছিল;—কার কত খানি ভাব লেগেছিল বল্ দেখি? বাঁশী ত গুণ করা, তবে তোর মুখ চেপে ধ'র্ত্তে হ'য়েছিল কেন?

বৃন্দা। তোরা এখন কলহ রাখ্।—শ্যাম তুমি শ্রীমতীর অন্তরের কথাটা ভাল ক'রে বোঝ দেখি। শ্রীমতীর এ্যামন ম্লান ভাব দেখে আমাদের প্রাণও শুষ্ক হ'য়ে উঠ্‌লো। মূল শুকুলে আর পল্লব পাতা রস পাবে কোথা থেকে? তুমি গাছের গোড়ায় একটু জল চাল; অমন্ কাট হ'য়ে থাক্‌লে হবে ক্যানো?

শ্রীকৃষ্ণ। রসময়ী বিরস হ'য়ে থাক্‌বেন, তা'তে আমারও চিত্তে শান্তি থাকে, না সরসতা থাকে? তোমরা যদি শাখা-পল্লব হও, আমি না হয় কাণ্ড হ'লেম; কিন্তু মূল শুষ্ক হ'লে সকলেরই এক দশা। সরিতের মূল প্রস্রবণ শুষ্ক হ'লে, সরিৎ-তীরবর্ত্তী সকল প্রাণীরই সমান কষ্ট।

বৃন্দা। তাইত বল্‌চি, তুমি একটু মূলে জল ঢেলে দেখদেখি।

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীমতীর প্রতি) প্রাণময়ি, কেন অকারণ উদ্বিগ্ন হচ্চ? আমিত তোমার নিকটেই আছি, এক নিমেষের জন্যও ত কাছ-ছাড়া নই। সর্ব্বদা তুমি অন্তরে বাহিরে সমভাবে বিরাজিত। তুমি যে জন্যে অন্তরে কাতর হ'চ্চ, তাকি আমি

বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তার জন্যে এ্যাখন্ থেকে ব্যাকুল ভাবে চিন্তা কো'রে চিত্তে অশান্তির সৃষ্টি কোরে ফল কি?—আমি তোমার,—নিশ্চয়ই তোমার; আর কারও নই। যদি আমার পরিচয় অনন্ত বিশ্বে কেউ জান্‌তে চায়, আমি আজ এই ব'লে জগতের কাছে পরিচিত হোলাম্, আমি একমাত্র তোমার;—আমার স্বত্ব তোমার নিজস্ব। তোমার অনুগত-জন ভিন্ন, কেউ আর আমার অন্তরঙ্গ নয়। তোমার ভালবাসার পাত্র না হ'লে, আমার সঙ্গে তার কোন অন্তরের সম্বন্ধ নেই। তুমি আমি এক,-আমরা যেন একটী বোঁটায় দু'টী ফুল। তোমাকে কি আমি ভুল্‌তে পারি, না তোমার কাছ্-ছাড়া হ'তে পারি? জল আর জলের শৈত্য কি ভিন্ন? দুগ্ধ আর তার ধবলতা কি পৃথক্ বস্তু, অগ্নি আর অগ্নির দাহিকা শক্তি কি স্বতন্ত্র? তেমনি তুমি আর আমি। আমি না থাক্‌লে তোমার অস্তিত্ব নেই, তুমি না থাক্‌লে আমারও অস্তিত্ব নেই। তবে অকারণ উদ্বেগ কিসের জন্যে? আনন্দময়ি, তুমি বিমর্ষ হো'লে আমার অন্তর যে কত কাতর হয়, তা কি তুমি জান না? তুমি বিমর্ষ বোলে তোমার প্রিয় সখীরাও ম্রিয়মাণ হোয়ে পো'ড়েছেন। মন আর মনোবৃত্তির যে সম্বন্ধ, তোমার সঙ্গে তোমার সখিদিগেরও সেই সম্বন্ধ। তুমি বিরস,—তাঁরাও শুষ্ক। তোমার একার বিষণ্ণ ভাবে সমস্ত নিকুঞ্জকানন বিষাদিত হো'য়ে উঠেছে।—এস, আজ আমি তোমাকে স্বহস্তে ফুলরাণী সাজা'ব (সখীদের প্রতি) সখি, তোমরা আমার সহকারিণী হও। আমি আপন হাতে হার গেঁথে প্যারীর কণ্ঠে পরিয়ে দে'বো।

বৃন্দা। তা বেশ বেশ। (সখিগণের প্রতি) তোরা সব ফুলের সাজি নিয়ে আয়। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) তুমি বিনি সূতোর হার গেঁথে প্যারীর গলায় পরি'য়ে দা'ও।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা রোজ রোজ জাবক রচনা কর, আমি স্বহস্তে প্যারীর চরণ-কমলে আজ জাবক রচনা কো'রে দেবো!

ললিতা। তা মন্দ কি, আমাদের অনেক পরিশ্রমের লাঘব হবে। কত সাধই যায়!

বিশাখা। তুই চুপ কর্; দ্যাখ্ না কি করে।

চিত্রা। যাতে দেবে! তোর চেয়েও সরেস কো'রে পরিয়ে দেবে, দেখিস্ এ্যাখন্।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি মালা গাঁথি, তোমরা ততক্ষণ পুষ্পাভরণ সকল রচনা কো'রে দাও।

ললিতা। ভাল,—সাধ হো'য়ে থাকে, আমরা সাধে বাধা দিতে যাব ক্যানো? আয় বিশাখা, আমরা ফুলের অলঙ্কার রচনা করি।

[সখিগণ অলঙ্কার রচনায় নিযুক্ত,
শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুষ্পহার গ্রথন।]

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, এই দ্যাখো আমি হার গেঁথে ফেল্লাম; ক্যামন ঠিক্ হো'য়েছে ত? তোমাদের প্রিয়সখীর মনের মতো হবে ত?

বিশাখা। তোমার হাতের গাঁথা, ওকি আর অপছন্দ হয়! তা মালাগাছটি হো'য়েছেও মন্দ নয়।

বৃন্দা। এমন সুন্দর কো'রে গাঁথ্তে তোরাও পারিস্নে; বেশ মানানসই হো'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে, এই বার আমি শ্রীমতীর কণ্ঠে পোরিয়ে দিতে পারি?

বৃন্দা। ক্যানো, অনুমতির অপেক্ষা না কি?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের দয়া ভিন্ন আমার কোন্ কাজ সিদ্ধ হোয়েছে?

বৃন্দা। বুঝ্লাম, তুমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নও। তা' দাও, পোরি'য়ে দাও। প্যারীর মুখখানি মেঘঢাকা পূর্ণিমার চাঁদের মত হোয়ে রোয়েছে, নাগরের হাতের মালা পোর্লে এখনি মেঘ সোরে গিয়ে চাঁদের হাসি ফুটে উঠ্বে।

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

ফুল্ল-ফুল-হার গেঁথেছি যতনে।
দিব তব গলে বড় সাধ মনে।
হেরি মলিন মুখ,
বিদরিছে বুক,
পরিয়ে, বিষাদ ত্যজ বরাননে!
এ চিত চকোর,
পিয়াসে কাতর,
হাসি সুধাদানে বাঁচাও তৃষিত জনে।

(শ্রীমতীর প্রতি) আনন্দময়ি, প্রাণের আগ্রহে, অতি যত্নে স্বহস্তে ফুলহার গেঁথেছি। ও বরণীয় কণ্ঠে ধারণ কোরে আমার প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত্ কর। তোমার বিষন্ন ভাব দেখে আমার অন্তর অত্যন্ত অবসাদপ্রাপ্ত হোয়েছে। আমি কিছুতেই শান্তিলাভ কোর্ত্তে পাচ্চিনে।

শ্রীমতী। কণ্ঠরত্ন, আর নূতন কোরে কি হার পোর্বো?

নীলমণিহার ত আমি সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ কোরে আছি। নাথ, তোমার আদর যত্নের কি কখনো ত্রুটি আছে? আমার কী গুণ আছে যে তোমার পাদপদ্মে আমি স্থান পেতে পারি? তুমি অদোষদর্শী, তাই আমার এ দেবিদুর্ল্লভ অধিকারলাভ। কিন্তু নাথ! আমি যে আজ কিছুতেই প্রাণের ভিতর শান্তি পাচ্চিনে। এর কারণও ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। দেখো নাথ, দাসীকে য্যানো চরণছায়া হোতে কখনো বঞ্চিত কোরো না। দাসীর শত ত্রুটি পদে পদে; তাই ভয়ে মরি, পাছে ও চরণ হারা হই।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণময়ি! তুমি যে আমার প্রাণ; প্রাণ ছাড়া হোয়ে দেহ কি কখনো থাক্‌তে পারে? ক্যানো বৃথা আশঙ্কায় অশান্তিলাভ কোচ্চ? দাও, তোমার চরণ দাও, আমি আজ স্বহস্তে তোমার চরণে অলাবকরচনা কোরে দিয়ে, আত্ম-চরিতার্থতা লাভ করি।

শ্রীমতী। নাথ, আমি যে তোমার দাসী। তুমি দাসীর চরণস্পর্শ কোর্‌বে, ছি! তাও কি কখনো হয়। সে আমার সৌভাগ্য ত নয়, সেই আমার দুর্ভাগ্য। দাসীই তোমার চরণসেবার অধিকারিণী; এ বিপরীত আদেশ ক্যানো কোচ্চ নাথ!

শ্রীকৃষ্ণ। আমার প্রাণের একান্ত সাধ, সে সাধ কি অপূর্ণ থাকবে?

শ্রীমতী। ছি! আমার যে বড় লজ্জা করে। তুমি সর্ব্বাঙ্গ আমার কুসুমভূষণে ভূষিত কর, চরণ ছুঁয়ো না, ওতে যে আমার অপরাধ হয়!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণাধিকে! ও চরণে যে আমার পূর্ণ

অধিকার; সে অধিকার থেকে বঞ্চিত কোর্‌বে ক্যানো? তবে বুঝ্‌লাম আমিই তোমার চরণে অপরাধী, নইলে যা'তে আমার বিশেষ তৃপ্তি, তা'তে তোমার অপরাধের ভয় হবে ক্যানো?

শ্রীমতী। তবে তোমার যাতে তৃপ্তি, তাই করো। তোমার যা'তে তৃপ্তি তাতেই আমার অনন্ত তৃপ্তি; তোমার যা'তে সুখ, সেই আমার পরম সুখ। তোমার সাধ পূর্ণ হোলে আমার অন্তরেরও সকল সাধ পূর্ণ হবে। তোমার সুখের জন্যেই আমার দেহ, প্রাণ, মন, সর্ব্বস্ব।

[সখিগণকর্ত্তৃক পুষ্পাভরণদ্বারা শ্রীমতীর
অঙ্গ ভূষিত করণ]

শ্রীকৃষ্ণ।　　(জাবক রচনায় প্রবৃত্ত)

গীত।

যুগল চরণে, জাবক রচনে, সাজা'ব সাধ মনে।
সুধাংশু-সুন্দর, নখর-নিকর, রঞ্জিব অতি যতনে।
পেয়েছি আজি শ্রীপদকমল,
পরশি' মোর মানস সফল,
হার করিয়ে, হৃদয়ে ধরিয়ে, নিরখি অবাক্‌ নয়নে।
পরম-ধ্যেয় চরণ দু'খানি,
হেরি' হেরি' বিকল পরাণী,
এ চিত বিভোর, ঝরে আঁখি-লোর, কি রঞ্জিব হৃদিরঞ্জনে!

বিশাখা। (নিরীক্ষণ করিয়া) ওলো দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, শুধু জাবকরচনা নয়; প্যারীর পাদপদ্মে আবার নিজের নামটি

পর্য্যন্ত লিখে দেওয়া হোয়েছে। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) কত নাগরালীই জান!

ইন্দুরেখার প্রবেশ।

ইন্দু। (ললিতার প্রতি) সখি, দেবী পৌর্ণমাসী আমাদের শ্যামচাঁদকে স্মরণ কোরেছেন। তিনি কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান কোচ্চেন।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবী পৌর্ণমাসী! এত রাত্রিতে তাঁর কি প্রয়োজন?

ইন্দু। তোমার সঙ্গে নিভৃতে কোন কথা ক'বেন, তাই সাক্ষাৎমানসে এসেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার অভিবাদন জানিয়ে বল গে, আমি এখনি গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে উপস্থিত হোচ্চি।

[ইন্দুরেখার প্রস্থান।

বৃন্দা। আজ পৌর্ণমাসী দেবীর এত রাত্রিতে খোঁজ পোড়্লো ক্যানো?

শ্রীকৃষ্ণ। অবশ্য বিশেষ কোনো কথা আছে। আমাদের মঙ্গলই তাঁর চিরবাঞ্ছনীয়, আমাদের কোন মঙ্গল কামনাতেই এসে থাকবেন। আমি পুনরায় নিধুবন-কুঞ্জে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো: তোমরা তোমাদের প্রাণসখীকে লোয়ে তথায় উপস্থিত থাক্‌বে। আমি দেবীর নিকট সত্বর বিদায় গ্রহণ কোরে, নিধুবনকুঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হব। (শ্রীমতীর প্রতি) প্রাণময়ি! ততক্ষণ সখিগণসঙ্গে একটু

বিশ্রম্ভালাপ কর, আমি ত্বরায় এসে অতৃপ্ত আনন্দের পূর্ণতা সাধন কোর্‌বো।

[প্রস্থান।

ললিতা। প্যারি, এ্যাখনো হাস্‌বে না? অধরের হাসি অধরে মিশিয়ে রইলো! ও মেঘঢাকা জ্যোৎস্না আমাদের ভাল লাগে না। হাসির ফোয়ারায় প্রাণ ভাসিয়ে দিলে, তবে আমাদের প্রাণের তৃপ্তি হয়। জগৎ আনন্দে হাস্‌চে —আর আম্‌রা শ্যাম-সোহাগিনীর সঙ্গিনী—শ্যাম-আদরিণীর সহচারিণী,—আম্‌রা হাস্‌বো না?

(সখিগণের নৃত্য ও গীত।)

গীত।

হাসিয়ে হাসিয়ে কহ লো কথা, হাসিয়ে ধর লো তান।
হাসির সাগরে, হাসির লহরে, ভাসিয়ে দে লো প্রাণ।
হাসিয়ে পাদপে ফুটিছে ফুল,
হাসিয়ে গাহিছে বিহগকুল,
উদিল আসি, সুধাকর শশী, হাসি হাসি মাখা মধুর বয়ান।
যামিনী হাসিছে তারাহার পরি,
হাসিয়ে সমীর চলে ধীরি ধীরি,
বিশ্ব হাসিয়ে, উঠিছে মাতিয়ে, তুই না হাস্‌বি কেন?—
আয় আয় সখি, মোদের সাথে,
হাসিমাখা এই মধুর রাতে,
প্রাণে প্রাণ ঢালি, হাসিব, নাচিব, গাহিব হাসির গান।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

শ্রীকৃষ্ণ ও পৌর্ণমাসী দেবী।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি, প্রণাম করি ; অসময়ে আমাকে স্মরণ কোরেছেন, ক্যানো ?

পৌর্ণ। সবিতৃদেব তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান কোরুন্। বৎস, বিশেষ অপরিহার্য্য কারণে তোমার সমীপস্থ হোতে হোয়েছে। তোমার আনন্দময় নিশ্চিন্ত চিত্তে একটি উদ্বেগ দান কোর্ত্তে এসেছি। তোমাকে মনঃপীড়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আসা।

শ্রীকৃষ্ণ। কি আদেশ, নিঃশঙ্কে ব্যক্ত কোরুন।

পৌর্ণ। কংসের কাল পূর্ণ হোয়েছে, তোমারও ব্রজ-ত্যাগের সময় উপস্থিত। এই কথা স্মরণ কোরে দেওয়াই আমার অভিপ্রায়।

শ্রীকৃষ্ণ। এ্যাতো সত্বর! ধনুর্যজ্ঞের কোন সংবাদ পেয়েছেন কি ?

পৌর্ণ। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে অক্রূর ব্রজধামে উপস্থিত হোয়েছেন। আগামী পরশ্ব ধনুর্যজ্ঞের দিন স্থির হোয়েছে। অক্রূর রাজাজ্ঞায় ব্রজবাসিগণকে আমন্ত্রণ কোর্ত্তে এসেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। অক্রূর এসেছেন! তা হোলে কাল্ই'ত আমাদের ব্রজ ত্যাগ কোরে যেতে হ'বে! এ্যাখন্ বুঝ্লাম চিত্ত অকারণে উদ্বেলিত হয় নি!—এ্যাখন্ উপায় ?

পৌর্ণ। কিসের উপায়, বৎস ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমায় যেতে হবে তা' বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু আমাগতপ্রাণ জননীর, আমার কাঙাল রাখাল ও গোপ-বালাদের দশায় কি হবে? নিমেষকাল অদর্শনও যে তাদের অসহ। আমার সকল কষ্ট আমি অবহেলে সইতে পার্‌বো; তা'দের নিদারুণ ক্লেশ দিয়ে কি কোরে ব্রজ ত্যাগ কোরে যা'ব, তাই ভাব্‌চি।

পৌর্ণ। বৎস, ভক্তের জন্যে তোমার প্রাণ এ্যাতো না কাঁদ্‌লে, তোমাকে লোকে ভক্তবৎসল নাম দেবে, ক্যানো? নিজের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কোন ক্লেশে ক্লেশ বোধ নাই, কেবল ভক্ত কিসে শান্তিতে থাকে, আনন্দে থাকে,– এই তোমার অহর্নিশ চিন্তা। বৎস, সে চিন্তার ভার ত আমাকে দিয়েছ, তবে তুমি অনর্থক উদ্বিগ্ন হোচ্চ, ক্যানো? তোমার বিরহে সন্তপ্ত সকলেই হবে; তা নিবারণ কোর্ত্তে না পারি, যাতে কারো প্রাণ-বিয়োগ না ঘটে, তার ব্যবস্থা আমি কোর্‌বো। মা যশোমতীর যেরূপ অপরিমেয় স্নেহ, তোমার সখাদের যেরূপ প্রগাঢ় আনুরক্তি, আর গোপবালাদের যেরূপ আত্যন্তিক মমতা,—তোমার বিরহে তাঁদের দুর্ব্বহ জীবন রক্ষা করা যে কত কঠিন হবে তা বুঝ্‌তে পাচ্চি। তবে শক্তিময়ের শক্তিও অপরাজিতা,–সেই সাহসেই আমার সাহস, সে শক্তিসহায়েই তাঁদের জীবন রক্ষা কোর্ত্তে পার্‌বো, সে ভরসা আছে, তুমি সেজন্য নিশ্চিন্ত থাক।

শ্রীকৃষ্ণ। জীবন রক্ষা য্যানো হবে বুঝ্‌লাম, কিন্তু যে মুর্ম্মুর দহনে তাঁরা নিরন্তর দগ্ধ হবেন, তা'হোতে নিষ্কৃতি পাবার কি কোন উপায় নেই?

পৌর্ণ। উপায় আছে; সে উপায় বিস্মৃতি। কিন্তু তা হোলেই ত সকল সম্বন্ধ শেষ হোলো। প্রিয়জনকে ভুল্‌তে পাল্লে আর বিরহের যন্ত্রণা কি? যাঁ'দের প্রেমদান কোরেছ, বিরহঅগ্নিতে সে প্রেম উৎকর্ষলাভ কোর্‌বে, শতবান্‌ হেমের মত আরো উজ্জ্বল হবে, নির্ম্মল হবে। বিরহ না হোলে প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হবে ক্যামন্‌ কোরে?

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু দেবি, আমার সম্বন্ধে আপনার কোন ব্যবস্থা নাই কি? আমারও আত্মস্থৈর্য্যের এ্যাক্‌টা সীমা আছে ত? আমি জান্‌চি, আমার জন্যে আমার জননী, সখী, ও সখাগণ তীব্র যাতনানলে মুহ্যমান, আর আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে কি কোরে মথুরায় বোসে রাজনীতির অনুসরণ কোর্‌বো। আমার হৃদয় তো আর সত্যি পাষাণ দিয়ে গঠিত নয়!

পৌর্ণ। বৎস, তোমার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। আশ্রয়ের পক্ষে যে নীতি প্রযোজ্য, বিষয়ের প্রতি সে নীতি কথনো প্রযুক্ত হোতে পারে না। আত্মবিস্মৃতিই তোমার পক্ষে সুব্যবস্থা। কেউ স্মরণ কোরিয়ে না দিলে স্মরণ হবে না। জাগতিক বিবিধ কার্য্যের ভিতর তোমাকে প্রবেশ কোর্ত্তে হবে; প্রেমচিন্তা থাক্‌লে কি কঠোর কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করা যায়? তবে বিশ্রাম কালে স্মরণ হবে, কিন্তু তা'তে কেবল বিশ্রাম ও শান্তির ব্যাঘাত মাত্র,—লাভ বিশেষ নেই!

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল, তাই হোক্‌,—আপ্‌নার যা ইচ্ছা তাই সফল হোক্‌। ভূততাড়িত হোয়ে ভৌতিকরাজ্যে বিচরণ করাই দেখ্‌চি আমার বিধিলিপি।

পৌর্ণ। (হাসিয়া) ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা; সূত্রধারের ইচ্ছায় নট পরিচালিত, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম;— কর্ম্মচারী কর্ম্ম কোরে খালাস্। বৎস, তুমি দিন কতক একটু আত্মভোলা হোয়ে থাকো। এ্যাখন্ মানবসমাজে দুঃখের অবধি নেই। জীবের দুঃখ দূর হোক্, জগতে ধর্ম্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক্, তার পর লীলাময়ের প্রকট প্রেমলীলার পুনরভিনয় আরম্ভ হবে। আমাদের তা'তে কোন অসাধ বা অসুখের কারণ নেই, বরং আমরা পরম সুখীই হবো।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে এ্যাখন্ বিদায় হই। সখিগণের কাছে এ্যাখন্ কিছুকালের জন্যে বিদায় গ্রহণ কোর্ত্তে হবে।

পৌর্ণ। (সস্মিতে) বাঞ্ছিত-জন কি বাঞ্ছিতকে ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিদায় দিতে পারে? বরং এ্যাখন্ সে কথার আলোচনা না করাই ব্যবস্থা। এ্যাখন্ নিরানন্দকে আহ্বান নিষ্প্রয়োজন। যা'বার প্রাক্‌কালে সকলে জানতে পার্‌বেন, তখন যাঁর কাছে য্যামন্ ভাবে বিদায়গ্রহণ কো'র্ত্তে পার, কোরো।

শ্রীকৃষ্ণ। আপ্‌নার আদেশ্‌ই শিরোধার্য্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রীমতীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

শ্রীমতী ও সখিগণের প্রবেশ।

সখিগণ। নৃত্য ও গীত।

কত সুধা ঝরে, অনুরাগ-ভরে, ফুল্ল-ফুল-কুল-আননে।
চল-চিত্ত অলি, ধায় ঢলি' ঢলি', মঞ্জু-কুঞ্জ-কেলি-কাননে।
সবে আত্মহারা,
সবে চিত্তভোরা,
চলে মত্তপারা, আকুলিত মনে।
হেরিয়ে নাগরে,
কত হাসি ক্ষরে,—
অধরে অধরে.—ফুলবালাগণে।
তবে, বিষাদিনী
কেন বল, ধনি!
তুমিও ফুটাও হাসি, বিধুবদনে।

ললিতা। মনোমোহনের আগমনে মধুপমোহিনী কুসুমবালাদের আনন্দ আর ধরে না। বিকসিতমুখে হেলে দুলে হৃদয়-রঞ্জনের স্বাগত জিজ্ঞাসা কোচ্চে। যা'রা কলি ছিল, তা'রাও ভাবে ফুটে উঠ্‌লো। বঁধুর আদরের ভাগ নেবার জন্যে আধ-আঁখি মেলে, অপাঙ্গভঙ্গিতে বঁধুর পানে চা'চ্চে। কেউ আধ-ঘোম্‌টা টেনে, চোরা-চাহনিতে বঁধুর

মুখখানি দেখে নিচ্চে,—যাামন্ চোকোচোকি হওয়া, অমনি লজ্জায় পাতার আড়ালে লুকুচ্চে। দ্যাখ্ বিশাখা, হাসির ঘটা দ্যাখ্, আহ্লাদে ঢোলে পোড়্চেন। ক্ষুদে কুঁদগুলো ত বড় বেহায়া!

বিশাখা। ওরা বেহায়া আর তোমরা খুব শরম-কুমারী! যারা নাগরের বাঁশীর রবে ছুটে বনে যায়, দিন নেই, দুপর নেই,—বৃষ্টি বাদ্লা-ঝঞ্ঝাবাত্ নেই, ঘুট্ঘুটে-অন্ধকার-কাঁটাবন-সাপ-বাঘের ভয় নেই, বঁধুর সাড়া পেলেই হান্ ফান্ দৌড়ো-দৌড়ি,—তারা খুব লজ্জাবতী!—আর ওরা বঁধুকে কাছে পেয়ে দুটো রসের হাসি হেসে নিচ্চে, ওরা হোলো বড় বেহায়া;— আহা, তোমার কি সূক্ষ্ম বিচার!

চিত্রা। তা' বোলে আমরা অমন্ গা'য়ে ঢো'লে পো'ড়ে সোহাগ যাচিনে। অত আদর কাড়ালে কি আর মান থাকে?

রঙ্গ। ওলো, তোরা খুব মানী, তা জানি। একটু আস্তে দেরি হো'য়ে যাক্ না, সতেরো বার পথে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি মার্ত্তে তো কসুর দেখি নে।

চিত্রা। তা' আস্বার সময় বো'য়ে যাচ্চে,—চুপ কোরে গোঁজ হোয়ে কি বোসে থাকা যায়? এ্যাক্বার পথ্ও চাইতে হয়, খোঁজ খবরও নিতে হয়। সেটা লজ্জার কথা না মহত্বের কথা?

বিশাখা। তা তোদের মহত্ব খুব আছে জানি। না দেখ্লে বাঁচিনে, দ্যাখা হোলো তো অনাদরের সীমা নেই; তাড়িয়ে দিতেও প্রাণে বাজে না। ভালবাসার ধন কাছে এলো, মুখ্ গোম্ড়া কোরে বিরসভাবে মুখ টিপে বোসে

থাক্‌বো ;—এর নাম দিশেহারা প্রেম! এর চেয়ে হেসে ঢোলে পড়া ঢের ভালো।

শ্রীমতী। কবে অনাদর কোরেছি? শ্যাম কি আমার অনাদরের ধন যে তাঁকে অনাদর কোরবো? তবে মনে আনন্দ না থাক্‌লে তো জোর কোরে মুখে হাসি আন্‌তে পারি নে। আমি শ্যামকে কখনো তাচ্ছীল্য কোরেছি, না অবজ্ঞা কোরেছি? আমি ইচ্ছে কোরে শ্যামকে কখনো অনাদর কোরেছি, তাতো আমার মনে হয় না।

বিশাখা। তবে পান্‌ থেকে একটু চূণ্‌ খোস্‌লেই ওম্‌নি শ্যামকে কাঁদাও ক্যানো? শ্যামতো ভয়েই তটস্থ। একটু হাসি-মুখ দেখ্‌লে, যে হাতে স্বর্গ পায়, তার কাছে বিরসমুখ কোরে বোসে থেকে তার প্রাণে কষ্ট দেওয়াই বুঝি বড় প্রেমের পরিচয়?

শ্রীমতী। সখি, সাধ করে আমি শ্যামকে কখনো কষ্ট দেবোও না, দিতেও পারিনে। আমি জানি শ্যাম আমার; এ্যাতো আপনার আমার আর জগতে কেউ নেই। আর এও খুব জানি, শ্যাম আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন। এ্যাতো ভালবাসা তিনি বোধ হয় জগতে আর কা'কেও বাসেন না। তাঁর আমি মন জানি, প্রাণের কথা বুঝি; কিন্তু সেই আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব শ্যামের একটু কিছু উপেক্ষার ভাব দেখ্‌লে আর স্থির থাক্‌তে পারিনে। অন্তরের ভিতর দাবানল জ্বোলে ওঠে, প্রাণ পুড়ে ভস্ম হোয়ে যায়। তা'তেই আমার মান অভিমান যা'ই বলো।

ললিতা। আচ্ছা, তুমি তো শ্যামের সুখে সুখী; কিন্তু

অনেক সময়ে শ্যামের মুখে তো সুখ দেখ্‌তে পাইনে। চন্দ্রার সঙ্গে দু'টো কথা কইলে যদি তিনি সুখী হ'ন, তা'তে তোমার সুখ না হো'য়ে অভিমান আসে ক্যানো?

শ্রীমতী। সখি, অভিমান তা'র জন্যে নয়, তা'র কারণ আছে। আমার অপেক্ষা তাঁর প্রিয়তমা কেউ নেই তা জানি। কিন্তু তিনি যা'কে একান্ত আপনার বোলে জা'নেন, যে তাঁর আশায় পথ চেয়ে বোসে আছে, প্রতি মুহূর্ত্ত যার কাছে যুগান্তর বোলে' মনে হ'চ্চে,—তার কথা, সমস্ত রাত্রির মধ্যেও তাঁর মনে পোড়্‌লো না! এতে কার না অভিমান উথ্‌লে ওঠে সখি? আমি যদি জান্‌তাম, আর সকলে য্যামন্ আমিও তেম্‌নি, তাঁর কাছে আমরা সবাই সমান,—তাহো'লে আমার প্রাণে এ্যাতো আঘাত লাগ্‌তো না! তিনি কি সুখী হবেন বোলে' চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত কাটিয়েছিলেন? না, কণামাত্র তাঁর সুখের আশা ছিল?—তা' নয়, সখি, তা' নয়, তা' হোলে তোমরা বোঝ'নি। চন্দ্রাবলীর মন্দিরে নিশিযাপন,—সে শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে। আমার চেয়ে তাঁর চক্ষুলজ্জাই কি এ্যাতো বড় হো'লো।

ললিতা। চন্দ্রাও তো তাঁকে খুব ভালবাসে।

শ্রীমতী। তা বাসে। আর চন্দ্রাকে ভালবাস্‌তে, কি তার সঙ্গে কথা কইতেও তো আমি মানা কোচ্চিনে। তুমি আস্‌বো বোলে, আশা দিয়ে আমায় বোসিয়ে রাখ্‌লে ক্যানো? তুমি খুব জানো যে আমি কতো আশায়, কতো প্রাণের আবেগে, কতো ব্যাকুল ভাবে তোমার পথচেয়ে বোসে আছি; আমার কথা যদি তোমার মনে ঠিক্ উদয় হো'তো, তুমি চুপ কোরে থাক্‌তে পার্ত্তে। শতবিঘ্ন উপেক্ষা করে তুমি নিশ্চয়ই চোলে' আস্‌তে! সে পরিচয় পেলাম না বোলেই তো অভিমান এসে উদয় হোলো।

ললিতা। কিন্তু এতে শ্যামের কোন দোষ নেই। যোরে' ভদ্দোর ঘটা'লে আর কে কি কোর্‌বে বলো? তার কি সত্যি মন ছিল?—তার মন তোমার কাছেই পোড়ে ছিল, তা'রা দেহটাকে আট্‌কে রেখেছিল মাত্র।

বিশাখা। শ্যাম তো আর কচি খোকা নয়, পোল্‌তে কোরে' দুধও খায় না। চোট্‌পাট্‌ কো'রে দু'টো কথা শুনিয়ে দিয়ে হন হন্‌ কোরে চোলে আস্‌তে পার্ত্তো না? শ্যামকে তো আর খাটের পায়ার সঙ্গে তারা বেঁধে রাখে নি?

ললিতা। তুই বড় হাবা। যেখানে প্রেমের গন্ধ আছে, সেখানে কি জোর জবরদস্তি চলে? ভ্রমর বড় বড় চকোর কাঠ এ ফোঁড় ও ফোঁড় কোরে' কুটো কোরে' ফ্যালে, কিন্তু প্রদোষে যখন পদ্মে গিয়ে বসে, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মের পাপড়ী মুদে আসে, আর ভ্রমর তা'র ভিতরে থেকে যায়। সমস্ত রাত্‌ তা'র ভিতর থাকে, সকাল হো'লে পদ্মও মুখ খোলে, ভ্রমরও পদ্মরেণু মেখে বেরিয়ে আসে। যে বিশাল কাঠ্‌ কুটো কোর্ত্তে পারে, সে কোমল পাপড়ী কেটে বেরুতে পাত্তো না!—সে তা পারে না. সেটা প্রেমিকের রীতি নয়,—প্রেমের ধর্ম্ম নয়।

বিশাখা। আচ্ছা সে তো হো'লো, কিন্তু এই আজকাল, মানেরও কারণ নেই, অভিমানেরও কারণ নেই, শুধু শুধু মুখভার ক্যানো? সে হাসি, রঙ্গরস, শুকিয়ে গ্যালো কোন্‌ দুঃখে?

শ্রীমতী। তুই যদি, আমার প্রাণের ভিতর ঠিক্‌ দেখ্‌তে পেতিস্‌, তা হো'লে এমন কথা বোল্‌তিস্‌ নে। আজ ক'দিন থেকে আমার প্রাণের ভেতর ঘ্যানো কে বোল্‌ছে "তোর সুখের দিন ফুরালো, তোর সুখের নিশি পোহালো।" **তাই** আমার

প্রাণে একটুও সোয়াস্তি নেই, সর্ব্বদা কেবল প্রাণের ভেতর হু হু কোচ্চে।

ললিতা। বালাই, ও কথা মনে আন্‌তেও নেই। চল, আমরা ফুল তুলি গে'। শ্যাম, বৈজয়ন্তিমালা পো'র্ত্তে বড় ভালবাসেন; প্যারি? আজ তুমি নিজের হাতে ভাল কো'রে এ্যাক ছড়া বৈজয়ন্তি-মালা গেঁথে ফ্যালো, শ্যাম পো'লে কত সুখী হবেন। আমরা নানা রঙের ফুল তুলে এনে দি'।

চিত্রা। আমরা বুঝি প্যারীকে সাজাবো না?

ললিতা। তোদের কে বারণ কোচ্চে? তোরা মনের সাধে প্যারীকে সাজা না। আমি ততক্ষণ ফুল তুলে' আনি। [প্রস্থান।

শ্রীমতী। আজ আমার সাজসজ্জা কোর্ত্তেও আর ইচ্ছে হো'চ্চে না,—কিছু ভালো লাগ্‌চে না।

বিশাখা। এ ভাই, তোমার অন্যায়। শ্যামের কাছে যা'বে, ওম্‌নি আলুথালু বেশে? শ্যাম যে দেখে অসুখী হবেন। সাজসজ্জা তো নিজের সুখের জন্যে নয়, শ্যাম দেখে সুখী হবেন বোলে'। তাতে আবার অনিচ্ছা ক্যানো? এস, তোমায় সাজিয়ে দি'। (সজ্জাকরণ।)

ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। এই নাও, এক সাজি নানা রঙের ফুল এনেছি, তুমি ভালো কোরে' এ্যাকগাছি মালা গেঁথে ফ্যালো।

শ্রীমতী। সখি, কোন্ রঙের পর কোন্ রং ভাল মানা'বে বোলে' দাও।

ললিতা। সে যা'র য্যামন্ পছন্দ। এ্যাক এ্যাক্ থাক্ এ্যাক্ এ্যাক্ রঙের দাও। প্রথমে শাদা, তার পর লাল্, নীল, পীত, সবুজ, পাটল, এই রকম সাজিয়ে গেঁথে যাও; দেখ্‌তে মানালেই হো'লো।

শ্রীমতী। (মালা গ্রন্থন করিতে করিতে চমকিত হইয়া) ওকি! আকাশে তো মেঘ নেই, তবে সহসা মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে অগ্নিস্ফুরণ হো'চ্চে ক্যানো? এ আবার কি?—একি ভূমিকম্প?—আমার সমস্ত শরীর যে সঙ্গে সঙ্গে থর্ থর্ কোরে' কেঁপে উঠ্‌চে।—আমার দৃষ্টিবিভ্রম হো'লো না কি? চোখে যা' দেখ্‌চি, সবই ঘ্যানো ঘুর্‌চে।—একি হো'লো সখি!

ইন্দুরেখার প্রবেশ।

ইন্দু। সখি, সর্ব্বনাশ হো'য়েছে!—আমাদের কপাল ভেঙেচে! মথুরা থেকে অক্রূর বোলে' কে এ্যাক্‌জন কংসদূত ব্রজে এসে আমাদের কানাইকে নি'য়ে যা'চ্চে। যাবার সব উদ্‌যোগ আয়োজন দেখে এলাম। রথ প্রস্তুত, কানাই অক্রূরের সঙ্গে রথে উঠ্‌লেন!

ললিতা। বলিস্ কি! এযে যথার্থই বিনামেঘে বজ্রাঘাত!—সত্যি?—না তামাসা?

ইন্দু। সখি, এ্যামন সর্ব্বনেশে কথাও কি কেউ তামাসা কোরে' মুখে আন্‌তে পারে? কানাই রথে উঠ্‌লেন দেখে আমি ছুটে তোমাদের বোল্‌তে এলাম্। (শ্রীমতীর প্রতি) প্রাণপ্যারি, আর ও বৈজয়ন্তী মালা কার্ জন্যে গাঁথ্‌চো? তোমার হাতের মালা হাতেই রই'লো, আর কি তাঁর গলায় উঠ্‌বে? শ্যামের দর্শন বুঝি আমাদের জন্মের মত শেষ হো'লো।

গীত।

"আর মালা গাঁথ কি কারণ? (কমলিনী রাই)।
যার তরে গাঁথ মালা সে গেল মধুভুবন।
কংসচর ব্রজে আসি,
হ'রে নে যায় ব্রজের শশী,

(ওগো)

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হ'লরে শিরে পতন।
যতনে গেঁথেছ মালা,
মালা হবে জপ মালা,
ও মালা ভুজঙ্গ হ'য়ে শ্রীঅঙ্গে করবে দংশন।"

শ্রীমতী। আমি যা' ভয় কোচ্চি তাই হো'লো। ওগো, আমার প্রাণ সব জান্‌তে পারে। নইলে এ ক' দিন থেকে প্রাণের ভেতর এ্যাতো যন্ত্রণা হ'বে ক্যানো? এখন কি হবে সখি! জন্মের শোধ কি আর এ্যাকবার শ্যামকে দেখ্‌তে পাবো না? আমার ইহজন্মের কি সকল সাধ ফুরা'লো! আমি কোথায় যা'বো, কি কোর্‌বো? শ্যামহারা হো'য়ে আমি কি কোরে' প্রাণধারণ কোর্‌বো? আমার শ্যাম আমায় ত্যাগ কোরে' চোলে' যাবেন, এ তো স্বপ্নেও আমি কখনো ভাবি নি'। (রোদন)

বিশাখা। প্যারি, এ্যাকেবারে অধৈর্য্য হো'লে চোল্‌বে ক্যানো? এ্যাখনো উপায় আছে। শ্যাম হয়ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে অক্রূরের সঙ্গে যা'চ্চেন, আম্‌রা কাছে গিয়ে বোল্‌লে কোইলে তিনি কি আর আমাদের কথা ঠেলে' চোলে' যেতে পার্‌বেন্?

ললিতা। তাই চল; আম্‌রা বনপথ দিয়ে ঘুরে সদর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে, সেই পথেই তো রথ যা'বে! কানাই কি সত্যিই আমাদের দুঃখ বুঝ্‌বেন না?

শ্রীমতী। আমরা কাতরভাবে মিনতি কোর্‌লেও কি তিনি শুন্‌বেন্ না, আমাদের প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বেন না? না শোনেন, তবুও যদি চোলে' যা'ন, তাঁর রথচক্রে হৃদয় পেতে' দেবো, তাঁর বিলাসের দেহ তাঁকেই সমর্পণ কোরে' আস্‌বো।

গীত।

"গিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়ে র'ব হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
রথচক্র ধ'রে', র'ব ঘিরে, দিয়ে ছার কুলে জলাঞ্জলি।
একান্ত ত্যজিয়ে যদি যান বনমালী,
কৃষ্ণ বিলাসেরি দেহ, কৃষ্ণে দিব তিলাঞ্জলি।"

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

রথারোহণে অক্রুর সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

অক্রূর। যে দাবানল কুণ্ডের সন্নিকটে আমাদের রথ রক্ষা কর্‌বার জন্য নন্দ মহারাজ আদেশ কো'রেছেন, সে কুণ্ড আর কত দূর?

শ্রীকৃষ্ণ। সে কুণ্ড আর বড় বেশী দূর নয়। সম্মুখে রাজপুরপল্লী, তার পরেই দাবানলকুণ্ড। রাজপুরপল্লীতে গোপগণের সমবেত হবার কথা আছে, পিতা গোপগণ সহ কংসালয়ে যাত্রা কোর্‌বেন, বলাই দাদা আমাদের সহযাত্রী হবেন।

অক্রুর। (সাশ্চর্য্যে) ও কি! উন্মাদিনীর মত কয়েকটী বালিকা ছুটে আস্‌চে, ক্রন্দনরোলে দিগন্ত প্লাবিত কো'রে তুলেচে,—ও কি! আমাদের দিকেই যে আস্‌চে! কা'রা এরা?

শ্রীকৃষ্ণ। তাতঃ! এরাই গোপবালিকা। আমি যখন গোপেন্দ্রনন্দন, কাজেই আমার খেলার সঙ্গিগণও গোপবালক ও গোপবালিকাগণ। আমি তাদের প্রাণ, এক দণ্ড চক্ষুর অন্তরাল কোর্‌তে তাদের অন্তর বিদীর্ণ হয়! গোপবালকদের তো কতো কো'রে বুঝিয়ে এলাম, কিন্তু গোপবালাদের কাছে অব্যাহতি নাই। এঁরা মনে কো'রেচেন আমি জন্মের মত এঁদের পরিত্যাগ কোরে' মথুরাবাসী হো'তে যাচ্চি, তাই এঁরা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমাকে ফিরিয়ে নিতে আস্‌চেন। অদ্ভুত এঁদের চিত্তভাব। আমার কোনো গুণ নাই, তবু এঁরা আমাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর মনে করেন। আমার

নিমেষকাল অদর্শন এঁরা যুগান্তর বোলে' অনুভব করেন। আমার মনে হয়, গোপবালাদের স্নেহঋণ আমি কোটী-কল্পযুগ চেষ্টা কো'ল্লেও পরিশোধ কোর্ত্তে পারবো না। তাতঃ! জগৎ এক দিকে, আর গোপবালারা অন্য দিকে—বোধ হয় গোপবালাদের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তুমি জগতের মঙ্গল কামনা কোচ্ছ, কিন্তু আমার গোপবালাদের যে প্রাণ বাঁচবে না, তার উপায় কি? তাদের বেশভূষা, অশন, শয়ন, ভ্রমণ, নিত্য-নৈমিত্তিক যা কিছু কার্য্য, সকলি আমার প্রীতির জন্যে, তাদের নিজেদের আত্মাভিসন্ধি বা দেহপ্রীতি মাত্র নাই, সর্ব্বস্ব আমাতে অর্পিত। এমন সরলা শুদ্ধাচারিণী উন্নতমনা অবলাগণের হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত কোরে' কি কোরে' যাবো তাই ভাবচি।

অক্রূর। লোকোত্তম, আজ আমি ধন্য হোলাম। গোপবালাগণের দর্শনলাভ বহু তপস্যার্জ্জিত পুণ্যফল বোলে' মনে হো'চ্চে। গোপেন্দ্রনন্দনরূপে নিকটে পেয়ে যারা সর্ব্বস্ব ঢেলে তোমাকে অন্তরের অন্তরতম কো'রেছেন, ধন্য তাঁরা! যারা ভাবী বিরহের উদ্বেগে আত্মহারা হো'য়ে কুল-শীল-মান, লোকলজ্জা, গুরু-গৌরব, সমস্ত তুচ্ছ কো'রে রাজপথে ছুটে বা'র হো'য়েচেন, তাঁদের চিত্ত আমাদের মত মোহপরবশ, শতপথধাবিত, দিক্‌ভ্রষ্ট চিত্তের বোধাধিগম্যও নয়। ধন্য তাঁরা; আমি এখান হো'তে তাঁদের শত শত প্রণাম করি। প্রভু, তোমারও হৃদয়ভাব বুঝ্‌লাম—বুঝ্‌লাম, সপ্তলোক মধ্যে গোপবালাগণ তোমার যত প্রিয়, এত প্রিয়তম তোমার আর কেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই! পুরুষোত্তমের একমাত্র চিত্তহারিণী, আনন্দদায়িনিগণের চরণকমলে আমার শত শত প্রণাম।

শ্রীকৃষ্ণ। তাতঃ! তুমি কি উদ্ধব তোমরাও কি আমার

পরম আত্মীয় নও? তোমাদের মত আত্মীয়ও আমার এ সংসারে কেহ নাই।

অক্রূর। তুমি সত্যস্বরূপ, তোমার কোন কথাই অসত্য নয়, আমরাও তোমার পরম আত্মীয়, কিন্তু আমরা কি তেমন কো'রে তোমার পাদপদ্মে প্রাণ ঢাল্‌তে পেরেচি? জগৎ তোমার, জগতের সকলি তোমার, কেউ পর নয়। রসের তারতম্যই প্রকৃত তারতম্য তা আমি এতদিনে বুঝ্‌তে পা'ল্লেম। প্রভু, কবে সেদিন হবে, কবে গোপবালাদের মত, একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন বো'লে তোমার চরণকমলের মকরন্দপানে এ চিত্ত নিরন্তর বিভোর হবে! দাও প্রভু, ও চরণ আমার শিরে স্থাপন কর, আমার চিত্তের সর্ব্ব মলিনতা দূর হো'য়ে যাক্, অহেতুক প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হোক্।

গীত।

হে জগ-জন-রঞ্জন!
কেশী-মথন, মদন-দমন,
ভব-ভীতি-ভঞ্জন!

দাও তুলি শিরে ও পদ কমল,
কলুষিত চিত হোক্ নিরমল,
বিষয় বাসনা ঘুচুক সকল,
শান্তি-সুধা সিক্ত হোক প্রাণমন।

নিবারিয়ে ঘোর তমঃ অহমিকা,
যে প্রেম-ভূষণে ভূষিতা গোপিকা,
দেহি দাসে দান সে প্রেম কণিকা,
লভিব সে রসে নবীন জীবন।

কাতরে করুণা যাচে দীন হীন,
কতদিনে হবে আমার সে দিন,
ও পদকমলে রব গাঢ় লীন,
মধু লোভে অলি কুসুমে যেমন।

ওই যে গোপবালারা নিকটবর্ত্তী হো'য়েচেন! আহা কি অপূর্ব্ব ভাব! বহুজন্ম কঠোর তপস্যা কো'ল্লেও, মানবজীবনে গোপীভাব সুদুর্ল্লভ। গোপীজন-বল্লভের কৃপাই একমাত্র সাধন।

(গীত গাহিতে গাহিতে গোপীগণের প্রবেশ।)

গীত।

যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না,
দুঃখিনীরে ফেলে যেয়ো না!
যে জন চরণ বই জানে না,
তারে ফেলে যেয়ো না!
ভাসা'য়োনা, ভাসা'য়োনা ভাসা'য়োনা,
অকূলে ভাসা'য়োনা!

যে ফুল ফুটেছে তোমারি সোহাগে,
সে আজি ভূলুণ্ঠিত তোমারি বিরাগে,
লও তুলে, চরণতলে, দ'লে যেয়োনা!
দ'লে যেয়ো না, দ'লে যেয়ো না,
হৃদয় দ'লে যেয়ো না!

আবার দেখি সে সব নয়নে,
থর থর থর কাঁপিছে অঙ্গ, লাগিছে চরণে চরণে।

কোথা যাও ? ফিরে চাও,
কথা রাখ, ব্যথা দিয়ো না!
ব্যথা দিয়ো না, ব্যথা দিয়ো না,
আর, ব্যথার উপরে ব্যথা দিয়ো না!

অক্রূর। মহাতপা ভাগ্যবতী গোপকন্যাগণ, তোমাদের চরণ-দর্শনে আজ আমি ধন্য হো'লেম। তোমাদের কৃষ্ণানুরাগ তোমাদেরই যোগ্য। আমরা নামে মাত্র উন্মুখ জীব, সময়ে সময়ে ভক্তের অভিমানও চিত্তে এসে উপস্থিত হয়। এখন বুঝ্‌চি আমাদের তমোন্ধতা এখনো ঘুচে নাই! আমার মত জীব তোমাদের চরণধূলিরও যোগ্য নয়।

ললিতা। ওগো! আমরা যে বড় দুঃখিনী, কৃষ্ণ বই আমাদের যে কোন সহায়ও নেই, সম্বলও নেই, আমরা কৃষ্ণই জানি, আর কিছু জানিনি, বুঝিনি, শিখিনি। দুঃখিনীর ধন দুঃখিনীদের দিয়ে যাও, আমাদের প্রাণ বাচাও।

চিত্রা। কে তুমি নিষ্ঠুর, নৃশংস বিরাতরূপে শান্তিময় তপোভূমি বৃন্দাবনে প্রবেশ কো'রে স্ত্রীবধ কোর্ত্তে প্রবৃত্ত হো'য়েচ? আমাদের কাতরতা, আর্ত্তনাদ কি তোমার নির্ম্মম হৃদয়ে একটুও প্রবেশ কো'চ্চে না?

বিশাখা। কে তুমি, প্রমত্ত বন্যকরিরূপে ব্রজের সুখ-সরোবর আলোড়িত কো'রে গোপীর বিকসিত হৃদপদ্ম দলিত কো'রে চো'লে যাচ্চ? কথায় তো আকাশে তুল্‌ছিলে, কিন্তু প্রাণে মার্‌বার ফিকির-টাত ভুলনি! আমাদের দুটো মিষ্টি কথা—মন ভুলানো কথা বো'লে তোমার লাভ থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমাদের তাতে প্রাণ জুড়ুবে কি!—ধূ ধূ আগুন জ্বো'ল্‌চে, আহা! আহা! বো'ল্লে কি আর আগুন

নেবে? দাও আমাদের কানাইকে নামিয়ে দিয়ে যাও, আমরা নিয়ে ঘরে যাই। তারপর তোমার মধুঢালা কথা বল্‌বার কিছু বাকি থাকে, সেখানে গিয়ে বোলো।

অক্রূর। ভাগ্যবতিগণ, তোমাদের কৃষ্ণ তোমাদেরি, চিরকাল তোমাদেরি থাক্‌বেন, আমি সে অধিকার থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন কো'র্ত্তে আসিনি। জগৎ ধ্বংস হবার উপক্রম হো'য়েচে, বহু নরপতি, বহু মানব ধ্বংসমুখে গিয়েচে, যাচ্চে, আর কত যে যাবে তার ইয়ত্তা নেই। জগতের এই মহাআপদ নিবারণ মানসেই তোমাদের কানাইকে একবার মথুরা নগরে নিয়ে যাবার জন্যে এসেচি তোমরা তোমাদের কানাইকে অবশ্যই চেনো, তিনি সর্ব্ববিঘ্ন-বিপত্তি-বিনাশন, সর্ব্ববিপদ-বারণ, সর্ব্বত্র মঙ্গলময়। তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় বোলেই নিয়ে যাচ্চি, অল্পকালের জন্যেই নিয়ে যাচ্চি; শান্তির আভাস দেখ্‌লেই তোমাদের কানাই—তোমাদের ব্রজের ধন ব্রজে ফিরে আস্‌বেন।

ললিতা। না—না—এ্যামন্ কথা বোলো না, তা আমরা প্রাণ থাক্‌তে পারবো না। কানাইকে বিদায় দিয়ে আমরা কোন্ প্রাণে প্রাণবেঁধে ব্রজে থাক্‌বো! ওগো! তা আমরা পার্‌বো না—এ্যামন্ নির্ম্মম কথা বো'লে ক্যানো আমাদের যন্ত্রণা বাড়াচ্চ?

অক্রূর। দেবি! ক্ষমা কর, মঙ্গলময় কার্য্যে বাধাদান কোরো না, সৎকার্য্যের সহায় হও। তোমরা বিদায় না দিলে তোমাদের কানাইকে নিয়ে যাওয়া নিতান্ত নির্দ্দয়তার কার্য্য হবে, তা' বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু উপায় নেই। কানাই তোমাদের পরম অন্তরঙ্গ তা জানি, কিন্তু জগতের সকলকে বঞ্চিত কো'রে তোমরাই চিরদিন অধিকার কো'রে বে সে থাকবে, সেটাও তো ন্যায়ানুগত নয়। তোমরা

এ্যাতো দিন তাঁকে নিয়ে আনন্দ কোর্ল্লে, আমরা কি দু'দিনের জন্যেও আমাদের কাছে নিয়ে যেতে পারিনে? আবার দু'দিন বাদে, তোমাদের ধন তোমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। দু'দিন একটু ধৈর্য্য ধো'রে থাকা তোমাদের উচিত,—প্রাণ না বুঝুক, শিষ্টাচার ভাবেও উচিত।

ললিতা। তবু নিয়ে যাবে?—যাও;—পার নিয়ে যাও'; আমরা এই রথচক্র ধোর্ল্লেম,—ক্যামন্ কোরে', যা'বে যাও!

(গোপীগণের রথচক্র ধারণ।)

শ্রীমতী! সখি, আমাদের আর উপায় কি! দুঃখিনীদের দুঃখ বোঝ্‌বার কি কেউ নেই! যদি সত্যিই শ্যাম ব্রজ পরিত্যাগ কোরে' যান,—রথচক্রে বুক পেতে দেবো, বুকের উপর দিয়ে রথ নিয়ে যান্! শ্যামহারা হো'য়ে শূন্যপ্রাণে আর ব্রজে ফিরে যা'বো না,—যাঁর প্রাণ তাঁ'রি সম্মুখে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো। এই আমার শেষ সুখের সাধ।

গীত।

(কীর্ত্তন)

যাবে যাও, দ'লে যাও—
পাতিয়ে দিলাম দেহ!
(বুক পেতে দিলাম,
আমার হৃদয় দলিয়ে চলিয়ে যাও।)

কি ফল রাখিয়ে, বিফল জীবন,
যেথা আপনার নাহি কেহ!
(শুধু হাহাকারময় জীবন রেখে কি ফল বল?
এ সুখহারা, দুঃখভরা প্রাণে আর কি ফল বল?)

একবার শুধু, দেখিব ও মুখ,
আর ত দেখা হবে না !
(একবার দাঁড়াও হে প্রাণবঁধু !
পিয়াস মিটায়ে দেখে যাই !)

শেষ নিদর্শন, এঁকে নে নয়ন,
এ সময় আর রবে না !
(নয়ন ! নয়ন ভ'রে দেখে নে,
—নয়ন পটে এঁকে নে,
—চির দিনের মত দেখে নে,
—শেষ দেখা দেখে নে !
আর ত সময় পাবি না।)

কেন আঁখি আর, বরিস' আসার
নিবার' নিবার' রোদন !
বাঞ্ছিতজনে, হারাইলি যদি,
(এবে) বাঞ্ছিত তব মরণ !
(এখন মরণ বই আর গতি নাই !)

শ্রীকৃষ্ণ। সখিগণ, অকারণ ক্যানো তোমরা ব্যাকুল হো'চ্চ ? আমার হৃদয়ভাব তোমাদের তো কখনো অগোচর নাই, আমিই কি নিশ্চিন্ত হো'য়ে মথুরায় অবস্থান কোর্‌তে পার্‌বো ? আমার অদর্শনে তোমাদের হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হবে, আমিও তোমাদের অদর্শনে সেইরূপ মনঃপীড়ায় দিনযামিনী যাপন কোর্‌বো। কিন্তু উপায় নাই,—রাজার আদেশ অমান্য করি, সে সাধ্য নাই। তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, আমি হয় ত কালই ব্রজে পুনরাগমন কোর্‌বো। কাজ শেষ হো'লেই

চো'লে আস্‌বো, নিরর্থক তথায় বো'সে থাক্‌বো না। তোমরা এরূপ অধৈর্য্য ও ব্যাকুল হো'লে অগত্যা আমাকে ব্রজে ফিরে যেতে হবে,—কিন্তু তাতেও কি শান্তি লাভ কোর্‌তে পার্‌বো? আর আমাকে অশান্তিতে দগ্ধ কোরে' তোমরাও কি শান্তিলাভ কোর্‌তে পার্‌বে? আমি না গেলে, প্রথমতঃ রাজাজ্ঞা অবহেলা, দ্বিতীয়তঃ পিতা কি মনে কোর্‌বেন, দাদা বলাই কি ভাব্‌বেন। সকলের কাছে আমাকে লজ্জা ও বিরক্তির কারণ হো'তে হবে, রাজরোষ হো'তেও অব্যাহতি পাবো না! এ্যামন অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য, একটু বিচার কো'রে গ্যাখো দেখি! (অক্রূরের প্রতি) তাতঃ! দেখ্‌লে তো আমার শত দিকে শত বন্ধন। মাতার বন্ধন, পিতার বন্ধন, সখাদিগের বন্ধন, আবার সখীদিগের ততোধিক বন্ধন,—কোন বন্ধনই ছিন্ন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, অথচ কর্ত্তব্য কোর্‌তে হবে! আমি কি করি বল দেখি? স্নেহ আগে না কর্ত্তব্য আগে?—এ সমস্যা কে উদ্ভেদ্ কোর্‌বে?

অক্রূর। প্রভু, এ সমস্যা তুমি নিজেই উদ্ভেদ কোরে' গ্যাখাও, আমি দেখে শুনে নির্ব্বাক্ হো'য়েচি। আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান তিরোহিত হো'য়েচে, বিচার-শক্তি লোপ পেয়েচে। অতি আশ্চার্য্য! অতি বিচিত্র ব্যাপার! এরূপ প্রগাঢ় আনুরক্তি যে জীবের হো'তে পারে, তা আমার কখনো বিশ্বাস ছিল না। আজ প্রত্যক্ষে দর্শন কোরে' বিস্ময়ে অভিভূত হো'চ্চি। কি তীব্র উন্মাদনা! কি গভীর আকর্ষণ! ধন্য ব্রজবাসিনী গোপবালাগণ, তোমাদের অপরিসীম হৃদয়ের অপরিমেয় মহত্ত্ব দেবতাগণও হৃদয়ঙ্গম কো'র্ত্তে পারেন না,—আমরা ছার মনুষ্য, আমরা তোমাদের মহিমা কি বুঝ্‌বো?

শ্রীকৃষ্ণ। তাতঃ! আমার ব্রজবাসিনী গোপবালাগণ মূর্খ, জ্ঞানাধিকারহীন, অনক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য তাদের কিছুমাত্র

নাই। তাদের সম্বল শুধু হৃদয়টুকু,—কিন্তু ত্যামন হৃদয় পণ্ডিতের নাই, জ্ঞানীর নাই, শাস্ত্রদর্শীর নাই, যোগীর যোগবলে নাই, মুনির তপস্যায় নাই,—তাই সে হৃদয় আমার বড় প্রিয়। সে হৃদয়ে আঘাত দিয়ে চোলে' যেতে হবে, কর্ত্তব্যতা কি এত নির্ম্মম? না—না, আমি পাষাণ হোতে পারবো না,—আমি এত কুলিশ-কঠোর হোতে পারবো না,—আমার কর্ত্তব্য অতল তলে নিমগ্ন হোক্, আমি সরল-প্রাণে ব্যথা দিতে পার্‌বো না!

অক্রূর। তা ঠিক! প্রভু, সরল প্রাণে ব্যথা দিতে ত কেউ বোল্‌চে না। বাঞ্ছিতকে কি কেউ এক দিনের জন্যেও চক্ষুর অন্তরাল কোরে' কর্ত্তব্যসাধন কোর্‌তে পারে না? জড়চক্ষুর অন্তরাল হো'লেই যে মনের অন্তরাল হো'য়ে যাবে এ্যামন্ ত নয়। মনে গাঁথা থাক্‌লে, জড়চক্ষুর অন্তরালে আর কতটুকু দুঃখ দিতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ। তাতঃ! তুমি জ্ঞানের কথা বো'ল্‌ছ। গোপীরা তাত্ত্বিকও নয়, জ্ঞানীও নয়। তাদের সরল প্রাণের সরল বিশ্বাস আর অকপট স্নেহ ব্যবহারের বিনিময়ে, কি কোরে' তাদের প্রাণে বিষ ঢেলে দিয়ে প্রফুল্ল মুখে প্রশান্ত মনে চলে' যাবো! মানুষের প্রাণ—মানুষের মনোবৃত্তি নিয়ে কি এ্যাতো পাসাণ হওয়া যায়!

অক্রূর। ভক্তবৎসল, তুমি যা বোল্‌চ সব সত্য। ভক্তের চরণে তৃণাঙ্কুর বিঁধ্‌লে তোমার বুকে শেলাঘাত হয়, তা বুঝি; তুমি ভক্তের প্রাণ, ভক্তের জীবন-সর্ব্বস্ব। যে নিরাপদ বোলে' তোমার চরণে শরণ লো'য়েছে, যে পরমাত্মীয় বোলে' তোমাকে আত্মসমর্পণ কোরেছে, যাদের একমাত্র চিন্তনীয়—এ্যাক্‌মাত্র সুখ—এ্যাকমাত্র গতিই তুমি, তাদের কাঁদিয়ে তুমি যেতে পার না, জানি। তুমি প্রেমের সিন্ধু, কৃপার পারাবার; তুমি অপরাধীকেও দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হও,

তোমার অহিত ও অনিষ্ট-চিন্তাকারীর অশুভ চিন্তা কোর্‌তে জান না, যে তোমাকে নিতান্ত অনাত্মীয় ভাবে, আততায়ীবৎ মনে করে, তাকেও তুমি পর ভাবো না, সেও তোমার ভালবাসা হো'তে বঞ্চিত নয়;—সেই তুমি, তোমার শরণাগতা, স্নেহশীলা, পরম ভাগ্যবতী গোপবালাগণকে কাঁদিয়ে তুমি চোলে' যাবে, তাও কি কখন হয়! গোপবালাদের অবস্থা দেখে, আমার মত সুকঠিন পাষাণ চিত্তও আত্মস্থৈর্য্য সম্পাদন কোর্‌তে পাচ্চে না, ভক্তবৎসলের চিত্ত কী বেদনায় আকুল হোচ্চে, আমার বোঝ্‌বারও ক্ষমতা নেই! প্রভু, এ্যাখন্ যা কোর্‌লে ভাল হয়, কর। আমার বুদ্ধিবৃত্তি লুপ্ত হোয়েচে। এদিকে যথেষ্ট বিলম্ব হোয়ে যাচ্চে। নন্দ মহারাজ হয়তো এ্যাতোক্ষণ যথাস্থানে এসে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা কোর্‌চেন।

শ্রীকৃষ্ণ। তাইতো, আর বিলম্ব করাও তো কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আমার গোপবালাদের কি বোলে' প্রবোধ দিই! রাজপুরুষ! তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর—যা কোর্‌তে এসেচ কর, আমার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন কোরে',—স্নেহ, প্রেম, সরসতা সমস্ত নিষ্কর্ষণ কোরে', শুষ্ক দেহটা নিয়ে মথুরার রাজ-অট্টালিকার পাষাণ কুট্টিমে নিক্ষিপ্ত কর, তোমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হোক্—আমি দুর্দ্দৈব-কবলিত, নীরবে অশ্রু মোচন ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নেই! (অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন।)

ললিতা। না—না—যেতে দেবো না!—ওগো তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া মমতা নেই?—আমাদের বুক ছিঁড়ে, বুকের ধন নিয়ে যেতে কি একটুও ব্যথা লাগচে না? আমাদের প্রাণে যে যাতনা হোচ্চে, তার তিল মাত্রও তোমাকে স্পর্শ কোচ্চে না? বজ্র দিয়ে কি তুমি হৃদয় বেঁধে এসেছিলে। নিতান্তই যাবে?—যাও,—আগে

আমাদের বধ কর, আমরা জীবিত থাক্‌তে, আমাদের কানাইকে আমাদের কাছ্‌ থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না!

চিত্রা। কে তুমি পাষাণ! ধূমকেতু হো'য়ে ব্রজের গগনে উদয় হো'লে? আমরা সরলা ব্রজবাসিনী, আনন্দই আমাদের উপজীব্য, দুঃখ ক্যামন, আমরা কখনো জানি নি, তুমি দুঃখের সমুদ্র এনে ব্রজ প্লাবিত কোরে' যাচ্চ ক্যানো? শ্যামঘনচ্ছায়াস্নিগ্ধ ব্রজে আমরা নিরুদ্বেগে শান্তি-শীতলতায় জুড়িয়েছিলাম, সে মেঘ সোরিয়ে আমাদের খররবিকরস্পর্শে দগ্ধ কোর্‌তে এলে ক্যানো? আমরা তোমার কি কোরেছি, এ্যাতোই নির্ম্মম শত্রুতাসাধন কোর্‌তে এসেচ ক্যানো?

বিশাখা। কে তুমি অগস্ত্যরূপী রাজপুরুষ, এক নিশ্বাসে আমাদের সুখের সাগর শোষণ কোরে' চোলে যাচ্চ? কৃষ্ণ যে আমাদের দেহের শোণিত, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন-সর্ব্বস্ব; সে সর্ব্বস্ব-ধনকে কোথায় নিয়ে যাও? হে রাহুরূপী কুগ্রহ, কোন্‌ দোষে গোপীর সুখ সূর্য্যকে গ্রাস কোরে' তাদের সকল আনন্দ হোরে' নিয়ে দুঃখান্ধকারে ডুবিয়ে রেখে যাচ্চ? আমাদের হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা দিতে কি তোমার প্রাণ একটুও কাতর হোচ্চে না? হা ক্রূর, কে তোমাকে অক্রূর বলে! নিষ্ঠুর! কি বোলে' আমরা প্রাণকে প্রবোধ দেবো, বোলে' দাও! না হয় আমাদের হৃদয় রথচক্রে দলিত কোরে' চোলে' যাও। কৃষ্ণহারা জীবনে আমাদের প্রয়োজন নেই।

অক্রূর। দেবি! আমি সরল বিশ্বাসে আমার কর্ত্তব্য পালন কোর্‌তে এসেছিলাম, সে যে অরুন্তুদ পরিণাম উৎপাদন কোর্‌বে, তা জানলে, আমি তোমাদের কানাইকে রাজ-আহ্বানে নিয়ে যেতে আস্‌তাম না। আমি কত আশায় কত আনন্দ-উৎসাহে ব্রজধামে এসেছিলাম, এ্যাখন নিরুৎসাহ, অবসাদ ও আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ

হো'চ্চে! রাজ আজ্ঞায়, রাজ আহ্বানে সম্ভ্রান্ত ব্রজবাসিগণকে নিতে এসেছি, সকলে প্রস্তুত। মহারাজ নন্দ ব্রজবাসিগণ সহ দাবানল কুণ্ডের সম্মুখে অপেক্ষা কোর্‌চেন—আমাদের প্রতীক্ষায় তাঁরাও এ্যাতোক্ষণ উৎকণ্ঠিত হো'য়ে উঠেছেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়! দেবি! হৃষ্টচিত্তে আমাদের বিদায় দাও। তোমাদের এরূপ শোকাকুল হবার কোন কারণ নেই, রাজ সভার কার্য্য শেষ হোলেই, তোমাদের কানাইকে যত শীঘ্র হয়, পাঠিয়ে দেবো—কানাই নিজেই তো বোল্‌চেন, হয়তো কাল্‌ই তিনি ফিরে আস্‌বেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখিগণ, যাও, গৃহে ফিরে যাও—ধৈর্য্য ধর, আত্ম-সংবরণ কর। পিতা সঙ্গে যাচ্চেন, পিতার সঙ্গে হয় তো কাল্‌ই ফিরে আস্‌বো। আমার মা'র দশা গ্যাখো গে, তিনি পাগলিনীর মত শিরে করাঘাত কোরে' রোদন কোচ্চেন। আমি শীঘ্র না এলে কি তিনি বাঁচ্‌বেন! আমি কি সাধ কোরে' যাচ্চি?—বিধাতার নিয়োগ কে খণ্ডাবে! তোমরা শান্ত হোয়ে আমার মা'কে সান্ত্বনা দাও গে—আমার মা'কে বাঁচাওগে—আমার মা'র যে আর কেউ নেই! মাকে ছেড়ে, সখাগণকে ছেড়ে, তোমাদের ছেড়ে আমি কি থাক্‌তে পার্‌বো? না গেলে নয় বোলেই যাচ্চি—অতি কষ্টে যাচ্চি, ব্রজে প্রাণ পোড়ে' রইলো। যাও, গৃহে যাও, আমায় বিদায় দাও।

রথ চালনা, গোপীগণের স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান।

শ্রীমতী। তবু চো'লে গেলে!—দাঁড়াও—দাঁড়াও, আর এ্যাক্‌বার ভাল কোরে' দেখে নি'—আর এ্যাক্‌বার জন্মের মত কথা শুনে নি',—যেয়োনা—যেয়োনা দাঁড়াও, দাঁড়াও যেয়ো না! কোথা যাও?—আমায় অকূল পাথারে ভাসিয়ে কোথা যাও!

গীত।

(কীর্ত্তন)

একবার দাঁড়াও হে!—দাঁড়াও বংশীধারি!
আঁখি ভ'রে দেখে লই ও মুখ তোমারি।

যুগল চরণে রব, সাধ ছিল মনে,
তিল নাহি ছাড়া হবো, জীবনে মরণে—
(তা'ত হ'লো না, হ'লো না,
অভাগিনীর ভাগ্যে, তা'ত হ'লো না।)
কারে দোষ দিব বল, করম আমারি!

দাঁড়াবার স্থান নাই, নাহি জুড়াবার,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, অকূল পাথার—
(ডুবে মো'লাম—মো'লাম,
চরণতরী বিনে ডুবে মো'লাম।)
কূল যাচে অকূলে, হে অকূল কাণ্ডারি!

প্রাণ-বল্লভ! এস, আর অভিমান কোরে' তোমার প্রাণে ব্যথা দেবো না। ব্রজেশ্বর! ব্রজে ফিরে এসো, আমার যে আর কেউ নেই! নয়নমণি! নয়ন আঁধার কোরে' কোথা যাও? আমায় কার্ কাছে রেখে যাও? প্রাণেশ্বর! হা প্রাণ কানাই!—

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

[শ্রীমতীকে ক্রোড়ে স্থাপিত করিয়া গোপীগণের শুশ্রূষা।]

ললিতা। (অঞ্চলে বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে) হায়-হায়! কি কোরে' জীবন রক্ষা হবে! হে সর্ব্বসাক্ষী আদিত্যদেব! এ

বিধুরা বালিকার মনোবেদনা দূর কোরে' দাও—প্রাণে শান্তি দাও, এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য যে আর দ্যাখা যায় না!

শ্রীমতী। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া) সত্যিই চোলে' গেলে? না—না কথনো নয়, তবে একি পরীক্ষা না পরিহাস?—এ পরিহাস যে প্রাণ নাশ প্রভু! আর যদি পরীক্ষাই হয়, কিসের পরীক্ষা প্রেমময়!—ভালবাসার পরীক্ষা?—এ্যাখনো পরীক্ষা? এ প্রাণ বুঝ্তে কি এ্যাখনো বাকি আছে? না—না—যেতে দেবো না!—প্রাণ থাক্তে যেতে দেবো না!

ললিতা। রাই—শ্যামসোহাগিনি, আশ্বস্ত হও, আর অধৈর্য্য হোয়েই বা ফল কি! বিধিলিপি যা ছিল তা'তো হোলো—এ্যাখন্ আর এখানে এ্যামন্ ভাবে পোড়ে' থেকেই বা কি হবে? ছি! শান্ত হও, কেঁদে কেঁদে যে চোক্ ফুলে উঠেছে!—এ্যাক্টা দিন আর সোইবে না! ওঠ, চল আমরা গৃহে ফিরে যাই।

শ্রীমতী। আবার গৃহ! আর গৃহের কথা ক্যানো কো'চ্চ সখি! আর কোন্ সুখে গৃহে যাব? যা' দেখবো, তাই শ্যামের স্মৃতিতে পূর্ণ,—উঃ বুক ফেটে যায়! আমি যমুনার কূলে শীতল সৈকত শয্যায় শুয়ে থাকিগে,—আর ঘরে যাব না!

গীত।

বল, আমি যাব কোথায়?
যাব কার কাছে, কোন্ মুখে,
　　কোন্ সুখাশায়!

যার তরে গৃহ, গৃহ-পরিজন,
সে গেল যখন, কিসের ভবন আর!—

সে ছার আলয়, শুধু জ্বালাময়,
বিষানল জ্বলে তায়!

নিয়ে চল্ আমারে, সে সুখ আগারে,
যথা হৃদয়ের এ জ্বালা জুড়ায়—
অথবা পুলিনে, সৈকত শয়নে,
জনমের মত মোরে রেখে আয়।

বিশাখা। এ্যাখনো শ্যাম মথুরার পথে, এরি মধ্যে এ্যাতো অধৈর্য্য হোলে চোল্‌বে ক্যানো? এ্যাখনো আস্ত রাত্‌টা পোড়ে' আছে। আর সদর রাস্তার মাঝ্‌খানে ক্যানো? নিজের কোটে চলো, সেখানে গিয়ে দাপাদাপি কান্নাকাটি যা কিছু কোর্‌তে হয় করা যাবে। ওঠো, আর এখানে নয়।

চিত্রা। প্রাণপ্যারি! ওঠো, চলো, আমার কাঁধে ভর দাও, আমি তোমায় ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্চি।

ললিতা। শ্যামমোহিনি! চলো, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। মা যশোমতী কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী হোয়েচেন, পৌর্ণমাসী দেবীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। অধীর হোয়ে কর্ত্তব্য ভুলে যাওয়া কি ভাল?

[শ্রীমতীকে লইয়া সখিগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিকুঞ্জ কানন।

শ্রীমতী, সখিগণ ও বৃন্দাদেবীর প্রবেশ।

ললিতা। এরি মধ্যে অধৈর্য্য হো'য়ে পোড়্‌লে যে! এই সবে পাঁচ সাত দিন মাত্র তাঁরা গিয়েছেন, এ্যাখনো নন্দ মহারাজ কি ব্রজবাসীরা কেউ ফেরেন নি, এখনি এ্যাতো নিরাশ হো'লে চোল্‌বে ক্যানো? তাঁরা এ্যাক্‌টা কাজে গিয়েছেন, কাজ শেষ হো'লে তবে তো আস্‌বেন? আমরা পলকে প্রলয় কোচ্চি বোলে' তো কাজ আর পলকে হয় না। এ্যাক্ পক্ষও নিদেন অপেক্ষা কোরে' দেখ্‌তে হয়, তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আম্‌রা তোমার দাসী, আম্‌রা কি সত্যি চুপ কোরে থাক্‌বো। যা' কো'ত্তে হয়, সময় বুঝে কোর্‌বো তোমার সে জন্য লেশমাত্র চিন্তা কর্‌বার্ দর্‌কার্ নেই। উতলা হো'য়ে কেবল মনের যন্ত্রণা বাড়ানো বই কোনো লাভ তো দেখ্‌চিনে।

শ্রীমতী। সখি, যা' বোল্‌ছ সব সত্যি। আমিও কি তা' জানিনে;—জান্‌লে কি হবে? মন তো বুঝ্‌তে চা'চ্চে না। দিবা-নিশি এ যন্ত্রণা যে আর সইতে পাচ্চি নে। কি বোলে' মনকে প্রবোধ দি' বোলে' দাও। শ্যামের অদর্শন-যন্ত্রণা যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার অসহ হো'য়ে উঠ্‌ছে।

গীত।

(তুক)

"আমার উপায় কি হবে, সখি, বল না।
আর সহেনা সহেনা শ্যামের বিচ্ছেদ-যাতনা।
প্রাণ-মন হরি' হরি, গিয়েছেন মধুপুরী
কেমনে ধৈরজ ধরি, প্রবোধ মন মানে না।"

বিশাখা। মন তোমার, না তুমি মনের ? মনকে অতো আল্‌গা দিলে মন বিগড়ে বোস্‌বে বই কি ! মনের সঙ্গে গা' ভাসান্ দিচ্চ ক্যানো ? মনটাই তো যত নষ্টের গোড়া, ওটাকে একটু আয়ত্তে রাখ্‌তে হয়। তোমাকে কাতর দেখে' আমাদের প্রাণে কি তিল মাত্র সুখ আছে ?—তা বোলে' তো আর শয্যাধরা হো'তে পারিনে। একটু শক্ত হো'তে হবে। দুঃখ সইতে শিখ্‌তে হয়। যত কাতর হবে, তত চেপে ধোর্‌বে।

শ্রীমতী। মন্‌কে বোঝা'তে কি আমি কোসুর কোচ্চি ?—পোড়া মন যে বুঝ্‌তে চায় না। আমি ভাব্‌বো না বোল্লে কি হবে, ভাব্‌না যে আপ্‌নি এসে জোটে। আমি মনে কোরি তোদের সঙ্গে অন্য কথা ক'বো, হাস্‌বো, গল্প কোর্‌বো,—কথা কইতে গেলেই শ্যামের কথা বের্ হো'য়ে পড়ে,—হাস্‌তে গেলে কান্না আসে ! শ্যাম যখন কাছে ছিলেন, তখন আমি জান্‌তেম্ না শ্যাম কি ধন,—এ্যাখন বুঝ্‌তে পাচ্চি। শ্যাম শ্যাম কোরে' আমি পাগল হো'য়ে যাবো না তো ?—তাই এ্যাক্ এ্যাক্‌বার ভাবি। শ্যামের মুখখানি দিবানিশি য্যানো নয়নে লেগে' রো'য়েছে।—তোরা বোলিস্ পাখীর গান, আমি শুনি য্যানো শ্যামের কণ্ঠস্বর ! আনমনে আছি, হঠাৎ য্যানো

মনে হয় শ্যাম দূরে কথা কো'চ্চেন। অম্‌নি চোম্‌কে চারিদিকে চাই,—তখনি মনে প'ড়ে শ্যাম ত মথুরায়, আর বুকের ভেতর ধড়্‌ফড়্‌ কে'রে' ওঠে, প্রাণের ভেতর ঝড় বো'য়ে যায়! সখি, সত্যি কোরে' তোরা বল্‌, আর কি শ্যাম দ্যাখা দেবেন্‌ না! শ্যামের সুধামাখা হাসিমুখ আর কি দেখ্‌তে পা'বো না? আর কি তাঁর শীতল চরণ স্পর্শ কোরে' এ দাসী শীতল হবে না? ইহকাল কি এম্‌নি এ্যাক্‌ই ভাবে দগ্ধ হো'তে হবে?

গীত।

(কীর্ত্তন)

আর কি দিবে না দেখা শ্যাম গুণমণি!
আর কি সেবিতে পা'ব চরণ দু'খানি!
(আর কি সে দিন হবে গো, অভাগিনীর ভাগ্যে।)
আর কি বঁধুয়া আসি' বসিবে না পাশে,
সুধা'বে না মনোব্যথা সুমধুর ভাষে!
(আমি জুড়ায়ে যা'ব, বধুর কথা শুনে,
আদর মাখা কথা শুনে।)

মালা গাথি দিব গলে, মুখে দিব পান,
সে হাসি দেখিয়ে আমার জুড়াবে পরাণ।
(আমার সকল দুঃখ দূরে যা'বে গো, বঁধুর হাসির গুণে।)
অগুরুর পাখা দিয়ে করিব বীজন,
তার প্রতি সুখ লাগি, এ মোর জীবন।
(আমার প্রাণ আর কিসের লাগি' গো, এ প্রাণ তার সুখের তরে।)

ব্রজচাঁদ গে'ছে চলি' আছে হাহাকার,
বৃথা হ'ল সাধ আশা মিছে দেহভার।
(এ প্রাণ রাখি কিসের লাগি গো,
কৃষ্ণহারা প্রাণ আর রাখি কিসের লাগি গো।)

বৃন্দা। শ্যাম-আদরিনি, তুমি শ্যামের সর্ব্বস্বধন। তোমার মনটি য্যামন্ শ্যামের জন্যে হো'চ্চে, শ্যাম ও কি নিশ্চিন্ত আছেন ?—তোমার অদর্শনে তাঁর প্রাণও তেম্নি কাতর হোচ্চে। কি কোর্বেন্,—হাত নেই বোলেই তোমারও কষ্ট, তাঁরও কষ্ট। শ্যাম তোমায় যত ভালবাসেন, এ্যাতো ভালবাসা বোধ হয় বিশ্ব-সংসারে হয় না ; এ কথা আমরা খুব জানি, শতবার পরীক্ষা কোরে' নিঃসন্দেহ হো'য়েচি বোলে'ই বোল্চি। এ্যাতো ভালবাসার ধনকে কি তিনি সহজে ছেড়ে দূরে গিয়ে বোসে' আছেন ?—অনেক দুঃখে,—নিতান্ত দায়ে পোড়ে'। আর দু' চার্ দিন একটু ধৈর্য্য ধোরে' থাকো। তোমার মুখখানি কি ভোল্বার,—না ভুল্তে পারেন ?—ছুটে এসে পড়েন্ আর কি। লুব্ধ ভ্রমর, বিকসিত কমলিনীর মমতা ত্যাগ কোরে' কত দিন উপবাসী থাক্তে পারে ? তোম্রা দুটি দেহে একটি প্রাণ, তিনি দূরে আছেন বোলে' কি তাঁর প্রাণের কথা বুঝ্তে পাচ্চ না ?

শ্রীমতী। তা' পা'চ্চি। তা'ও সময়ে সময়ে মনে হয়, আমার দুঃখ দুঃখ কোরে' আমি উন্মত্ত হো'য়ে আছি, না জানি আমার শ্যামের কত কষ্ট হোচ্চে ! তিনি যে এ্যাক্ দণ্ড আমায় না দেখ্লে অস্থির হো'য়ে পোড়্তেন,—আমায় একটু বিমর্ষ দেখ্লে জগৎ আঁধার দেখ্তেন ! বৃন্দে, আমার মনে হোতো তিনি আমায় যত ভালবাসেন, তত ভালবাস্তে আমিও জানিনে ; তত আদর, তত মমতা, তত প্রাণঢালা ব্যবহার আমারো আসে না ! আমি কী

সুন্দর, সখি! আমার চেয়ে কত সুন্দর, কত গুণবতী ত জগতে আছে; কিন্তু তিনি আমায় যে কী চোক্ষে দেখেছিলেন তা' তিনিই জানেন;—আমাকে অমূল্য নিধির মত হৃদয়ে ধারণ কোরে' রেখেছিলেন! সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নেই, চোকে পলক নেই, অবাক হো'য়ে মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তেন। আমি তাঁর রকম দেখে শরমে মরমে মো'রে যেতাম, লজ্জায় চোক চাইতে পাত্তেম্ না। এ পোড়ার মুখে কী আছে তা' তিনিই জানেন,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হোতো, তপ্ত অশ্রুবিন্দু আমার মুখে চোখে পোড়্‌তো। আমি চোম্‌কে তাঁর মুখখানি দেখ্‌তাম,—কি মধুময় আবিষ্ট ভাব! দেখে আবাক্ হো'য়ে যে'তাম্। মনে মনে বোল্‌তাম, "জীবনসর্ব্বস্ব! এ জ্ঞানহীনা, গুণহীনার উপর এ্যাতো অনুরাগ কি ভাল? কিংশুকে নলিনীর আদর ক্যানো, নাথ? যে চরণধূলির পার্শ্বে স্থান পে'তেও সঙ্কোচ বোধ করে, তারে কি হৃদয়ে এ্যাতো স্থান দিতে আছে!— বৃন্দে! সেই শ্যাম আমার, আমার জন্যে কতই না মনঃপীড়ায় কাতর হো'চ্চেন! আমি জীবিত আছি, তবু তো বঁধুর দুঃখ নিবারণের কোন উপায় কো'র্ত্তে পাল্লেম না!

বৃন্দা। তুমি য্যামন্ ভাব্‌চ, তিনিও তেম্‌নি ভাব্‌চেন;—নিশ্চিন্ত কেউ নেই। তবে হাজার হো'ক তিনি পুরুষ মানুষ, খুব চাপা; সইবার ক্ষমতাও বেশি, তাই বড় কেউ টের পায় না। আমরা কোমলা নারীজাতি, সহজে দুর্ব্বলা; প্রাণ অস্থিরও হয় বেশী। প্রাণের আবেগ চেপেও রাখ্‌তে পারি নে, বুক্ ফেটে, চোক্ বে'য়ে জল পড়ে, শরীরও অবসন্ন হো'যে এলিয়ে আসে।

বিশাখা। তোমার, ভাই, আমাদের চেয়ে বয়েস বেশি হো'লে কি হবে, তুমি মেয়ে মানুষের প্রাণের কথা কিছু জান না, কিছুই

বোঝ না। বলি, মেয়ে মানুষে যত সইতে পারে, পুরুষে কি তত পারে? কথায় বলে, মেয়ে মানুষের বুক্ ফাটে তো মুখ ফোটে না। ছিঁচকাঁদুনের মত প্যান প্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরে' আমরা কাঁদি, তা এ্যাক্‌বার ক্যানো হাজার বার স্বীকার কোর্‌বো। কিন্তু পুরুষের শুক্‌নো চোক্ আর স্থির গম্ভীর ভাব দেখে ভাব্‌চ বুঝি, পুরুষের প্রাণে শোক দুঃখের ঝড় ঝাপটা কিছু কম লাগে, তা মনেও কোরো না। হাউ মাউ কোরে' কান্না বরং ভাল, প্রাণটা খোলষা হোয়ে যায়! চাপা থাতে প্রাণে দাবানল ছোটে, কান্না বেরুবে কি, ধোঁয়া হোয়ে উবে যায়! প্যারী যখন কাঁদেন, তখন আমি অনেকটা শান্তি বোধ করি। যখন ঘাড় গুঁজে গুম্ হো'য়ে বোসে' থাকেন, চোক্ চক্‌চকে, এ্যাক্ বিন্দু জল নেই, তখনি ভাবি এ মহাপ্রলয়ের লক্ষণ; বুকের ভেতর কাঁটা দিয়ে ওঠে!

বৃন্দা। তা' মিছে নয়। কান্নায় প্রাণের অনেক যাতনার উপশম হয়। চোকের জলে শোকের আগুন অনেক নেবে। তা' বোলে' প্যারী কাঁদ্‌বেন আর আম্‌রা দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো, তা'ও স'য় না; বিরস মুখে চুপ কোরে' থাক্‌বেন্, তা'ও স'য় না! প্যারী যদি সর্ব্বদা হেসে' খেলে', আনন্দে থাকেন, তা' হোলেই আমাদের মনটি বেশ প্রফুল্ল থাকে।

শ্রীমতী। বৃন্দে, আর কি সে দিন হবে? আর কি হেসে' খেলে' আনন্দে অভাগিনী তোমাদের আনন্দিত কোর্ত্তে পার্‌বে! দিবারাত্রির ভিতর এ্যাক্ নিমিষের জন্যেও যে আমার প্রাণে একটুও শান্তি নেই,—কাঁদ্‌বোনা মনে কো'ল্লেও কান্না আপনি আসে? কি কো'ল্লে শ্যামের দর্শন পাই বল! বৃন্দে, আর কি ব্রজের কথা তাঁ'র মনে আছে, আর কি আমাদের কারুর কথা তাঁর মনে পোড়্‌চে?

হায়! আমার প্রাণাধিক শ্যাম এ্যামন্ নিষ্ঠুর হো'য়ে আমায় ফাঁকি দিয়ে চোলে' যা'বেন, তা' ভ্রমেও ভাবি নি! তিনি যেখানে থাকুন্, ভাল আছেন, সুখে আছেন, সংবাদ পেলেও প্রাণে অনেক শান্তি পে'তাম্। তাই বা আমায় সে সংবাদ কে দেবে?—কে সে'খানে তাঁ'র মন জেনে মনের মত সেবা কো'চ্চে। তাঁর কার্য্যের অবসরে, বিশ্রাম-অবকাশে, কে তাঁর চিত্ত-বিনোদনে যত্ন পা'চ্চে! হায়! এ্যাতো গুণেরনিধি আর কার আছে। এ্যামন্ কারো ছিলও না, এ্যাতো কারো যায়ও নি! তবু আমি পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধে' বোসে' আছি।

গীত।

(কীর্ত্তন)

দিবানিশি দহে প্রাণ, ঝরে দু'নয়ন।
কোথা যাই, কিসে পাই, শ্যাম প্রাণধন:
(আমি কোথা বা যা'ব, কোথা গেলে শ্যাম পা'ব?)

আর কি গোকুল বলি' মনে আছে তাঁর,
কার এত ছিল বল, গেছে এত কার?
(এত কার বা গেছে, এমন গুণনিধি—প্রেমনিধি,
ব্রজের মাঝে কত ত আছে, এমন কার বা ছিল?)

নাহি জানি গুণমণি কেমন যে আছে,
কে সেবে মনের মত থাকি' সদা কাছে?
(সেথা কেবা সেবে;
মন জেনে প্রাণ বুঝে।—)

ভাবিতে ভাবিতে মোর ধসিল পাঁজর,
সহে না যাতনা আর ফাটিছে অন্তর।

(বুক ফেটে যে গেল,
আর সহে না যাতনা প্রাণে—)

কি লাগি হওল সখা নিঠুর এমন,
পাবে নাকি অভাগিনী আর দরশন ?
(দেখা পাবে না দাসী,
চিরজীবন কেঁদে যাবে—.)

বৃন্দা। তুমি শান্ত না হো'লে তাঁকেও যে অশান্ত কোরে' তোলা হবে। এ্যাক সূতোয় তোমাদের দুটি প্রাণ গাঁথা। তুমি এখানে এ্যাতো ব্যাকুল হো'লে, তিনি কি সেখানে স্থির থাক্‌তে পার্‌বেন? তুমি ব্যাকুল হোয়ে তাঁকেও ব্যাকুল কোরে' তুল্‌ছ ক্যানো? তিনি গুরুজনের সঙ্গে আছেন, তাঁরা না ফির্‌লে তিনি ত এ্যাকা ছুটে আস্‌তে পারেন না। তুমি উদ্বিগ্ন হো'য়ে, তাঁকে উদ্বেগ দিয়ে তাঁর যন্ত্রণা দ্বিগুণ কোরে' তুল্‌ছ, অথচ তাঁর আসবার উপায় নেই,—কেবল ছট্‌ফটি সার। ছি! তুমি তো নির্ব্বুদ্ধি নও; শ্যামের দিক্‌ চেয়েও তো একটু ধৈর্য্য ধোর্ত্তে হয়।

শ্রীমতী। বৃন্দে, আমি তো ভাবি আমি কাতর হব না, ব্যস্ত হব না। আমি কাতর হো'লে অবশ্যই তিনি অন্তরে টের পাবেন, আর তাঁরও প্রাণ অধিকতর যন্ত্রণাময় হো'যে উঠবে। জেনে শুনেও তো প্রাণকে আশ্বস্ত কোর্ত্তে পাচ্চি নে! আমি তাঁর কথা ভাব্‌বো না বোলে কতবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হো'য়েচি,—পরক্ষণেই দেখি আন্‌মনে তাঁরই কথা ভাবচি! মনও য্যামন আমার প্রতিকূল, সমস্ত ইন্দ্রিয়কুলও তেম্‌নি আমার প্রতিকূল হো'যে দাঁড়িয়েছে! চোক বুজে থাক্‌লেও দেখি, শ্যামসুন্দরের রূপে নয়ন ভোরে' আছে! নাসা

য্যানো সর্ব্বদা তাঁরই অঙ্গগন্ধ পা'চ্চে,—কাণ তাঁরই সুধাস্বরে পূর্ণ হো'য়ে র'য়েচে। আমি অবলা,—এ্যাকা আমি এ্যাতো গুলির প্রতিকূলাচরণ কি কোরে' রোধ করি বল দেখি ?

বৃন্দা। অমন নয়, মনকে আন্‌মন কর্‌বার এ্যাক্‌টা কৌশল পাৎতে হবে! শ্যামের ভাব্‌না তো মনের স্বধর্ম্ম হো'য়ে গিয়েছে; তবে যতক্ষণ তাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য কিছুতে মন দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা কোর্ত্তে হবে। এ্যাক্‌টা কিছু কাজ নি'য়ে ব্যস্ত থাক্‌লে, ভাব্‌না চিন্তার হাত অনেক্‌টা এ্যাড়ান যায়। এস, আমরা তেম্‌নি কোরে' ফুল তুলি, মালা গাঁথি, কুঞ্জ সাজাই, তোমাকে ফুলাভরণে মণ্ডন করি, শারিশুকের প্রণয়কলহ দেখি; বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ কোরে', ঘটা কোরে' সূর্য্যপূজা দিই। এই রকম ব্যস্ততার মধ্যে, কাজ কর্ম্মের মধ্যে থাক্‌লে মন বড় অবসর পা'বে না। মনটা কিছুক্ষণের জন্যেও তো শান্ত হবে।

শ্রীমতী। বৃন্দে, বোল্লে ভাল: কিন্তু শ্যাম নিয়েই তো সব। সবই যে শ্যামের স্মৃতিতে মাখানো! ফুল তুল্‌বো—মালা গাঁথ্‌বো, কার জন্যে? আর তোম্‌রাই বা গাঁথ্‌বে কার জন্যে? আমি কার জন্যে সাজ্‌বো যে তোমরা আমায় সাজা'বে? কুঞ্জ সাজা'বে কা'র জন্যে?—আমার আর কুঞ্জে দরকার কি? উদ্দীপনার জন্যেই শারিশুকের প্রণয়কলহ দেখ্‌তে ভাল লাগ্‌তো'—এ্যাখন্ আর সে উৎসাহ হবে ক্যানো? আর সূর্য্যপূজা?—আমার প্রাণগোবিন্দকে দিবাভাগে দর্শন পা'ব বোলে'ই তো সূর্য্যপূজার এ্যাতো আগ্রহ ছিল। সে আগ্রহ এ্যাখন্ আর হবে ক্যামন্ কো'রে? আমার জীবনের সাধ, সুখ, আনন্দ, আহ্লাদ সব যে গিয়েছে! প্রাণটা দেহে আছে মাত্র, নইলে আমার থাকা না থাকা যে সমান হো'য়ে দাঁড়িয়েছে!

(তুক্ক)

"এখনো প্রাণ র'য়েছে !

জীবন পাষাণ সমান হ'য়েছে ! !"

বৃন্দা। তবে এ্যামন্ কোরে' কেঁদে কেটে, হা হুতাশ কোরে' ক'দিন কাট্‌বে ? এখনি যে দেহ ভেঙে পোড়েচে, অমন যে ডব্‌ডবে ভাষাল মুখের ছটা, এ্যাকেবারে নিবে গেচে, চোকের কোলে য্যানো কে কালি ঢেলে দিয়েচে ! এ্যাক্‌বার দর্পণ খুলে আপ্‌নার দেহের দিকে তাকি'য়ে দ্যাখো দেখি, আপ্‌নাকে আপনি চিন্‌তে পার্‌বে না !

শ্রীমতী। বৃন্দে, এ দেহ যেতে বোসে'চে—যাবেও—যাক্ ;—আর কার জন্যে ? আমি কি কখনো ভেবেছিলাম আমি শ্যামহারা হো'য়ে অনাথিনীর মত এম্‌নি পথে পথে কেঁদে কেঁদে ব্যাড়া'ব ? আমি যে মনে কোত্তাম আমার মত সুখী ব্রজের মাঝে কেউ নেই ; —আমার চেয়ে সৌভাগ্যবতী জগতে কেউ হয়নি', হবেও না ! আমি শ্যাম-গরবে গরবিনী ছিলাম ; গুরু-গঞ্জনা, লোকলাঞ্ছনা কিছুই গ্রাহ্য কোরি'নি', কোনো দিকে দৃক্‌পাতও কোরি' নি'। আমি শ্যাম-প্রেমে আত্মহারা হো'য়ে আপ্‌নার আনন্দে আপনি ভেসে বেড়িয়েচি !—সে গরব যে থাক্‌বে না,—এ্যাক্‌দিন চূর্ণ হোয়ে' যাবে, সে কথা কে ভেবেছিল ? মনে কোরেছিলাম এম্‌নি দিনই যাবে ! ছি ! এ্যাখন্ যে লোকের কাছে মুখ দ্যাখা'তেও লজ্জা হো'চ্চে ! যার গরব গেচে তার মরণই যে শ্রেয়ঃ ! বৃন্দে, কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! শ্যাম বিরূপ হো'য়েচেন বোলে' মরণও আমার উপর বিরূপ হোলো। শ্যাম হারা'লাম,—এ্যাখন্ মরণ মুখ তুলে' চাইলেও যে আমার সকল জ্বালার অবসান হো'ত !

গীত।

(কীর্ত্তন)

"শমন ঔর রমণ মোহে ভুলল রে প্রিয়সখি,
কি করি উপায় মুঝে বল না!
ইহ দিবসযামিনী কৈছে নিরবাহব,
এতহুঁ দুখে তবহুঁ জীউ গেল না।
(তবু প্রাণ যায় না,
কিবা আশে দেহে বাসে',—)
শ্যাম গুণধাম পরশি' হাম পামরী
এ মুখ দেখা'ব কোন লাজে?
এ দুখ হেরি' করুণা করি', বিদরে' যদি বসুমতী
তবহুঁ হাম পৈঠি ওছু মাঝে।
(তবে এ জ্বালা জুড়ায়।)
পিয়াক গুণগরবে হাম, কবহুঁ ধরণিতলে
তৃণ করি কাহুকে নাহি গণনা।
নৈলে মঝে ঐছে গতি কাহে ভেল, জাননু
সোই অভিশাপ মুঝে ফলনা।
(নৈলে এমন দশা কেন হবে?)
পুনঃ কি ব্রজরাজসুত, আওয়ব ব্রজমণ্ডলে,
কোই না কহত ঝুঠা বাণী!
(কেউ মিছে ক'রেও বলে না গো,
শ্যাম-আসার-আশা দিয়ে,—
শ্যাম আবার আস্‌বে বলে,—)"

বৃন্দা। ছিঃ! মৃত্যুকে কি আর ডাক্‌তে হয়? সে তা'র কাজ এ্যাক্‌দিন আপ্‌নিই কোর্‌বে, সে জন্যে তোমার বেশি কিছু ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। এ্যাখন্ যা'তে চিত্তটা স্থির হয়, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কমে, সেই চেষ্টাই কোর্ত্তে হবে। এই ক'দিনেই যে তোমার শরীর আধ খানা হো'য়ে গেচে। তোমার রুগ্ন শীর্ণ মখ দেখ্‌লে যে ভয় হয়! যে স্বর্ণলতিকায় বাতাসের ভর সয না, সে বিরহব্যাধির নির্ম্মম নিষ্পেষণ কি কোরে' সোইবে? ললিতা বোল্‌ছিল, আজ ক'দিন থেকে রাত্রিতে একটুও ঘুমোও না—শুয়ে' থাক্‌লে তবু বিশ্রাম উপভোগে দেহের ক্লান্তি অনেক দূর হয়।—তা'তো নয়, গালে হাত দিয়ে গুম্ হো'য়ে বোসে' রাত্ কেটে যায়! এ—তো ভাল নয়, এ্যাকে দারুণ চিন্তা—তা'য় রাত্রিজাগরণ, এতে আর এ ননীর দেহ ক'দিন টেঁক্‌বে? শ্যাম তোমার সর্ব্বস্ব তা' জানি, তা বোলে' তোমার দেহটাই কি এ্যাতো উপেক্ষার জিনিষ? দেহ যে কৃষ্ণসেবার সাধন; দেহ না থাক্‌লে শ্যামের সেবা কোর্‌বে কি দিয়ে? যোগিনী হো'তে, আরাধ্য ধনকে ধ্যান কোরেই তৃপ্তিলাভ কো'র্ত্তে পা'র্ত্তে, সর্ব্বস্ব ঢেলে' ভাল-বেসেই যে কাল কোরেছ; এ্যাখন যোগে যাগে তো আর শানবে না! এ্যাখন্, মন-প্রাণ-জ্ঞান-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সকলেই যে সজাগ, জীবন্ত; সকলেরি ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কো'র্ত্তে তো হবে!—আত্মারাম যোগীর মত জীবাত্মা-পরমাত্মার একত্বলাভ হো'লো বোলে' খুসি হো'তে তো পার্‌বে না? ভাব্‌তে ভাব্‌তে তন্ময় হো'তে পার, তা বোলে ভাব্য ভাবনার ধন "আমি" হো'য়ে পোড়েছি,—আমার কৃষ্ণ আমি,—সোহহং,—দ্বিতীয় আর কেউ নেই,—এ বোলে' নিশ্চিন্ত হো'তে পার্‌বে না তো? এ বুজ্‌রুকি তোমার চোল্‌বে না। যা'রা বলে', তা'রা সাতপুরুষে কখনো ভালবাসেও নি, ভালাবাসার

ধারও ধারে না। প্রেমের নাম শুনেচে, খেতে হয় কি পো'র্ত্তে হয় তাও তা'রা জানে না। যা' কিছু জানে বেণেনীর "বিকি-কিনি"। জন্মাবধি কা'কেও ভজেনি', ভজনাঙ্গ জান্‌বে কি কোরে'? তুমি তো আর ধব্‌ধবে, ধোয়া মোছা, অমল অমল আত্মাটুকু শুধু নও। তোমার যে সব আছে,—সুখও আছে, দুঃখও আছে, যা' আছে সব থাক্‌বে, কিছু খোস্‌বে না। বাইরের আবরণ—খোলস্ খোস্‌বে বোলে' কি তার সব যা'বে? সূক্ষ্ম তো'লো বোলে' কি সব গ্যা'লো? সূক্ষ্মতে যদি সে সব না হিল, স্থূল পে'লে কোথেকে? এ দেহ থাকে না থাকে, দেহের যা' কাজ তা' চিরকাল থাক্‌বে'—সর্ব্বকাল —অনন্তকাল—থাক্‌বে; সেবাপরা দেহ সেবা নিয়েই থাক্‌ব। না হয় এ দেহের স্থূল সেবা, সে দেহের সূক্ষ্ম সেবা—সেবা তো ঘুচ্‌বে না, সেবা গ্যা'লো তো সব গ্যা'লো, আর রোইলো কি! তাই বোল্‌চি, দেহটাকে একটু যত্ন কোরো, সখীরা যত্ন কো'র্ত্তে গেলে বাধা দিয়ো না।

শ্রীমতী। আমি দেহকে অনাস্থা কোর্‌বো ক্যানো? আমি কি জানি নে এ দেহ শ্যামের; শ্যামের ধন কি আমি অযত্ন কোর্ত্তে পারি? আমার সর্ব্বস্ব তাঁর—কেবল তাঁর ভাব্‌না আমার নিজস্ব। আমার বোল্‌তে আমার তো কিছুই রাখিনি, বৃন্দে!—কেবল তাঁর স্মৃতিমথিত উদ্বেগ মাত্র আমার আপ্‌নার জিনিষ।

বৃন্দা। এ তোমারি মতো কথা বটে—তোমারি যোগ্য কথা। এ্যাতো বড় মহান্ প্রাণ না হো'লে তুমি শ্যামমোহিনী হবে ক্যানো? শ্যামই বা তোমায় সর্ব্বস্বধন বোলে' হৃদয়ের অন্তঃপুরে সযত্নে স্থান দেবেন্ ক্যানো?—এই গুণেই আমরা তোমার দাসী! ও পাদ-পদ্মের মকরন্দকণিকা লাভ কোর্‌বো বোলে'ই চরণতলে পোড়ে'

আছি। কখনো নিরাশ হোই নি', নিরাশ হবও না, সে ভরসা খুব আছে। তবে, এবার বেশার মধ্যে আঁর একটু দাবী এই রইলো, আবার যখন শ্যামের বামে বোস্‌বে, তোমাদের যুগল চরণে যখন লুণ্ঠিত হো'য়ে পোড়বো, সেই সময় দাসীর মাথায় তোমাদের শ্রীচরণ অর্পণ কোরো। বঁধুর বামে বোস্‌লে দাসীদের কি আর তখন মনে পো'ড়্‌বে?

শ্রীমতী। বৃন্দে, তোমাদের এই সব মিছে কথায় গা' জ্বোলে' যায়। কবে বঁধুকে নিয়ে ভোর হো'য়ে তোমাদের অবহেলা কোরেচি? আগে সেই দিন্‌ই আসুক্! আমার কি আর সে ভাগ্য হবে—তোদের নিয়ে আমি শ্যামসন্দর্শন কোর্‌বো, শ্যামের বামে বোস্‌বো!

বৃন্দা। বোস্‌বে বই কি, আবার বোস্‌বে; আমরাও নয়ন-ভোরে' দেখ্‌বো। শীঘ্র না আসেন, আমি নিজে দৌড়ে যা'ব, তোমার শ্যাম তোমায় এনে দেবো—শ্যামের বামে তোমায় বসা'বো। আমরা যুগলরূপ দেখে উপবাসী নয়নকে আনন্দসুধাধারা পান করা'বো। এ্যাখন্ চলো, সম্মুখে বেতসীকুঞ্জ, একটু বিশ্রাম কোর্‌বে চলো। আয় ললিতে, তোরাও আয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।



যমুনাকূল-সমীপস্থ উপবন।

শ্রীমতী, বৃন্দাদেবী ও সখিগণ।

শ্রীমতী। সখি, কই আমার শ্যাম কই? কই আমার বনমালী কই? শ্যামসন্দর্শনের জন্যে আমার পিপাসিত নয়ন যে বড় কাতর হো'য়েচে—কই আমার রাসবল্লভ কই? সত্যিই কি তিনি মথুরায় চোলে গেছেন,—আর কি মুরলীবদন মদনমোহন আমাদের নিয়ে রাসমণ্ডলে বিহার কোর্‌বেন্ না?—আর কি তাঁর মধুর কণ্ঠ, সুমধুর বংশীরব শুনতে পা'বো না?—জন্মের মতো সব কি ফুরা'ল?

গীত।

(কীর্ত্তন।)

"ক্বনন্দকুলচন্দ্রমাঃ?

(কার ভাগ্যে, আজ কোন্ গগনে উদয় হ'ল,

ব্রজের আকাশ আঁধার ক'রে,

ওগো আর কি দেখা পাব না তার।)

ক্বশিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ, রে?

(শিরে শিখিপাখা কিবা শোভে,

সে চূড়া-বাঁধা ধড়া-পরা,

গোপীজনের মনোচোরা,

সে, আর কি দেখা দেবে না গো।)

ক্বমন্দমুরলীরবঃ?

(সে নাম ধ'রে বাজা'ত বাঁশী,—

রাধা রাধা বলে ডাক্‌ত বাঁশী,—

বাঁশীর তানে ডাক্‌তো মোদের,—
বাঁশী শুনে ছুটে যে'তাম,—
ওগো, আর কি বাঁশী বাজাবে না—
সেই বংশীধারী কোথায় গেল—)

করাসরসতাণ্ডবী ?

(সে রাসে নাচা কোথায় গেল—
মোদের ল'য়ে নাচ্‌তো রাসে—
সে নাচিত নাচা'ত মোদের—
সে রাসবল্লভ কোথায় গেল ?—
সে রাসবিহারী কোথায় গেল ?—)

নির্ধিম্ম স্নুহৃত্তমঃ—

(ওগো আর আমাদের কেবা আছে—
তেমন সুহৃৎ কেবা আছে ?—)

কবত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্।

(ধিক্ বিধি, বিধি তোমার—
বিধি, তোর মনে কি এ্যাতোই ছিল—
দিয়ে নিধি হ'রে নিলি—
এ্যামন ধন তুই হ'রে নিলি—

হা নিরদয় বিধি—

(কি দোষ পেয়ে হ'রে নিলি—
আমার হৃদয়নিধি হ'রে নিলি—)
এ্যাখন কোথায় গেলে সে ধন পাব—
এ্যাখন কোথায় গেলে জুড়াইব ?—)"

সখি, সত্যিই কি আর তাঁর দ্যাখা পা'বো না? যাকে বুকে রেখেও শান্তি পেতাম না—অনিমিষ নয়নে দেখ্‌তাম,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ চক্ষুর পল্লব পো'ল্লে ভয়ে প্রাণ আকুল হো'তো, বুঝি শ্যামহারা হো'লেম! পাছে অঙ্গে অঙ্গে ব্যবধান ঘটে, সেই ভয়ে, কণ্ঠে হার পরা ত্যাগ কোরেছিলাম—অঙ্গে চন্দন-লেপন কোর্ত্তেও ইচ্ছে হো'তোনা। মনে হোতো, বুক চিরে শ্যামকে বুকের ভেতর রেখে দি'—আর পলকহীন চোক্ষে অনুক্ষণ তাঁর বদনকমল নিরীক্ষণ করি! পোড়া বিধি দুটি বোই চক্ষু দ্যায়্‌নি বোলে', বিধির উপরই বা কত রুষ্ট হোতাম্! আমার সেই শ্যাম আজ যোজন ব্যবধানে—সখি! তা'ও তো প্রাণে সো'চ্চে! এ্যাকদিন চন্দনব্যবধান স'য় নি'—আজ যোজন ব্যবধান সো'চ্চে—আমার প্রাণ কী কঠিন সখি!—না, আর আমি সোইতে পার্‌বো না—বলো আমার শ্যাম কোথায়, আমি এ্যাক্‌বার ছুটে' গিয়ে দেখে আসি! আমার বুক ফেটে গ্যালো—আমার প্রাণ যায়, আমি যে আর বাঁচিনে, সখি!—

গীত।

শ্যাম কই—আমার শ্যাম কই! প্রাণ সই!
সহে না, সহে না, বাঁচিনা, বাঁচিনা, শ্যাম বই।
বুকে রেখে যারে সোয়াথ না পাই,
সদা মনে হয় হারাই হারাই,
আঁখি-আড় হ'তে কভু দিই নাই,—
পলক ফেলিতে পাছে হারা হই।

তত ভালবাসা, আদর-আরতি,
শ্যাম বিনে কেবা জানে প্রেমরীতি,
অযতনে হারা হ'নু গুণনিধি,
ছি ছি! করমের কথা কারে বল কই।

ওগো, শ্যাম বিনে সব দেখি আঁধিয়ার,
সকলি অসার, জগৎ-সংসার ;
সে যে মোর প্রাণ—জীবন-আধার,
ওগো, প্রাণ-হারা হ'য়ে কিসে দেহে রই !

ললিতা। শ্যাম-বিনোদিনি ! তোমার যে কী কষ্ট তা' কি আমরা বুঝ্‌তে পাচ্চি নে ? আমরাই কি নিশ্চিন্ত আছি ? কেবল শ্যামের আগমন প্রতীক্ষা কোরে' বোসে' আছি। অবশ্যই কার্য্যবিপাকে এ্যাতো বিলম্ব হো'চ্চে, তা না হো'লে এ্যাতো দিন এসে পোড়্‌তেন। তিনি কি সাধ কোরে' তাঁর হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন ত্যাগ কোরে' প্রবাসে দিন যাপন কোচ্চেন ? তিনিও কি সুখে আছেন ! তিনি স্বাধীন পুরুষ মানুষ—কিন্তু এম্‌নি দৈবঘটনা, তোমার বিরহে তাঁর অন্তর দগ্ধ হো'চ্চে, তবু তাঁর স্থান ত্যাগ কর্‌বার উপায় নেই, অগত্যা ধৈর্য্যধারণ ভিন্ন গত্যন্তর কি ?—সব কথা একটু বুঝ্‌তে হয় তো ! যদি কাঁদ্‌লে কাট্‌লে, দুঃখ কোল্লে, শ্যামকে পাওয়া যে'তো, তা' হো'লে তোমাকে বারণ কোর্ত্তাম্ না। অনর্থক কান্না-কাটি—হা-হুতাশ কোরে', কি হবে ? তার চেয়ে প্রাণকে বুঝিয়ে স্থির করো। এ্যাতো দিন্ গিয়েছে, আর দু' চার্ দিন একটু ধৈর্য্য ধোরে' থাক্‌তে পার্‌বে না !

শ্রীমতী। ধৈর্য্য !—ধৈর্য্যেরও তো এ্যাকটা সীমা আছে, সখি ! তিনি না "কাল আস্‌বো" বোলে' গিয়েছিলেন ?—সে "কালের" কি অন্ত নেই ? সে "কাল" যে আমার কাল হো'য়ে উঠ্‌লো, সখি ! আমি মনকে আর কত বোঝা'ব ? প্রত্যহ প্রভাত হয়, আর মনে কোরি আজ নিশ্চয়ই শ্যাম আস্‌বেন। দিন যায়, রাত্রি আসে, প্রতি মুহূর্ত্তে

তাঁর আগমন-প্রতীক্ষা কোরে' বোসে' থাকি। হায়! এ্যামন্ কোরে' আর ক' দিন ধৈর্য্য রক্ষা কোর্‌বো, সখি! প্রাণের যন্ত্রণা তোমায় কি কোরে' বোঝাবো! বুকে দিবানিশি তুষানল জ্বোল্‌চে—আমার এ জ্বালার কাছে নবকালভুজঙ্গের দংশন-যাতনাও বোধ হয় তুচ্ছ! এ্যাতো যন্ত্রণা সোয়ে'ও যে আমি কি কোরে' প্রাণ ধারণ কোরে' আছি, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হো'য়ে যাই! সখি, এই আমি বোস্‌লেম—আমি নবীন শ্যামল তৃণশয্যায় শয়ন কোরি—এই শেষ শয়ন, আর য্যানো আমায় এ শয্যা ত্যাগ কোরে' উঠ্‌তে না হয়!

বৃন্দা। রাজনন্দিনি, ছি, ও কথা কি বোল্‌তে আছে! শু'তে ইচ্ছে হো'য়ে থাকে, কুঞ্জের ভেতর চলো। তোমার অবস্থা দেখে' আমাদেরও হৃদয় স্পন্দন রহিত হবার উপক্রম হো'য়েচে, আমাদের আর হাত পা আস্‌চে না—কি বোলি, কি কোরি, ভেবে চিন্তে পাচ্চিনে। বুঝ্‌লাম, আমাদেরো ভাগ্য নিতান্ত অপ্রসন্ন। ভেবেছিলাম শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল সেবা কোরে', নিরন্তর যুগল পাদপদ্ম দর্শন কোরে' পরমানন্দে জীবন যাপন কোর্‌বো—কিন্তু পোড়া ভাগ্য এম্নি বিরূপ—সব বিপরীত হো'য়ে দাঁড়ালো!

(তুক্ক)

"দুখী যায়,—দুখী যায় ঐ সুখীর কাছে।
এম্‌নি পোড়া কপাল ক্রমে, দুখ যায় তার পাছে পাছে।"

দুঃখের কপালে কি কখন সুখ ঘটে? বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে! খুব সুখের আশাই কোরেছিলাম, কিন্তু বিধি খুব বাদ্‌ই সাধ্‌লেন।

গীত।

(তুক)

"সুখের লাগিয়ে, এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়ে গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল।
সখিরে, কি মোর করমে লেখি!
আমি, শীতল বলিয়ে, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি।
আমি, উচল বলিয়ে, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
আমি, লছমি চাহিতে, দারিদ্য বেঢ়ল,
রতন হারানু হেলে।
আমি, বড় সাধ করি, সাগর ছেঁচিনু,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকা'ল মাণিক লুকা'ল,
অভাগী-করম-দোষে!"

কারে দোষ দেবো! কপাল মন্দ হো'লে সোণামুঠোও ধূলোমুঠো হো'য়ে যায়! নোইলে রাধাশ্যামের এ্যামন্ খরস্রোতা প্রেম-মন্দাকিনীতে যে আবার সারানি ভাঁটা পোড়্বে, কে কবে মনে কোরেছিল? প্যারি, ওঠো, চলো, আমরা কুঞ্জের ভেতর যাই।

শ্রীমতী। বৃন্দে, একটু স্থির হও—উৎকর্ণ হো'য়ে শোনো দেখি, —কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্চ কি? (উঠিয়া বৃন্দার স্কন্ধে বদন ন্যস্ত

করিয়া সরোদনে) তবে আমায় মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে ভুলোচ্ছিলে ক্যানো ? শ্যাম এসে কুঞ্জের অন্তরালে আছেন, আর তোমরা আমায় গোপন কো'চ্ছিলে ? আমায় মিছামিছি এ্যাতো কষ্ট ক্যানো দিলে, বৃন্দে ! (মাথা তুলিয়া) ঐ যে আমার শ্যাম, চকিতে আমায় দ্যাখা দিয়ে বনান্তরালে লুকুলেন,—এ্যাখনো আমার সঙ্গে লুকোচুরি ? চলতো, আমরা মনোচোরকে ধোরে' নিয়ে আসি। (দ্রুতগমন ও তমালতলে উপস্থিত হইয়া) প্রাণবল্লভ ! এ্যাতো দুঃখ কি দিতে হয় ! দুঃখিনী যে কেঁদে কেঁদে নয়ন-তারা হারা হো'তে বোসেছে ! এ্যাতো দিনে কি দাসীকে মনে পোড়লো ! হৃদয়রত্ন ! হৃদয়ে এসো ; শ্রীঅঙ্গের শীতল স্পর্শে আমার হৃদয়ের দাবানল নির্ব্বাপিত হো'ক্ ! নির্ব্বাক ক্যানো, সখা ! কথা কবে না ? তোমায় নিষ্ঠুর বোলেছি,—নির্দ্দয় বোলেছি; তাই কি অভিমান হোয়েচে,—না রাগ হো'য়েচে ? প্রাণের জ্বালায় বোলেছিলাম—বড় কষ্টেই বোলেছিলাম—সে দোষের কি মার্জ্জনা নেই ? ছি ! তুমি হেসে কথা না কোইলে যে আমার প্রাণে দারুণ শেল বাজে ! কথা না কও, বুকে এসো,—আমার বুক জুড়িয়ে যা'ক্—জ্বোলে' জ্বোলে' প্রাণ যে ভস্ম হো'তে বোসেছে ! (আলিঙ্গন ও অচৈতন্য)

বৃন্দা। ললিতে, আয়তো দেখি—তমাল আলিঙ্গন কোরে' রাই অমন হোয়ে পোড়লেন ক্যানো ! মোহ হো'লো না কি ! (নিকটে গিয়া) তাইতো, এযে এ্যাকেবারে অজ্ঞান—অচৈতন্য ! কৃষ্ণভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন কোরে' হর্ষোচ্ছ্বাসে এ্যাকেবারে মূর্চ্ছিত—সমাধিস্থ ! তোমরা কাণের কাছে উচ্চৈঃস্বরে কানাইয়ের নাম করো। এ্যাকজন বুকে কোরে' ধোরে' দাঁড়াও, কি জানি যদি অবলম্বন-ভ্রষ্ট হো'য়ে হঠাৎ ভূপতিত হন।

ললিতা প্রভৃতি। (সুরে)

হা কৃষ্ণ গোবিন্দ! গোকুলানন্দ!

শ্যাম সুনাগর হে!

হা বৃন্দাবন-ধন! শ্রীরাধারমণ!

গোপী-মনোহর হে!

কোথায় আছ হে, রাধানাথ!

একবার রাধার দশা দেখে যাও হে!

শ্রীমতী। (চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া) প্রাণেশ্বর, আর যে দ্যাখা হবে, আর যে হৃদয়ে স্থান পাবো তা মনে হয় নি! তোমার শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে আমার বহুদিনের তাপ দূর হো'লো—অনেক দিনের পর আজ প্রাণে শান্তি পে'লেম।

ললিতা। প্যারি, কা'কে কি বোল্‌ছো? কোথা শ্যাম?—ও যে তমাল তরু। ছি, আশ্বস্ত হও—উন্মাদিনী হো'লে যে! এসো, কুঞ্জে গিয়ে একটু বিশ্রাম কোর্‌বে চলো।

শ্রীমতী। তমাল আবার কি, সখি! আমি যে শ্যামকে বুকে নিয়ে পরম সুখে ছিলাম,—সে সুখ ভঙ্গ কো'ল্লে ক্যানো? আমাকে কোথায় নিয়ে এলে? আমার শ্যাম কোথায় গেলেন? এই যে আমি শ্যামকে বক্ষে ধারণ কোরেছিলাম।—একি আমার ভ্রম! না সখি, সে কখনো ভ্রম নয়, আমি যে স্বচক্ষে শ্যামের অলকাবৃত মুরলীবদন দেখেছি; শ্যামের অঙ্গগন্ধে যে আমার নাসা এ্যাখনো ভোরে' রো'য়েচে। শ্যামের স্পর্শ-শীতল বক্ষের স্পন্দন আমি যে এ্যাখনো অনুভব কোর্চ্চি!

বৃন্দা। শ্যাম-সোহাগিনি! শ্যাম শ্যাম কোরে' কি শেষে বুদ্ধিভ্রংশ হবে? শ্যাম অবশ্যই আস্‌বেন—আবার তোমায় পরমাদরে

হৃদয়ে ধারণ কোর্‌বেন—আম্‌রাও আবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় যুগলমিলন দেখ্‌বো। সে দিনের আর বড় বেশী বিলম্ব নেই,—আর দুই এ্যাকটা দিন একটু ধৈর্য্য ধোরে' থাকো। এ্যাতো উতলা হো'লে যে দেহনষ্ট-মনঃকষ্ট মাত্র সার,—আর কোনো লাভ নেই।

শ্রীমতী। তবে সত্যিই কি আমার ভ্রম! যদি ভ্রমই হয়, এ যে বড় মধুময় ভ্রম; এ সুখের ভ্রম আমার চিরদিন অটুট হো'য়ে থাক্‌লো না ক্যানো, সখি! তবে কি শ্যামকে আর দেখ্‌তে পাবো না? (নিস্পন্দভাবে দূরে দৃষ্টিপাত) ওকি—ওকি—ওকি? ঐ যে আমার শ্যাম—ঐ ঝলমল-মুখমণ্ডল—শিরে মোহন চূড়ায় বিচিত্র শিখিপাখা—কটিতটে পীতধটী—কণ্ঠে মুক্তাহার—আমার দিকে অবাক্ নয়নে চেয়ে আছেন! য্যানো নব পরিচয়—দেখে আর আশ মিট্‌চে না! প্রাণেশ্বর! দাঁড়াও—আর দুঃখিনীকে ফেলে' যেয়ো না! বড় কষ্ট গিয়েছে, আর অদর্শন-দুঃখ সোইতে পার্‌বো না। এ্যাখনো মোরি নি—বেঁচে আছি, তাই দ্যাখা হো'লো! কতো দিন মোর্ত্তে গিয়েছি, কিন্তু মোর্ত্তে পারি নি—বেঁচে থাকা আজ আমার সার্থক হো'লো—আবার তোমার দ্যাখা পেলেম।—

গীত।

(কীর্ত্তন)

তবু ভাল বঁধু, তুমি যে এলে!
দেখা না হইত পরাণ গেলে!
　　(দেখা হো'ত না; দেখা পেতে না—)
সোঙরি তোহারি পূরব লেহ,
আশে আশে আমি রেখেছি দেহ।

মুখ দেখে বুক শীতল হ'ল ;
বল বল বঁধু, ছিলে ত ভাল ?
(পরবাসী হঞা ছিলে ত ভাল।)

এ প্রাণ থাকিতে তোমারে আর,
করিব না কভু আঁখির আড়।
বুক চিরে বুকে রাখিয়ে দিব,
একপ্রাণ হঞা দুটিতে র'ব।
(প্রাণে গাঁথা রব, প্রাণে মিশে যা'ব—)

প্রাণের প্রাণ! জীবনসর্ব্বস্ব! কাছে এসো,—তোমার রাজীবচরণ বুকে রেখে প্রাণ শীতল কোরি! তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে খানিক কেঁদে বুকের ভার লাঘব কোরি! শুধু দ্যাখা—চোখের দ্যাখা!—আবার চো'লে যাবে?—না, আর যেতে দেবো না! আমায় এ্যামন কোরে' আর রেখে যেয়ো না—এবার রেখে' চোলে' গেলে, আমি এ্যাক্ দণ্ডও বাঁচ্‌বো না! দাঁড়াও, যেয়ো না, আমিও যাবো,—আর ব্রজে থাক্‌বো না।—

গীত।

(কীর্ত্তন)

না হয় ব্রজ ছেড়ে যাব হে! (তোমাধনে ধনী হ'য়ে)
(ছায়ার মত সাথে সাথে র'ব হে—)
(আর তোমাহীন ব্রজে র'ব না,
আর দুখময় ব্রজে র'ব না!—
আর সুখহীন ব্রজে র'ব না!—)

শীতল চরণছায়ে রহি দিনযামিনী,
জুড়াব তনুমন ব্যথিত পরাণী।

(আর ছেড়ে দিব না—দিব না—হে
হিয়ার মাঝে রেখে দিব—)

অনুদিন অনুসরি ও বর-চরণে
নিরবধি রাখিব নয়নে-নয়নে!
(অনিমিখে ও মুখ দেখিব হে—
আর যেতে দিব না—
হিয়ার মাঝে রেখে দিব!)

(দ্রুত ধাবন ও সখিগণ কর্ত্তৃক অবরোধ।)

শ্রীমতী। (সচকিতে) ওকি! কে তোমরা আমাকে শ্যাম-সন্দর্শনে বাধা দিচ্চ! শ্যাম চোলে' যাবেন, তখন আমি কোথায় দাঁড়াবো? আমার যে আর স্থান নেই!

বৃন্দা। শ্যাম-মোহিনি, স্থির হও, এ্যাতো অস্থির হওয়া কি ভালো? শ্যাম-সন্দর্শন পাবে বৈ কি। আজ না হয়, দু'দিন পরেও তো শ্যাম আসবেন, তোমায় ভুলে কি তিনি থাক্‌তে পারেন?

শ্রীমতী। তবে কি আমার এও ভ্রম! আমি যে বেশ দেখ্‌লাম শ্যাম আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন—আমি তাঁর শিখিচূড়া—পীতবসন—কণ্ঠলম্বিত মুক্তাদাম, সকলিতো প্রত্যক্ষে দেখ্‌লাম;—সব্‌ই কি আমার ভ্রম?

বৃন্দা। শ্যামসোহাগিনি, তুমি নবীন মেঘ দেখে, শ্যাম-ভ্রমে ছুটে যাচ্ছিলে! যা'কে শিখিপুচ্ছ ভাব্‌ছিলে, সে মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনু,—বিদ্যুৎপ্রভাকে পীতধটী মনে হো'চ্ছিল—আর মেঘের কোলে যে শ্বেতপক্ষ মরালকুল উড়্‌চে, তাকেই শ্যামের কণ্ঠলগ্ন মুক্তাহার বোলে' ভ্রম হোয়েছিল!

শ্রীমতী। তবে কি হবে বৃন্দে! আমার কি শ্যাম-সন্দর্শন আর ভাগ্যে ঘোট্‌বে না? (ব্যস্তভাবে) তবে আমায় ছেড়ে দাও, আমি নিজেই মথুরায় যাই। সখি, তোমরা ব্রজে ফিরে' যাও, আমি শ্যামদর্শনে চো'ল্লেম!—আমি আর সোইতে পাচ্চি নে—না যেতে দাও, আমি এখনি যমুনায় গিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন কোরবো। হয় আমার সঙ্গে এসো, না হয় ঘরে ফিরে যাও—আমি চো'ল্লেম।

(গীত।)

তোরা আয় গো, আমি যাইগো—
যাই, আমার শ্যাম যেখানে।
উহু মরি মরি, ধৈরয ধরিতে নারি,
সহেনা সহেনা যাতনা প্রাণে।

কাল কাল কোরে' কত কাল হ'ল,
পলে পলে মোর আশা যে ফুরা'ল,
কইতো এলনা, (তোদের) মিছে এ ছলনা,
প্রাণ তো আর প্রবোধ না মানে।

থাক্ তোরা আমি আপনি যাইয়ে,
কাঁদিয়ে লুটায়ে চরণে ধরিয়ে,
প্রাণের বেদনা সকলি কহিয়ে,
বঁধুরে ফিরা'য়ে আনিব এখানে।

না দিস্ যাইতে—যাই যমুনায়,
দেখি যদি মোর এ জ্বালা জুড়ায়,
তোরা সবে ফিরে যাগো ব্রজপুরে,
আমি তো ফিরে আর যা'ব না সেখানে।

বৃন্দা। প্যারি, শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর। এ দাসীরা থাকতে তোমাকেই বা নিজে যেতে হবে ক্যানো? আমি এখনি যা'বো, আর শ্যামকে এনে তোমার কাছে হাজির কোরে' দেবো—তোমায় বামে বসা'বো—তবেই দূতি হওয়া আমার সার্থক—নইলে এ মুখ আর তোমায় দ্যাখা'বো না। এর জন্যে তোমার এ্যাতো ব্যাকুলতার তো কিছু প্রয়োজন নেই। তবে হাসিমুখে এ্যাক্‌বার আজ্ঞা করো—য্যানো সফল-মনোরথ হো'য়ে ফির্‌তে পারি। যাত্রাকালে তোমার হাসিমুখ না দেখে গেলে, মনে জোর্‌ও পাবো না, উৎসাহও আস্‌বে না।

গীত।

(কীর্ত্তন)

"রাই ধৈর্য্যং　　রহু ধৈর্য্যং—
হাম যাওয়ত মথুরায়ে।
যাই মধুপুরে,　　প্রতি ঘরে ঘরে,
ঢূঁড়ব শ্যাম-রায়ে।
(আমি যাব আর শ্যাম এনে দিব—
তবে দূতী নাম ধরিব,—
তবে ব্রজে মুখ দেখাইব—
আবার শ্যামের বামে বসা'ব,—
আবার তারে পায়ে ধরা'ব,—
তবে দূতীনাম বোলাইব,—
এইবার, যা'বার সময় হাস্‌ দেখি রাই—)
একবার হাস বিনোদিনি!
ও যে হাসিতে মদনমোহনের মন ভুলালি গো।

ছু

(একবার যা'বার সময় হাস্ দেখি, রাই ,—)
যখন বঁধুর বামে বসেছিলি,
ঈষৎ ঈষৎ হেসেছিলি,
একবার তেমনি কোরে' হাস্ দেখি রাই—
ও তোর বিরস বদন দেখে যাব,—
শ্যাম সুধা'লে কি বলিতে কি বলিব ?

গিয়ে কি কোর্‌বো, শোন রাই,—

গীত।

"গিয়ে, এক পাশে দাঁড়ায়ে র'ব, (কাঙালিনীর মত),
জানি জানি তার মন জানি,
সে যে ভালবাসে কাঙালিনী।"

তবে এও ভাব্‌চি, যদি দেখে চিন্‌তে না পারে , যদি বলে—

গীত।

"কাঙালিনি, তুমি কে ?"
(এ কথা বলিলেও বলিতে পারে,)
মাতুলপদে অতুল পদ পেয়ে—
কংসধনে মত্ত হ'য়ে—
না চিনিলেও চিনিতে পারে !

তখন আমি কি কোর্‌বো রাই, শো'ন—

গীত।

"এই দাসখত তার দিব হাতে, (সেই সভার মাঝে),
বেঁধে আনবো ব্রজের পথে পথে,

লোকে যখন জিজ্ঞাসিবে—
"বলি, হ'য়েছে কি ?—
এত টানাটানি কিসের লেগে ?"
তখন রাই রাজার ডঙ্কা দিয়ে—গরব করে'
বোল্‌বো, রাইয়ের পালান খাতক পেয়েছি।"

শ্রীমতী। না-না—তা হবে না। তাঁকে বাঁধ্‌বে ? ছি! সে কষ্ট আমার সোইবে না। আমি যতই কষ্ট পাই, আমার সুখের জন্যে আমি বঁধুকে কষ্ট দেবো, তা আমি প্রাণ থাকতে পারবো না।

গীত।

(কীর্ত্তন)

"তারে বেঁধনা—বেঁধনা—
সে যে হামারি পিয়।
আমি সকল দুখ সইতে পারি,
কেবল বঁধুর দুখ সইতে নারি—
তারে বেঁধনা।"

বৃন্দে, আর এ্যাক্‌টা কথা বোলে' দি'। তাঁর কাছে তো যাবে, দেখো যানো আমার কথা তাঁর কাছে ঘুণাক্ষরেও কিছু তুলো না আমি বড় কাতর হোযেছি শুন্‌লে যে তিনি প্রাণে বড় ব্যথা পা'বেন! —আর এ্যাক্ কথা—তাঁর আস্‌তে দেরি হো'য়েছে বোলে' তাঁকে যানো ভর্ৎসনা কোরো না,—কোন রূঢ় কথা বোলো' না; মিষ্ট কথায়, তুষ্ট কোরে ব্রজে আন্‌তে চেষ্টা কোরো।

বৃন্দা। আর যদি মিষ্ট কথায় কিছু না হয় ?

শ্রীমতী। তা হো'লে বুঝ্‌বো, অভাগিনীর ভাগ্য মন্দ! তাঁর তো কোনো দোষ নেই, আমারি কর্ম্মের দোষ।

বৃন্দা। বেশ বো'ল্লে। সেই ধেনুর রাখাল রাজরাজেশ্বর হো'য়ে মথুরার সিংহাসনে নিশ্চিন্ত হো'য়ে বোসে' রোইলো—আর তুমি কেঁদে কেঁদে দিন গুণ্‌চো—সে লোকের কাছে ভাল কথা বেরু'বে কি কোরে? ঞ্যাক্‌বার ত্থাখা পেলে' হয়; গোটাকতক চোকা চোকা কথা না শুনুতে পা'ল্লে, প্রাণে কিছুতেই শোয়াস্তি পাচ্চিনে।

বিশাখা। আমারো ঐ কথা। আক্কেল য্যামন্, তার মত বেশ ঝাঁঝাল দু'চার্ কথা শুনিয়ে দিতে না পা'ল্লে, প্রাণের জ্বলুনি যা'চ্চে না।

শ্রীমতী। তবে তোদের যেতে হবে না। আমার যে ক'দিন ভাগ্যে কষ্ট আছে, সোইতে হবে। তা বোলে', কোমর বেঁধে এখান্ থেকে তোরা ঝগ্‌ড়া কো'র্ত্তে যাবি—তাঁর প্রাণে ব্যথা দিবি, তা' আমার সোইবে না—তা আমি হাজার কষ্ট পাই।

বিশাখা। তা' বোলে এ্যামন্ অন্যায় সওয়া যায় না। যে দু'দিন বোলে' দু'পক্ষ কো'র্ত্তে পারে—ক' পক্ষ কোর্‌বে তা'ই বা কে জানে?—সে শঠের যোগ্য ভাষা ভাষায় নেই! চোকের সাম্‌নে "আহা-মরি প্রাণ-যায়"—প্রেম আর ধরে না!—চোকের আড়াল হো'য়েছে—ব্যস্—আর কে কার?—'কা কস্য পরিবেদনা!' এ সকল লোককে মুখের মতন বেশ কোরে' দু'কথা শোণা'তে না পা'র্লে কি গা'য়ের জ্বালা যায়?

শ্রীমতী। সত্যিই কি শ্যাম নির্ম্মম নিষ্ঠুর হো'য়ে আমায় ভুলে থাক্‌তে পারেন? দৈববিড়ম্বনায় আসতে পার্চ্চেন্ না তা' বোলে'

কি তাঁকে দোষ দেওয়া যায় ? আমার প্রাণ বুঝ্‌চে না,—সে আমার প্রাণের দোষ ; সখি, তাঁর কি কখনো দোষ হো'তে পারে ?

বিশাখা । না, তিনি খুব সাধু পুরুষ,—মিথ্যে কথার লেশ মাত্র তিনি জানেন না ; তাঁর যে কথা সেই কাজ । আমরা কেবল মিথ্যে কোরে' তাঁর কলঙ্ক রটনা কোচ্চি ।

বৃন্দা । তা' ভাল' ; যদি বুঝেই থাকো তাঁর্ কোনো দোষ নেই, তিনি কাজের ঝঞ্ঝাটে আস্‌তে পা'চ্চেন্ না, তবে এ্যাতো অধৈর্য্য ক্যানো ? স্থির হো'য়ে কুঞ্জে চলো ; একটু বিশ্রাম না কো'র্ল্লে শরীর ব'বে ক্যানো ? আর দু' এ্যাক্ দিন রো'য়ে সো'য়ে ছাখা যাক্, তার পর "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে ।" না হয় পা'য় ধোরে, কাকুতি মিনতি কোরে', আহ্বান কোরে আন্‌তে হবে—রূঢ় কথা না'ই কোইলাম্ । এ্যাখন্ একটু বিশ্রাম কোর্‌বে চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।



যমুনাকূলবর্ত্তী উপবন।

শ্রীমতীর পশ্চাতে সখিগণ ও বৃন্দার দ্রুতপদে প্রবেশ।

শ্রীমতী। (অদূরে যমুনার নীলোদক দর্শনে)

চকিতে চাহিয়ে হেরি তব চন্দ্রানন,
আসিয়াছি ছুটে নাথ ! তোমার চরণে।
বুক বিদরিয়ে মরি তব অদর্শনে ;
স্নিগ্ধ হ'ল দগ্ধ প্রাণ হেরি শ্রীচরণ !
কী !
বারেক দর্শন দিয়ে লুকাইতে চাও ?
কেন, নাথ ! কিবা দোষে দোষী, দাসী তব
শ্রীচরণে ? মর্ম্মভেদী দুঃখ দিয়ে হ'ল
না কি বঁধু ! সে দোষক্ষালন ? যে বা দণ্ড
দিতে চাও, দাও, নাথ !—দিনু হৃদি পাতি' ;
আর অদর্শন দুঃখ দিও না দাসীরে !
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মোর দিনু পদপ্রান্তে
ভুলি' ভূত-কথা, ভুলি' মর্ম্মের বেদনা।
ফেল'না চরণ হ'তে—দাসী ব'লে, নাথ,
সম্ভাষ' বারেক। আর কিছু নাহি চাহে
দাসী শুধু চাহে পদে রহি' নিরন্তর

সেবে পা' দু'খানি,—এই অকপট সাধ ;
পূর্ণ কর এই সাধ চিরকিঙ্করীর।

[দ্রুত ধাবন।

বৃন্দা। (দ্রুত গিয়া হস্ত ধারণ) কর কি ? এ্যাকেবারে উন্মাদিনী হো'লে যে ! ছি, এই না তুমি বোল্‌ছিলে, "এ দেহ কৃষ্ণের, এ দেহে আমার কোন অধিকার নেই" ? তবে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগের সাধ ক্যানো ?

শ্রীমতী। (সচকিতে) কৈ যমনা ?—কোথা যমুনা, বৃন্দে ? আমি যে শ্যামচাঁদের দর্শন পেয়েছিলাম। আমি যে তাকে দেখেছি —তাঁর বংশীবাদন শুনেছি ! তোমরাই আমাকে বাধা দিয়ে শ্যাম সন্দর্শন কো'র্ত্তে দিচ্চ না। তোমরা আমার হিতকারিণী ছিলে— ভাগ্যদোষে তোমরাই এ্যাখন্ বৈরসাধন কোর্ত্তে আরম্ভ কো'ল্লে।

বৃন্দা। রাজনন্দিনী, শ্যাম-আদরিনি ! এ্যাক্‌বার ভাল কো'রে চে'য়ে ত্থাখো দেখি, তুমি যে যমনাপুলিনে এসেছ, সম্মুখে যে যমুনা তা'কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্চো না ? যমুনার নীলজল দেখে বুঝি ইন্দ্রনীলমণি শ্যামসুন্দর বোলে' ভ্রম হো'য়েচে ! প্যারি, আমরা তোমবা দাসী, তোমার চরণ ছাড়া আমাদের আর কী অভীষ্ট আছে ? আমাদের সাধন-ভজন ঐ শ্রীচরণ ; যুগল মিলনের আনন্দ উপভোগই আমাদের জীবনের এ্যাক্‌মাত্র সুখের সাধ। তোমাকে শ্যাম-সন্দর্শনে বাধা দেওয়ায়, তোমার ক্ষতির চেয়ে আমাদের ক্ষতি কিছু কম নয় ! তোমার সুখেই আমাদের সুখ—তোমাকে সুখে বঞ্চিত করা আর আত্মসুখহন্তা হওয়া যে এ্যাক্‌ই কথা !

শ্রীমতী। বৃন্দে, তবে কি আমরা যমনাপুলিনে এসেছি ?

বৃন্দা। চোক্ চাও—চোক্ বুজে কেবল ছুটোছুটি কো'র্লে কি কোরে বুঝ্বে?

শ্রীমতী। সত্যিই ত এ যমুনাপুলিন!—বামে ধীরসমীর, দক্ষিণে মরকতকুঞ্জ। তবে শ্যাম আসেন্ নি? বৃন্দে, যমুনাপুলিন দেখে সব কথা এ্যাকে এ্যাকে মনে উদয় হো'চ্চে। যমুনাপুলিন যে আমার শ্যামের বড় প্রিয় স্থান; কতদিন চন্দ্রমশালিনী নিশায় শ্যামের সঙ্গে আমরা এই স্থানে ভ্রমণ কোরেছি! সেই স্নিগ্ধ, শোভাময়, মনোরম স্থান এ্যাখন্ নীরস মরুভূমি মনে হোচ্চে। হায়! আর এখানে সে শোভা কই—শান্তি কই—আনন্দ কই? সেই যমুনাপুলিন আছে, আমার শ্যাম কই? বল বল আমার শ্যাম কোথায়? এ্যাক্বার এনে ত্থাখাও, নইলে নিশ্চয় আমি মোর্বো—আর কেউ তোমরা আমায় রাখ্তে পার্বে না।

গীত।

(কীর্ত্তন)

এই না পুলিনে গো—এই না পুলিনে,
প্রাণ বঁধুয়া মোর বিরাজ করিত গো।
চরণে চরণ দিয়ে,
অধরে মুরলী লয়ে,
বামে চূড়া হেলাইয়ে, বাঁকা হ'য়ে দাঁড়া'ত গো।
সে ব্রজের হৃদয়রাজ,
হানিয়ে মরমে বাজ,
ত্যজিয়ে গোকুল আজ, কোথায় রহিল গো।—
(এনেদে একবার এনেদে এনেদে তোরা,

রাধার ব্যথার ব্যথী থাকিস্ যদি কেউ,—
নইলে প্রাণে আজ মরি গো—
একবার দেখাইয়ে প্রাণে বাঁচা,—
নইলে, যায় প্রাণ, যায় বুঝি—
অদর্শনে মরি প্রাণে,—)
নইলে অদর্শনে মরি প্রাণে বাঁচাগো আমায়।
শুধু দরশন-আশে,
আছে প্রাণ হৃদি-বাসে,
পুনঃ কি আমার শ্যাম হ'বে গো আমার!—
নৈলে—দে গো বিদায় মোরে,
যাই গো জনম তরে,
নারিগো সহিতে প্রাণে এ যাতনা আর।
(আর সইতে নারি,
আমি, বড় জ্বালায় জ্বলে' মরি,—
আর ধৈরয ধরিতে নারি—)

শ্রীমতী। সখি, উঃ! কি ভীষণ বজ্রনিনাদ—মুহুর্মুহু অশনি-পাত হোচ্চে! ইন্দ্রকোপানলে আবার বুঝি ব্রজ ধ্বংস হয়!—এবার কে রক্ষা কোর্‌বে? আমার গিরিধারী ব্রজ পরিত্যাগ কোরেছন—সময় বুঝে ইন্দ্র বুঝি প্রতিশোধ নিতে উপস্থিত! জৈমিনি, জৈমিনি, জৈমিনি!

(কীর্ত্তনের সুরে) আমার গিরিধারী ঘরে নাই হে।
যে গিরি ধ'রে ব্রজ রেখেছিল,
ইন্দ্র, তাই তোমায় সাধি, আজি,
ব্রজজনে রক্ষা কর

বৃন্দা। কৈ বজ্রনিনাদ? মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই—আকাশ নির্ম্মল তুমি বজ্রধ্বনি বোল্‌ছো কা'কে? হায়! উন্মাদিনী আর কা'রে বলে!

শ্রীমতী। এ্যাখনো শোনো—ঐ শোনো—উঃ, কর্ণ বধির হোলো! (কর্ণরোধ)

বৃন্দা। পাগলিনি, ঐ বুঝি বজ্রধ্বনি! ওযে কোকিলের কুহুধ্বনি হায়, বিয়োগবিধুরার কর্ণে মধুর পিকধ্বনি, কঠোর বজ্রধ্বনিবৎ বোধ হোচ্চে!

শ্রীমতী। যে ধ্বনি হো'ক—আমার অসহ্য—আর শুন্‌তে পারিনে—কর্ণ বিদীর্ণ হোলো! এর চেয়ে যে বজ্রধ্বনি ছিল ভাল। (কণ্ঠের নীলপদ্মমালায় হস্তস্পর্শে) সখি, ভুজঙ্গদংশন হোতে রক্ষা কর—রক্ষা কর,—আমায় কালসর্পে বেষ্টন কোরেছে! গরুড় গরুড়! গরুড়!

(কীর্ত্তনের সুরে) আমার কালীয়দমন ঘরে নাই, হে,
(গরুড়, তাই তোমায় ডাকি আজি,
নইলে ভুজঙ্গে আতঙ্ক কিবা—)

বৃন্দা। কালসর্প আবার কোথা? ওযে নীলপদ্মের মালা — তোমার কণ্ঠেই লম্বিত রোয়েছে! ভাল কোরে' চেয়ে ছাখো, য় কি প্রাণপ্যারি!

শ্রীমতী। তাই তো! আমার এ্যাতো ভ্রম হো'চ্চে ক্যানো সখি?—আমার যে মাথা ঘুর্‌চে। শ্যাম তো ছাখা দিলেন না, তবে এ প্রাণ কার জন্যে রাখি? আমার মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর নেই। তোম্‌রা অনুমতি দাও, আমি যমুনায় ঝাঁপ দিইগে।

বৃন্দা। হিঃ, স্থির হও। ললিতে, চল আম্‌রা প্যারীকে বিভিন্ন লীলাস্থানগুলি দেখিয়ে নিয়ে বেড়াই—তা' হো'লে হয়তো চিত্তের অনেক্‌টা স্থৈর্য্যসম্পাদন হো'তে পার্‌বে।

ললিতা। তাই ভাল; প্যারি, এ্যামন্‌ কোরে' কেঁদে কেটে ছুটোছুটি কো'ল্লে আর কি হ'বে! শ্যামসুন্দরের লীলাস্থানগুলি দেখ্‌বে চল,—তা' হো'লে ম'ন অনেক শান্তি পা'বে।

শ্রীমতী। চল, যেখানে নিয়ে যাবে যাই চল। চোল্‌তেও যে আর পাচ্ছিনে, সখি! শরীর অবসন্ন হো'য়ে আস্‌চে—চোকেও আব ভাল কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

ললিতা। আর অপরাধ কি? রাত্রে নিদ্রা নেই—পেটে অন্ন নেই—দেহে কি আর দেহ আছে! তার উপব দিবানিশি চিন্তা! মানুষেব দেহে আর কত সোইবে? আমার দেহে ভর দিয়ে চল; এ্যাক্‌ স্থানে বোসে' থাক্‌লে কেবল চিন্তাই প্রবল হো'য়ে ওঠে। পাঁচটা দেখ্‌লে শুন্‌লে তবু মন অনেক সুস্থির হো'তে পারে।

বৃন্দা। প্যারি, এই ঐ্যাখো সম্মুখে অম্বুজকুঞ্জ! এইখানে শ্যামের সঙ্গে কত নিশা যাপন কোরেছ। এই ঐ্যাখো মাধবীকুঞ্জ—এইখানে এ্যাক্‌ দিন দিবাভাগে শ্যামের সন্দর্শন পে'য়েছিলে বোলে' মাধবীকুঞ্জ তোমার বড় আদরের ছিল। এই নীরসমীর,—নৌকা-বিহারের দিন এইখানে আম্‌রা সমবেত হো'য়ে তোমায় কুসুমভূষণে ভূষিত কোরেছিলেম, আর শ্যামসুন্দর স্বহস্তে তোমার কবরিবন্ধন কোরে' দিয়েছিলেন।

শ্রীমতী। সবই ত দেখ্‌ছি, বৃন্দে! যেখানে যা' ছিল সব্‌ই তো আছে,—যার জন্যে যা' কেবল সেই নেই;—সখি, ভাব্‌তেও যে বুক ফেটে যায়! আমার প্রাণ যায়, আমার বুকের ভেতর

ক্যামন্ কো'চ্চে! উঃ, আর যে সহ্য কো'ত্তে পারিনে, সখি! আমি যেতে পার্‌বো না—আর চোল্‌তে পাচ্চিনে—আমি এইখানে খানিক বিশ্রাম কোরি। (কম্পন ও উপবেশন)

ললিতা। এ কি! প্যারীর সর্ব্বশরীর এ্যাতো কাঁপচে ক্যানো? (গায়ে হাত দিয়া) ও মা! গায়ে যে ভয়ানক উত্তাপ—ধান দিলে খৈ হো'য়ে যায়! (শ্রীমতীকে উৎসঙ্গে স্থাপন)

শ্রীমতী। সখি উঃ! বড় গাত্রদাহ—আর যে সহ্য হয় না!

বৃন্দা। (বিশাখার প্রতি) শীগ্‌গির খানিক মলয়জ পঙ্ক আর পদ্মপত্র নিয়ে আয়।

[বিশাখার দ্রুত প্রস্থান।

বৃন্দা। আমি এ্যাকবার গা' দেখি,—উঃ এ্যাকেবারে আগুণ!

(বিশাখার পুনঃ প্রবেশ)

বৃন্দা। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন কর; পদ্মপাতা পেতে রাইকে শয়ন কোরিয়ে দাও।

[সখিগণের তথাকরণ।

শ্রীমতী। উঃ! আমার মৃত্যু নিকট—আমি বেশ বুঝ্‌চি আর বাঁচবো না। মরি তার ক্ষতি নাই—মরণ কালেও তাঁর স্বাখা পেলেম না, এই দুঃখই আমার মরমে শেল হো'য়ে রোইলো। তোরা আমার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়—তোদের ছেড়ে যে'তেও প্রাণ কাঁদ্‌চে! তোদের অপার স্নেহের কখনো কোন প্রতিদান দি'তে পারিনি, দেবার ক্ষমতাও নেই। আমার অলঙ্কারগুলি তোরা পোরিস্—পোরে' আমায় কখনো কখনো মনে করিস। তোমাদের কত কষ্ট দিয়েছি,' সে অপরাধ আমার ক্ষমা কোরো। উঃ! প্রাণ

যে কণ্ঠাগত হো'লো! কণ্ঠতালু শুষ্ক হো'য়েছে, আর কথা বোল্‌তেও ইচ্ছে হো'চ্চে না! সখি, বিদায় দাও—আমি জন্মের মত যাই! বৃন্দে, আমি তোমায় কত কষ্ট দিয়েছি—আমার সব দোষ ক্ষমা কোরো।

গীত।

কুঞ্জকানন, যমুনা-তীর,
মাধবী-বিতান, ধীর-সমীর,
সকলি ত আছে যা ছিল যেমন,
যার তরে সখি! এ সুখ-সদন,
　　ব'লে দাও মোরে কোথায় সে জন?

এত গুণনিধি কার আছে পিয়া,
হারা'য়েছি তবু ফাটে নাই হিয়া,
ধিক্ ধিক্ বিধি! শিলা-শেল দিয়া,
　　গ'ড়েছে আমার দেহ-প্রাণ-মন!

এক বিনা ব্রজ হ'য়েছে আঁধার,
নীরস বিরস সব শূন্যাকার,
কোথায় মাধব! মোর প্রাণাধার,
　　এনে দাও ওগো বাঁচাও জীবন।

মরি দুখ নাই, এই খেদ মনে,
দেখাত হ'ল না শ্যাম-বঁধু সনে,
দেখা তবে সেই এ মোর নিদানে,
　　শ্যামরুচি নব তমালের বন!

মোর তরে তোরা দুখ পেলি কত,
কি দিব, কি আছে দিবার মত,
দিনু খুলি মোর আভরণ যত,
পরি' তোরা মোরে করিস্ স্মরণ!

যায় প্রাণ যায়, হ'ল ওষ্ঠাগত,
পিযাসে মরি মা, চিত আকুলিত,
শুনা এইবার শ্যাম সুচরিত,
মরি যেন পুনঃ পাই শ্রীচরণ!

বিশাখা। সখি, চন্দনলেপন কোরেও তো গা' কিছু মাত্র স্নিগ্ধ হো'চ্চে না! নিমেষে চন্দন শুকিয়ে ধুলো হো'য়ে যাচ্চে—পদ্মপাতাও শুকিয়ে মড়্‌মড়ে হোয়ে গ্যালো।

শ্রীমতী। মৃত্যু আসন্ন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি—মরণকালে যা' বোলে যাই, তা' কোরিস সখি! আমার দেহ নষ্ট কোরোনা—শ্যামের আগমন প্রতীক্ষা কোরে শ্যামরুচি তমালদেহে আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো—যদি কখনো শ্যাম ব্রজ স্মরণ কোরে' আসেন, তাঁর শ্রীচরণের সমীরণবাহি রজঃকণাস্পর্শে, এ দগ্ধ দেহ, শীতল হবে—হয় তো আবার জীবনও দেহে ফিরে আস্‌তে পারে!

গীত।

(কীর্ত্তন)

এবার আমার মরণ নিশ্চয় গো—
মরণকালে, যা' ব'লে যাই
তাই করিস্ গো—
আমার কথা রাখিস্ গো। ধ্রু।

দেহ অনলে না দাহবি,
জলে নাহি ডারবি।
(আমার শ্যাম-বিলাসের নবীন দেহ—:
আর জ্বালার উপর জ্বালাস নে মা—
একে শ্যামবিরহের পোড়া তনু,
আর পোড়ার উপর পোড়াস্ নে মা—
আর জলে নাহি ডারবি,
আর জ্বলা প্রাণ্ কি শীতল হ'বে ?—)
হামারি তুহুঁ বাহু ধরি, সুদৃঢ় করি বাঁধবি,
শ্যামরুচি-তমাল-তরু-ডালে, রে সখি।
(দেহ পথ চে'য়ে ব'সে রবে,—)
প্রতিদিবস সবহুঁ মেলি, অবশি আসি দেখবি,
উঠিয়ে অতি উসাকালে, রে সখি।
(দেখিস যেন ভুলিস্ নে মা—)
যদি ব্রজে কভু আসেন মাধব,
দেখা'য়ো তমালে বাঁধা রাধার শব,
বঁধুর শ্রীপদ-পবন পরশে,
যদি পুনঃ দেহে জীবন আসে,
সেই ভরসায়,　　বাঁধিয়ে আমায়,
রাখিও তমাল-গায়।
সে শীতল সমীর,　　পরশে আমার,
জুড়াবে তাপিত কায়।
(দেহ জীবন পাবে, জুড়াইবে,—সে পরশরসে—)

ললিতা। প্যারি, আম্‌রাও আর স্থির থাক্‌তে পাচ্চিনে ; যত ভাব্‌চি বুক বেঁধে সকল কষ্ট সো'য়ে স্থির থা্কবো, ততই প্রাণের ভেতর হাহাকার কোরে' কেঁদে উঠ্‌চে। তোমার অবস্থা দেখে আমরাও গতিশক্তিহীন হো'য়ে পোড়েচি। এ্যাখন্ কি করা যে কর্ত্তব্য, তা'ও আর বুদ্ধিতে আস্‌চে না। তুমি যে আমাদের এ্যামন্ কোরে' পথে বোসিয়ে যা'বে, তা' আম্‌রা এ্যাক্ দিনও স্বপ্নেও ভাবি নি!—তোমার চরণ ছাড়া যে আম্‌রা কিছুই জানি নে! প্রাণময়ি! আমাদের কোথা রেখে যাও—তোমা-বিহনে আমরা কি কোরে' প্রাণ ধারণ কোর্‌বো ?

বৃন্দা। হায়! সুখময় বৃন্দাবনের যে এই পরিণাম দেখ্‌তে হবে, তা'তো কল্পনাও কখন কোরি নি! ব্রজভূমি কি শ্মশান হবে! কি দোষে বিধাতার এ অভিসম্পাৎ! হায় বিধি! তুমি শিশু হো'তেও শিশু, বালক হো'তেও চপল! বালকে কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, কত পরিপাটী কোরে' খ্যালার ঘর করে, আবার তখনি ভেঙে চুরে ফেলে দ্যায়—এও যে তোমার তাই হোলো। ক্যানো এ ব্রজের মাঝে প্রেম-মন্দাকিনী ছুটিয়েছিলে ? এ জীবন কৃতার্থ না হো'তে, তৃপ্ত না হো'তে মরুভূমিতে পরিণত কোল্লে! এ্যাখন আমরা যাই কোথা —দাঁড়াই কোথা ? দাঁড়াবার যে গাছতলাও নেই।

শ্রীমতী। বৃন্দে, আর দুঃখ কোল্লে কি হ'বে ? বিধাতার যা ইচ্ছা তাই হোলো। ললিতে! কাঁদিস্‌নে, এ্যাখন যা' বোল্‌লাম্ তা' মনে রাখিস্, ভুলিস্‌নে। ছি, তোমরা যদি এ্যামন্ অধীর হ'বে, তবে মোরে'ও যে আমি শান্তি পা'বো না। তোম্‌রা চুপ্ কোরে রোইলে ক্যানো ? মরণকালে আমার কাণে শ্যামের নাম শোনাও। দ্যাখা না পাই, নাম শুনে যাই! হা কানাই! এ্যাক্‌বার দ্যাখা দাও!

মরণকালে এ্যাক্‌বার দেখে যাও! মরণকালেও কি শ্রীচরণ দেখ্‌তে পা'বো না! শীতলচরণস্পর্শে এ বক্ষঃ শীতল কোর্‌বে না? কেবল জ্বলন্ত বহ্নি, তুষানল আর দাবদাহ বক্ষেঃ কোরে যেতে হোলো! কিঙ্করী অশেষ অপরাধে তোমার চরণে অপরাধিনী—সে অপরাধের কি মার্জ্জনা নেই? প্রাণেশ্বর! মরণকালে এ্যাক্‌বার শীতল পাদপদ্ম বক্ষেঃ স্থাপন কর,—মর্‌বার সময় একটু শীতল হো'য়ে মোরি। প্রাণেশ্বর! দাসী চিরদিনের জন্যে, তোমার চরণ হো'তে বিদায় হোলো!

গীত।

প্রাণেশ্বর, দাও হে দাসীরে চিরবিদায়!
আশা পূরিল না,
সাধ মিটিল না,
মরণকালে আর ত দেখা হ'ল না।
পেলাম না,
জুড়াতে পেলাম না,
ও চরণ রাখি এ হিয়ায়।
এসে বৃন্দাবনে,
আমার অদর্শনে,
দুখ কোরো না,
কাতর হ'য়ো না—
সাধ কোরে চরণহারা হোলাম না।
দেহ রইতে নারে আর,
এ দুখ সোইতে নারে আর,
তাই ও চরণহারা হো'য়ে, জনমের মত যাই!

দেখা দিয়ে বাপ মায়,

ফিরে যেয়ো মথুরায়,

দাসীর কথা মনে তুলো না।

অভাগিনীর তরে,

দুখ পেয়ো না অন্তরে,

সেথা আন্ কাজের মাঝে, ভুলে থেকো আমায়।

বৃন্দা। প্যারি, চল তোমায় বক্ষেঃ কোরে' কুঞ্জে নিয়ে যাই। এ্যামন্ কোরে' নিরাশ্রয়ে তোমাকে রেখে যে প্রাণ আরো বিদীর্ণ হোচ্চে!

শ্রীমতী। তবে চল।

বৃন্দা। এস। (শ্রীমতীকে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন।)

শ্রীমতী। ও কী, বৃন্দে?

বৃন্দা। ঐ, তোমার মাধবীতল; মাধব তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঐখানে বোসে, তোমার নাম ধোরে' বাঁশী বাজা'তেন।

শ্রীমতী। এই সেই মাধবী?—বৃন্দে, আমাকে এখানে এ্যাক্‌বার নামিয়ে দাও; আমি ভাল কোরে' জন্মের মত এ্যাক্‌বার শ্যাম-সুন্দরের প্রিয়স্থান দর্শন কোরি।

বৃন্দা। (শ্রীমতীকে অঙ্ক হইতে নামাইয়া) তবে দাঁড়িয়ে দ্যাখো।

শ্রীমতী। (কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া)

গীত।

(কীর্ত্তন।)

"এই না মাধবীতলে, পিয়া মোর, মোর লাগি,

যোগী যেন সতত ধেয়ায়!

সে মাধবী আছে—আমার মাধব কই!"

[মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।

সকলে। একি সর্ব্বনাশ হোলো!

বৃন্দা।— গীত।

"হা দেব গোপেশ্বর! কি দোষ এ গোপীকার,
গঙ্গাজলে বিল্বদলে পূজে' হর হ'ল বা কি!
একি সর্ব্বনাশ সখি, একি সর্ব্বনাশ দেখি!
হারায়েছি শ্যামচাঁদে, হারাই আবার বিধুমুখী।"

(সুরে)

"তুই কি প্রেমের হাট্ ভাঙ্‌লি, রাই!—
তুই কি ব্রজে বাস উঠা'লি রাই!
এ্যাক্‌বার নয়ন মেলে চেয়ে গ্যাখো, রাই!—
আমাদের যে আর কেউ নেই, রাই!"

[সকলের ক্রন্দন।

বৃন্দা। আর দেখ্‌চো কি!—কাণের কাছে নাম শোণাও!

গীত।

"যদি বাঁচাবি রাধার প্রাণ!
সবাই মিলে কর্ণমূলে শুনাও শ্যাম নাম।
শ্যামা সখি শুন শুন, শ্যামবর্ণের ফুল আন,
শ্যামালতায় গেঁথে মালা
কর কণ্ঠে দান।
শুন শুন সহচরি, যাও সবে ত্বরা করি,
আন শ্যামকুণ্ডের বারি
কর শ্রীঅঙ্গে প্রদান।"

[ইন্দুরেখা ও তুঙ্গবিদ্যার প্রস্থান।

অন্য সখিগণ। (স্বর করিয়া শ্রীমতীর কর্ণে নাম কথন)

"হা রাধানাথ! হা ব্রজনাথ!
হা গোপীবল্লভ!"

বৃন্দা। অতিশয় দুর্ব্বল শরীর—বোধ হয় দাঁত লেগেছে। আগে দাঁতকপাটী ভাঙ্‌বার চেষ্টা কর, বিশাখা যা', আঁচল ভিজিয়ে জল নিয়ে এসে মুখে চোকে দে।

[বিশাখার প্রস্থান।

বৃন্দা। এ্যাখনো তো সংজ্ঞার লক্ষণ কিছু দেখ্‌চি নে—এ্যাখন্ উপায কি করি। পৌর্ণমাসী দেবীকে এ্যাক্‌বার সংবাদ দিতে পা'ল্লে হোতো।

বিশাখার প্রবেশ।

বৃন্দা। দাও, মুখে চোকে জলের ঝাপটা দাও।

ইন্দুরেখা ও তুঙ্গবিদ্যার পুনঃ প্রবেশ।

ইন্দু। এই শ্যামকুণ্ডের জল এনেছি; শ্যামালতায় শ্যামবর্ণের ফুল গেঁথেও এ্যাকছড়া এনেছি।

বৃন্দা। মালা গলায় পোরিয়ে দাও—আর শ্যামকুণ্ডের জল গা'য়ে ছিটিয়ে দাও। তুঙ্গ, তুমি শীগ্‌গির কিছু নীলপদ্ম আর পদ্মের পাতা নিয়ে এস। চিত্রে, তুমি দেবী পৌর্ণমাসীকে ত্বরায় শ্রীমতীর অবস্থার কথা জ্ঞাপন কোরে' এস।

[তুঙ্গবিদ্যা ও চিত্রার প্রস্থান।

বৃন্দা। ললিতে, এ্যাকবার হাতটা টিপে ত্থাখো;—নাড়ীর অবস্থা ক্যামন?

ললিতা। (নাড়ী দেখিয়া) অতি ক্ষীণ, সময়ে সময়ে বোঝাও যাচ্চে না।

বৃন্দা। বিশাখা, তুমি মৃদুস্বরে কাণের কাছে নাম কর; এ্যাক্ নিমেষ নাম ত্যাগ না হয়।

ললিতা। নাড়ী ক্রমে স্ক্ষ্মতর হো'যে আস্চে—নিশ্বাস প্রশ্বাসেরও তো আর শব্দ নাই;—ওগো কি হোলো গো!

[রোদন।

বৃন্দা। কেঁদো না, এ্যাখন অধীর হবার সময় নয়। আচ্ছা, নাকের কাছে তুলো ধো'রে দ্যাখো দেখি।

[ললিতার তথাকরণ।

বৃন্দা। একটু য্যানো হেল্চে না? ভয় কি?—এ্যাখনো আশা আছে। মনে জোর কর, বুক বেঁধে শেষ পর্য্যন্ত ত্থাখা চাই। আমি ছুটে মথুরায় যাই, এ্যাখনো শ্যামকে উপস্থিত কোর্ত্তে পাল্লে প্রাণ রক্ষা হবে। দেবী পৌর্ণমাসীও এখনি এসে পোড়্বেন; তিনি এলে অবশ্যই এ্যাক্টা কিছু উপায় হবে। ততক্ষণ তোম্রা প্রাণপ্যারীকে তুলসীর তলে নিয়ে গিয়ে পদ্মপত্রশয্যায় শয়ন কোরিয়ে সর্ব্বাঙ্গে নীলপদ্ম ঢেকে দাও—আর অবিরত কাণের কাছে নাম শোনাও। আমি যা'বো আর শ্যামকে নিয়ে ব্রজে ফিরে আস্বো—ততক্ষণ যে কোন প্রকারে হো'ক্ প্যারীর প্রাণ যাতে রক্ষা হয়, তাই কোরো; কেউ নিশ্চিন্ত হো'যে থেকো না। নাম পরম ঔষধ—মুহূর্ত্তের জন্যে নামে বিরতি না ঘটে!

গীত।

"যতন করিয়ে রেখো, তুলসী তরুর মূলে।
কমলিনীর কোমল অঙ্গ, ঢেকো নীলকমল ফুলে।
দেখো দেখো রেখো কথা, যেন যেয়ো না ভুলে,
চাঁদবদনীর বদনখানি, এক একবার দেখো তুলে।"

[প্রস্থান।

[প্যারীকে অঙ্কে লইয়া সখিগণের প্রস্থান।]



তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।



মথুরার রাজপথ।

(বৃন্দাদেবীর প্রবেশ।)

বৃন্দা। নির্ব্বিঘ্নে তো মথুরায় এসে পৌঁছিলাম, এ্যাখন শ্যামের দ্যাখা পেলেই সকল শ্রমের সার্থক হয়। বেরুতেই একটি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দর্শন হো'লো; তারপর পথেও অনেক শুভ নিদর্শন দেখে দেখে এলাম—পূর্ণকুম্ভ, গো-বৎস, বামে শিবা, মাথায় উপর শঙ্করী, যমুনা পার হবার সময় মৎস্যকুলের জলক্রীড়া, সকলি তো শুভ সূচনা কোচ্চে—আবার কুম্ভকক্ষে মথুরা-নাগরীরাও গান গাইতে গাইতে এ দিকে আস্‌চেন। মথুরাবাসিনীদের কি আনন্দ! হবে না ক্যানো? ব্রজের নিত্য-উৎসব আজ মথুরায় এসে উপস্থিত। ব্রজ নিরানন্দ—মথুরাবাসিনীদের আনন্দ আর ধরে না।

মথুরানাগরিগণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।

(নৃত্য ও গীত।)

সকলে। মধুর—মধুর বহিছে সাঁঝের বা'।

ঝনকি ঝনকি, ঠমকি ঠমকি

চোলেছি যমুনা।

সে তরঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে,
ভাসিয়ে দিব গা।

প্রথম যূথ। চল্‌লো চল্ দিন্ যে গেল,
বেলার পানে চা'।
কোন্ গরবে মত্ত এত
হ'লি দিশে হারা ?
জল ভ'রে নে' ফির্‌বি কবে,
চলে না কি পা ?

দ্বিতীয় যূথ। কিসে এত, দিশেহারা,
বুঝবি কি লো সই ?
প্রাণের কথা, বুঝিস্ যদি,
প্রাণের কথা কই।
পেয়েছি মনের মতন, অমূল রতন,
পুরুষ—পরশ-মণি।
তার আঁখির পাশে, লুকিয়ে বাসে,
অতুল সুধার খনি।
সে হাসির মূলে, বিকিয়ে যাবি,
ফুট্‌বে না আর রা !
দেখ্‌বি যদি, আঁখি ভ'রে,
কংসপুরে যা' !

সকলে মধুর—মধুর বহিছে—ইত্যাদি।

বৃন্দা। ওগো বাছারা, আমার এ্যাকটা উপকার কোত্তে পার ?

১ম না। কি গা, তোমার কি হোয়েচে ? তুমি কোথা থেকে আস্‌চো গা ?

বৃন্দা। ওগো, আমি বড় দুঃখিনী, নয়নমণি হারা হো'য়ে, দ্বারে দ্বারে ফির্‌চি। রাজবাড়ীর পথটা আমাকে দেখিয়ে দাও; আমি রাজার সঙ্গে এ্যাক্‌বার সাক্ষাৎ কোর্‌বো।

২য় না। বেশ্, এ দিকে বোল্‌ছো তো বড় দুঃখিনী, কিন্তু দুঃখিনীর সাহস তো কম নয় দেখ্‌চি। তুমি কোন্ দেশের মেয়ে মানুষ গা?—নয়নমণি খুঁজতে বার হোয়েছ, সঙ্গে পুরুষ মানুষ নেই, হাম্-মস্ত হো'য়ে বেরিয়েছ!

বৃন্দা। ওগো পরের দুঃখ কি পরে বুঝে; যার দুঃখ সেই জানে!—বড় ব্যাকুল হো'য়েই ছুটে এসেছি।

৩য় না। বলি, এ্যাকজন পুরুষমানুষ পাঠা'তে পা'ত্তে না? বাছা, রাগ না কর তো বলি—তোমাদের দেশে কি পুরুষ মানুষ নেই?

বৃন্দা। নেই বোল্লেই হয়। একটি ছিল তাও প্রবাসে; কাজেই আপ্‌নি ছুটে বার্ হোয়েছি। প্রাণের দায়ে ছুঠে এসেছি।

চতুর্থ না। কার খোঁজে বার্ হোয়েছ, শুনি?

বৃন্দা। আমরা ব্রজবাসিনী, ব্রজরাজ নন্দমহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র এই মথুরায় আগমন কোরে, কংসধ্বংস কোরে' মথুরার রাজা হোয়েছেন—আমি তাঁরি সন্ধানে এসেছি।

৫ম না। নন্দমহারাজের পুত্র আবার কে?—আমরা তো তা কখনো শুনিনি। আমরা জানি বসু-দৈবকী-পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংস নিধন কোরে' মথুরার রাজা হো'য়েছেন!

বৃন্দা। ও গো সেই গো সেই! আমি তাঁরি অন্বেষণে এসেছি।

ষষ্ঠ-না। তোমাদের রাজার রাজসভা বুঝি কেবল মেয়ে মানুষের তড়া—পুরুষ বুঝি তোমাদের দেশে মেলে না?

বৃন্দা। বাছা, আমি রাজার অগোচরে এসেছি।

১ম-না। তোমার খুব বুকের পাটা, বাছা! রাজ-দরবারে যাবে, কাছা-কোঁচা এঁটে দাও—এ সাজে মানাচ্চে না।

বৃন্দা। বাছা, তোমাদের গরবের দিন এসেছে, গরব কোরে' যা' বোল্‌তে পার বোলে' নাও। আমাদেরও এ্যামন এ্যাকদিন ছিল, ভাগ্যদোষে সে দিন হারিয়ে, এ্যাখন পথে পথে কেঁদে ব্যাড়াচ্চি। বাছা, বাদানুবাদের সময় নেই, রাজবাড়ীর পথটা দেখিয়ে দাও, চোলে' যাই।

২য়-না। যাবে যাও, মানা কোচ্চিনে, কিন্তু সে যে বড় কঠিন ঠাঁই। "সপ্তম দ্বার, পার হরি বৈঠত,

তাঁহা কাঁহা যাওয়বি, নারি!"

বৃন্দা। বাছা, সপ্তম দ্বারই পার হোক্, আর ঊনপঞ্চাশ দ্বারই পার হোক্, এ্যাক্‌বার রাজবাড়ীর সন্ধান পেলে হয়, তার পর সে ব্যবস্থা হাতে আছে।

৩য়-না। তবু যদি বয়েসের জোর থাক্‌তো,—এতেই এ্যাতো!

বৃন্দা। আমরা কৃষ্ণমোহিনী ব্রজসুন্দরী রাধারাণীর দাসী, তাই এ্যাতো সাহস, এ্যাতো জোর—নইলে আমার আর জোর কিসের, বাছা!

৪র্থ না। বেশ্, বেশ, যাও; রাজকুমারকে বেঁধে নিয়ে যেয়ো—তোমার যে বল-বিক্রম—আশ্চর্য্য নয়!

বৃন্দা। বাছা বোলে কষ্ট পেতে হ'বে না—সেই চেষ্টাতেই আসা

৫ম-না। ভালই ত, চেষ্টার ত্রুটি কোর্‌বে ক্যানো? এই রাস্তা ধোরে' যাও, খানিক দূর গেলে, ধ্বজ-পতাকাময় খুব বড়

অট্টালিকা দেখতে পাবে—সশস্ত্র শান্ত্রী পাহারা দিচ্চে—সেই রাজ-বাড়ী; তোমাদের ব্রজের কুঁড়েঘরও নয়—ঝুপ্‌ড়িও নয়, একটু বুঝে সুঝে যেয়ো।

বৃন্দা। তা বোল্‌তে হবে না। আমার বড় তাড়াতাড়ি, নইলে দাঁড়িয়ে দু'টো কথা কইতাম্। মনে কিছু কোরো না, বাছা, তবে এখন বিদায় হোলেম্।

[প্রস্থান।

৬ষ্ঠ-না। মাগী আস্ত পাগল, দস্তভরে হন্ হন্ কোরে' চোলেছে ত্যাখো!

১ম-না। পাগল হ'লে দু' কল্‌সী জল মাথায় ঢেলে দিয়ে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি কোরে দেখ্‌লে হোতো। পাগল নয়—মাথা গোল, অহঙ্কারে মটমট,—কিসের অহঙ্কার, কে জানে না? দেমাকে পথ দেখ্‌তে পাচ্চে না!

২য়-না। চল্ ভাই, ক্রমে যে সন্ধ্যা হো'য়ে এলো, জল নিয়ে ফিরে যাবি কখন্?

১ম-না। আর ভাই, দেখে শুনে কাট্ হোয়ে গিয়েছি। আর বাক্ সরে না, পা'ও চলে না। কুঁজীরও মরণ নেই, আমাদের সেই রসিক মানুষটিরও রস ছড়া'বার জায়গা নেই। কুঁজী তোরেছে শুনেছে বুঝি, তাই বুড়ো মাগীও হান্‌ফান্ কোরে' ছুটে বার্ হোয়েচে। বুড়ীর রস তো কম নয়, যেন হাম্‌লে ব্যাড়াচ্চে!

সকলে।　　(নৃত্য ও গীত।)

গীত।

জল ভ'র্‌তে যাবে' কি, সই,
পা চলে না আর!
অবাক্ হো'লাম, হেসে মো'লাম
ব্যাভার দেখে তার!
কাণা কুঁজো, খোঁড়া বুঁচো,
সবাই ভ'রে যায়!
আবার, বুড়ো হাব্‌ড়া, আসে ছুটে'
রসের পিয়াসায়!
আমরা, লাজে মরি, চাইতে নারি,
চলা হোলো ভার!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।



তোরণ-দ্বার।

জমাদার ও প্রহরিগণ।

প্রহরিগণ। (চতুর্দ্দার হইতে জয়ধ্বনি) জয়, মহারাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদেব কি জয়।

(দুইজন প্রহরীর পরিক্রমণ)

জমাদার। (সিদ্ধি ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে)

(গীত)

"দুনিয়া মে দেল নেহি লাগানা !
ইস্ জিন্দিগিকো কোনে ঠিকানা !
মেরো মেরো সব্ কোই বহে,
ঝুঁঠিকো নিশানা !
বাউরা বোলে মেরো, ঔর তেরো
বোলে সিয়ানা !
সাঁচো চল্না, সাঁচো ফির্না,
হর্ঘড়ি সাঁচো কহেনা !
যো কুচ্ হায়, সো তুহুঁ হায়,
তেরি লিয়ে দেল্ দেওয়ানা !"

প্র-প্রহরী। কেয়া তারীফ্, কেয়া তারিফ্, এ্যায়সা গজল্ কোই আওরাৎ কো মু'সে নিক্লেগা নেহি। জমাদারজীকো কেয়া মিঠা আওয়াজ। এক্দম্ জীউ মস্ত্ হো গেয়া।

জমা। আরে ভেইয়া, সব কুছ্ দিন্ দুনিয়াকা মালেক্‌কো মরজি—কিসিকো কুছ্ তাকৎ নেহি। আও ভেইয়া, জেরা মৌজ করে;—থোড়া থোড়ি ঠাণ্ডাই পি লেও।

প্র, প্র। আচ্ছি বাত্—আও ভেইয়া, মটরু।

(সকলের ঠাণ্ডাই পান)

দ্বি, প্র। বহুৎ খোভ্—কিয়ে মজেদার বনি হুয়ি—তবিয়ৎ খোস্ হো গেয়া—ময় লোটেভর পি লিয়া।

জমা। তোম্ লোগ্ আচ্ছি কর্ হুঁসিয়ারিসে রহো। পাঁও পাঁও দুস্‌মন্ ফিরতে হেঁ,—ময় আতে হুঁ।

"ঠাণ্ডাই পি'কে জঙ্গল্ যাওয়ে,
উস্‌কা কৌড়ি বৈদ্ না পাওয়ে।"

বহুৎ হুসিয়ার—বহুৎ হুঁসিয়ার!

প্র, প্র। জমাদারজী, যব্ হাঁতপর হাতিয়ার রহে তব্ দুস্‌মন্ কেয়া, দুনিয়াকো থোড়াই সমঝ্‌তে হেঁ।

জমা। বাহবা! বাহবা! জিতা রহো ভেইয়া।

[লোটা হস্তে প্রস্থান।

দ্বি, প্র। আরে ভেইয়া, জমাদারজী তো চল্ দিয়া। বাড় আচ্ছি বখত্ মিল্ গেয়া—হাম লোক্‌ভি জেরা মৌজ্ করলে। ভেইয়া দো' এক বুঁদ ফরমাইয়ে।

প্র, প্র। আচ্ছি বাৎ, ইস্‌মে কেয়া হরজ্।

উভয়ের নৃত্য ও গীত।

তীতর্ বোলে কীচক্‌চক্ বুল্‌বুল্ ছোড়ে তান।
গুন্‌গুন্, চুর্ চুর্ চুরে ছাতিয়া, কাঁহা মেরি জান্!
কোঁ-কোঁও-কোঁ-কোঁ, গাওয়ে শারঙ্গিয়া,
তা-থুন্‌থুন্—তা, বাজাওয়ে তবল্‌চিয়া,
রোই রোই গোঁয়াওয়ে এ দিনরাতিয়া,
বরিখ বীত গেই, কাঁহা মেরে সেঁইয়া?
লুঠ্‌ লে গেই তন্-মন্, যৌবন-ধন, কুল-মান্।

(পরিক্রমণ)

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। বাপ্ দ্বারি, এই কি কংসের রাজ-অট্টালিকা?

প্র, প্র। আরে মায়ি, তুম্ কাঁহাসে আতি হ্যায়্। আরে কন্‌স্ কোন্ হ্যায়, উয়ো তো ধ্বন্‌স্ হো গিয়া। আবি মহারাজ উগ্রসেনকো রাজ্—দরবারকো মালেক্ মহারাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-দেব রায়রাঁয়া।

বৃন্দা। আমি তাঁরই দর্শন্ আশায় এসেছি।

প্র, প্রহ। কেয়া—দর্শন? নেই—কিসিকো দর্শন্ মিল্‌তা নেহি। হাঁ, কভি কভি বাহারমে যব্ নিকল্‌তেঁ হেঁ, তব সব্ কোই দর্শন কর্‌নে সেক্‌তা হ্যায়্! হর্ বখৎ দর্শন্ মিল্‌তে নেহি।

বৃন্দা। তবে উপায়? আমার এ্যাক্‌বার দেখা না পেলেই নয়—আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রহ। আরে মায়ি, তোমারা মোকান্ কাঁহা হ্যায়?

বৃন্দা। বাবা, আমি বড় দুঃখিনী—আমার পরিচয় দিবার কিছু নেই।

প্র, প্রহ। আরে হিঁয়া দুখিনী ফুকিনী চলেগা নেহি। দুখিনীকো ওয়াস্তে ধরমশালা হ্যায়—হুঁই যাও।

বৃন্দা। বাবা, আমি যে আর চোল্‌তে পাচ্চি নে—আমি মৃতকল্প, চলৎশক্তিরহিত হোয়েচি।

প্র, প্রহ। আচ্ছি বাৎ—চল্‌নে নেহি সেকো, হিঁই পর বৈঠ যাও; অভি দহিচূড়া খেলায়ে দেতেহেঁ।

বৃন্দা। না বাবা, আমি সে প্রত্যাশায় আসি নি—আমি কেবল রাজদর্শনের ভিখারিণী।

দ্বি. প্রহ। তু' বড়ি গোঁয়ারিনী আছিস্, মায়ি; রাজাকো ঠাহরলে—পৈছান্‌লে, আঁখ্‌ তো হ্যায়! চেহারা—সুরৎ দেখ্‌কে মালুম হোতা নেই? আরে হামি রাজা—একদম্ রাজা—পুরা রাজা। ইয়ে হাত্‌সে কন্‌সকো গর্দ্দান লিয়া থা। (প্রথম প্রহরীকে নির্দ্দেশ করিয়া) আর ইয়ে হামার রাণী। কিয়ে হামার নসিব খারাব হইলো মায়ি, হামার রাণীর মোচ্‌ উঠ্‌লো—মোর দুস্‌কু হো'লো, মু এস্‌কো তেয়াগ্‌ দেলো,—দিই কি রো'তে রো'তে হামি এত্‌না দুবলা হোই গেলো, মায়ি।

প্র, প্র। উহার্ বাত্‌ নেহি শুনো মায়ি, ও ঝুঠি হ্যায়—বাউরা হ্যায়—পাগল আছে—পাগল আছে! রাজদর্শন বহৎ ভাগ্‌কা বাৎ—হোবে না মায়ি—হোবে না। ঝুট্‌মুঠ কাহে তক্‌লিফ্‌ কর্‌কে এত্‌না দূর্ আইলি মায়ি?

বৃন্দা। আমরা যে বড় অভাগিনী, আমাদের যে মুখের দিকে চাইতে কেউ নেই, বাপু। এখানে প্রাণত্যাগ কোত্তে হয়

কোর্‌বো—সেও ভাল—তবু রাজদর্শন না কোরে' এস্থান ত্যাগ কোর্‌বো না।

প্র, প্র। আরে মাযি, তু তো বড়ি মুস্কিল্‌মে ডাব্‌লো মায়ি—হামি কি কোর্‌বে, মাযি, বড়ি শকত্‌ কায়দা,—মোর্‌লে ভি দর্শন হোবে না মায়ি।

বৃন্দা। হা কানাই! আমি যে বড় আশায় এসেছিলাম, সত্যি কি দ্যাখা দেবে না? কোন্ মুখে ব্রজে ফিরে যাব! রাইয়ের কণ্ঠাগত প্রাণ দেখে এসেচি, তবে কি রাইয়ের ইহজন্মের সকল সাধ ফুরুলো,—শেষ আশাও পূর্ণ কোর্ত্তে পাবলাম না! কানাই, প্রাণ বড় ব্যাকুল হোয়েচে, একবার দ্যাখা দাও, তোমার দ্বারে এসে তোমার দ্যাখা পাবো না! কিশোরীর দোহাই, দ্যাখা দিয়ে ব্রজ-জনের প্রাণ বাঁচাও।

প্র-প্রহ। আরে মায়ি, তু ত বড়া গোল মাচালি মায়ি, তুহার ঘর কুথা মায়ি?

বৃন্দা। ব্রজ-বৃন্দাবনে আমাদের বাস।

প্র, প্রহ। বিন্দ্রাবন!—আহা! বিন্দ্রাবন কিয়ে আচ্ছি আস্থান; হামি এক দফে গিয়েছিল মায়ি,—কিয়ে শোভা! কিয়ে আনন্দধাম! হামার্ দেল্ একদম্ খোস্ হোই গেলো মায়ি,—হামি লৌটনে বখৎ রোতে লাগ্‌লো মায়ি।

বৃন্দা। বাপ্, ব্রজের কি আর সে সুখ-সৌভাগ্য, শোভা-সম্পদ আছে!—যাঁর সঙ্গে সে সকলের সম্বন্ধ ছিল, তিনি য্যামন ব্রজ পরিত্যাগ কোরে এসেচেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রজ-বৃন্দাবন শ্মশান হোয়েচে, কেবল হাহাকার রবে চারিদিক ছেয়ে গেছে!

গীত।

"আর কি ব্রজে ব্রজ আছে,
যার ব্রজ সে নাইরে দ্বারি!
শশী হীনে, নিশি যেমন,
কৃষ্ণ বিনে ব্রজপুরী।
গোপ-গোপী প্রভৃতি, সবাকার শবাকৃতি,
কৃষ্ণ বিনে, এ দুর্গতি—
কখন্ বাঁচি, কখন্ মরি!"

প্র, প্রহ। ব্রিজ্ মে ঔর কুছ্ নেহি মায়ি?

বৃন্দা। কিছু নাই, নন্দনবন মরুভূমি; আমাদেরও কাঙাল কোরে' এসেচেন।

প্র, প্রহ। কুছ্ নেহি, কাঙাল ভোই গেলি মায়ি? সোই লিয়ে, কুছ্ মাঙ্‌তে—যাচ্ করতে হামাদের রাজার সাথে দেখা করতে আইলি মায়ি, ইয়ে হামি এত্তে বখৎ সমঝ্‌লু।

বৃন্দা। না বাপ্, আমি সে ধনের কাঙালিনী নই, আমরা কৃষ্ণধনের কাঙালিনী, নীলরতন হারা হোয়েই তোমাদের দেশে ছুটে এসেচি।

গীত।

"কাঙালিনী নইরে মোরা, হারায়েছি নয়নতারা!
কৃষ্ণশোকে, মনের দুঃখে, দু'নয়নে বহে ধারা।
যে তোদের মথুরার রাজা,
রাইরাজার সে ছিল প্রজা,
এখন সে হোয়েছে রাজা,
ব্রজে, নাম ছিল তার মাখন-চোরা।

কিঞ্চিৎ নবনীর তরে,
ফির্‌ত গোপীর দ্বারে দ্বারে,
জামা যোড়া ছিল না রে,
চূড়া বাঁধা ধড়া পরা!
তোদের দেশের রাজা যিনি,
আমাদের নীলকান্তমণি,
কৃষ্ণশোকে পাগলিনী,
তাই আমাদের এমন ধারা!"

প্র, প্রহ। তুহার কথা হামি কুছু সমঝ্‌তে নারলু মায়ি। হামাদের রাজা তুহাদের রাজার পর্‌জা ছিলো, সে তুহাদের কাঙাল বনায়কে হিঁয়া ভাগ্‌কে চলা আইলো,—ইয়ে সব কিয়া গড়্‌বড়্‌ বাত্‌ মায়ি!—হাম্‌কো সাফ্‌ সাফ্‌ যো কুছ্‌ বোল্‌নে হোয়্‌ বোলো।

বৃন্দা। বাছা, আমাদের কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, সে সব তোমাদের রাজা নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দ্যাখা সাক্ষাৎ কোরে, একটা বোঝা পড়া কোর্ত্তে এসেছি।

প্র, প্রহ। অ্যায়সা বাৎ—ও'হি কহো! তা' ভেট্‌ তো হোবে না মায়ি, একঠো আর্‌জী দাখেল্‌ করো।

বৃন্দা। বাপ, আমরা আর্‌জী ফার্‌জীর ধার ধারিনে, আমাদের মুখই আর্‌জী, এ্যাকবার দ্যাখা করিয়ে দাও, তারপর যা' কোর্‌তে হয় কোর্‌বো।

প্র, প্রহ। আরে—এ-মট-রু!

দ্বি, প্রহ। হাঁ—ভেইয়া!

প্র, প্রহ। আরে, এ আউরাৎকি জুলুম দেখো ভেইয়া, মরদ্‌কো কান কাটু লেয়্‌।

দ্বি, প্রহ। আরে, কেয়া ঔরৎ—ঔরৎ বোল্‌তে হো, ইয়ে মরদ্‌কা নানা,—শোচ্‌নেকো বখৎ নেহি, চলো দেউড়ীকো ভিতর্ যায়্‌কে কেওয়াড়ী বন্ধ্ কর্ দে দেয়্। ইয়ে কভি ঔরৎ নেহি। (বৃন্দার প্রতি) আবে তুম্ জরাসন্ধ্‌কা চর্ হায়, এ রাজবুদ্ধিকা পাশ্ তেরা চাঁলাকি ঔর চলে গা নেহি!

প্র, প্রহ। মটরু, কেয়া তেরা বুদ্ধিকো তারিফ্!—বুজো মায়ি বৃজ বিন্দ্রাবন্ সে আয়ি, তু বোল্‌তা হায়, জরাসন্ধ্‌কা চর্! মায়ি, কুছ মনে না কর্‌বো মায়ি, এঠো আদমী নেহি, বয়েল্!

দ্বি, প্রহ। কেয়া—আদমী সমঝ্‌কে বাৎ বোলো, এত্‌নি গোস্তাকি আচ্ছি নেহি! আবি তুকো হাম্ বরতরফ্ কর্ দেঙ্গে।

প্র, প্রহ। শুনো মায়ি, বেতমিজ্‌কো বাৎ শুনো, ইয়ে বদ্‌বখৎকো লেকে জান্ হায়রান্ পরেশান্ হো যাতি হায়—(সহচরের প্রতি) ব্যস্ চুপ রহো, ফিন্ কোই বাৎ মুঁসে নিক্‌লেগা তো, দো দাণ্ডা কস্ দেঙ্গে, ইয়াদ্ রাখ্‌খো।

দ্বি, প্রহ। আরে মায়ি, তুম্ হামারা সাথ্ বাৎ বোলো, হামারা এলেম্ কুচ্ কম্‌তি নেহি।

প্র, প্রহ। কেয়া এলেমদার পণ্ডিতজী পঁহুছ গেয়া, তস্‌রীব লাইয়ে, আপকো মেজাজ্ সরিফ্—তবিয়াৎ খোস্—

বৃন্দা। বাবা, তোমরা পরস্পরে বিবাদ কোল্লে যে আমার অনর্থক সময় নষ্ট হয়, আমি বড় ব্যাকুল হো'য়ে এসেচি, যত শীঘ্র রাজ দর্শন হয়, ততই মঙ্গল।

প্র, প্রহ। আচ্ছা, মায়ি, তোমারা কোন্ কোন্ চিজ্ চোরী হো গেয়া এক্ একঠো কর্‌কে বাত্‌লাও, পহ্‌লে হাম্ শুন্ লেয়্, তব্ যো কুচ্ করনে হোয়, বাৎলায়েঙ্গে।

বৃন্দা। আমাদের একটী সুন্দর শুকপাখী ছিল, সেইটী এই রাজপুরের অন্তঃপুরে আবদ্ধ আছে,—সেইটী আমাদের প্রথম দরকার।

প্র, প্রহ। কেয়া, পচ্ছী—চিড়িয়া?

বৃন্দা। হাঁ বাপ।

গীত।

(কীর্ত্তন।)

"শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি,
ধরেছিনু নয়ন ফাঁদে,
হৃদি-পিঞ্জরে, রেখেছিলাম তারে,
প্রেম-শিকলে বেঁধে।
(তারে) লালিয়ে পালিয়ে, যতন করিয়ে,
শিখায়েছিলাম বুলি,
পড় পড় বলি,' দিতাম করতালী,
ডাকিত শ্রীরাধা বলি'।
(কেবল একটী বুলি ধরেছিল,
সেত অন্য বুলি শিখে নাই।)
কিছুদিন থাকিয়ে, শিকল কাটিয়ে,
উড়িয়ে এসেছে পাবে;
পরম্পরায় শুনি, কুব্জা নামে রাণী,
সে পাখী রেখেছে ধ'রে!"

প্র, প্রহ। মায়ি, ইনে চিড়িয়া কভি মিল্‌নে নেহি সেক্‌তা, তুম দোস্‌রা চিড়িয়া কো বন্দ্‌বস্ত্ করো। কোই রাজরাণী লে লিয়া তো ক্যায়সে মিলেগা, উসকি ভরুসা ছোড়্ দেও।

বৃন্দা। তবে উপায়!

প্রহ। আবি ঔর ইস্‌কা কুচ্‌ উপায় নেহি। ঔর কোন্ কোন্ চিজ্‌ গিয়া বাত্‌লাও।

বৃন্দা। আমাদের বহু ধন গেছে— (সুরে)

আমাদের রূপ এক ধন, সতীত্ব এক ধন,
পতিত্ব এক ধন, ধৃতি, স্মৃতি, বিবেক,
প্রাণ মন, জীবন যৌবন, কুল-শীল-মান,
সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে এসেছে বাপ!—

প্রহ। আরে, এত্‌না চিজ্‌ সব চোরী হো গেয়া, বড়ি তাজ্জব কি বাৎ! মায়ি, এত্‌না চিজ্‌ সব্‌ কোঠ্‌রীকা অন্দরমে রহা, না সব কুচ্‌ গাঁঠ্‌রী বাঁধ্‌কে রাস্তে পর ডার্ দিয়ে থে!

বৃন্দা। না বাবা, রাস্তায় ফেলি নি, আমরা অতি যত্ন কোরে', বড় সন্তর্পণে এ সকল অন্তঃপুরকক্ষে রেখে দিয়েছিলাম।

প্রহ। যো লে লিয়া, উস্‌কা ইয়ে সব্‌কো খবর মিল্ গেয়া ক্যায়্‌সে মায়ি? কোই চর্ পহ্‌লে সন্ধান দিয়া হোগা!

বৃন্দা। বংশী নামে তার একটী দূত ছিল, সেই সকল সন্ধান বোলে' ছায়।

প্রহ। হাঁ, আবি মায়ি, তোমরা বাৎ থোড়া কুচ্‌ হামারা সমজ্‌মে আতি হৈ। উয়ো শালে বনশী পহ্‌লে ঘর্‌মে ঘুষা থা মালুম হোতা!

বৃন্দা। হাঁ বাপ, সেই প্রথমে গৃহে প্রবেশ করে।

প্রহ। আচ্ছি বাৎ। তোমারা ঘরকো সব্‌ কুচ্‌ কেওয়াড়ী বন্ধ থ মায়ি!

বৃন্দা। সবই প্রায় বন্ধ ছিল, কেবল কর্ণরন্ধ্র বোলে' এক্‌টী ক্ষুদ্র গবাক্ষ খোলা ছিল!

প্রহ। কাহে? আরে মায়ি, তু বড়ি অসিয়ানী!

বৃন্দা। কি কোর্‌বো বাপ, সে গবাক্ষের কপাট নেই। কর্ণরন্ধ্র চিরদিন উন্মুক্তই থাকে,—এ্যামন্ ঘোট্‌বে কে জানে!

প্রহ। আচ্ছা, ঘর তো আঁধার ছিলো মায়ি, এতনা চিজ উস্‌কো ক্যায়সে মালুম্ হোইলো মায়ি!

বৃন্দা। অন্ধকারে নেবে ক্যানো? আলো জ্বেলেছিল বই কি—

(তুক্ক)

"সে যে প্রেমের অনল জ্বেলেছিল,
তাইতে দেখে শুনে লুঠে নিল।"

প্রহ। হা—হা—হা, দেখো মায়ি, হামারা ক্যায়্‌সা আন্দাজ! বন্‌শী শালে বহুৎ পাক্‌কা হুসিয়ার চোট্টা হ্যায়। হাম উস্‌কো পাকড়্ দেনে সেকে তো আলবৎ বহুৎ এনাম্ মিল সেক্‌তে হেঁ। আচ্ছা মায়ি, হামারা এক শক্ হোতা হ্যায়, উয়ো ছোটি গবাক্ষ্ দেকে এতনা চিজ্ কভি নিকল্‌নে সেক্‌তা নেহি—

বৃন্দা। না বাপ, তাও কি কখন হয়! বংশী গবাক্ষ দিয়ে প্রবেশ কোরে', মনোমন্দিরের দ্বারের অর্গল খুলে দিলে, সেই দ্বার দিয়ে আসল চোর প্রবেশ কোল্লে। সেই দ্বার দিয়েই আমাদের সর্ব্বস্ব গেছে।

প্রহ। হাঁ আবি ঠিক্ হুয়া। দোনোকোভি জবর্দ্দ সাজা হো যা'গা।

বৃন্দা। তবে বাপ, এইবার আমাকে রাজদর্শনের অধিকার দাও —আমরা সর্ব্বস্ব হারিয়ে' তোমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি।

প্রহ। আহা, তেরা বহৎ দুঃখ্‌ কষ্ট্‌ গেয়া মায়ি, তেরা মাফিক্‌ বদ্‌নসীব হামি কভি দেখা নেহি—তেরা কষ্টে হামারিভি বড়ি কষ্ট্‌ হোইলো মায়ি। আচ্ছা, কুচ্‌ চিন্তা নেহি, মহারাজাধিরাজ কো বহৎ দব্‌দবা, চোট্টা জল্‌দি পাকড়্‌ যায়েগা। সব কুচ্‌ চিজ্‌ বস্ত্‌ ফিন্‌ মিল্‌ যায়েগা। হাম্‌কো ইয়াদ্‌ রাখ্‌না মায়ি। (অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তর্জ্জনী আঘাত।)

বৃন্দা। বাবা, উপকারীকে কি কেউ কখনো ভুলে যায়! অবশ্য মনে থাক্‌বে বই কি!

প্রহ। তব্‌ দেখেঁ—হাম এক দফে কোসিস্‌ কর্‌ দেখেঁ—অব্‌ তেরা নসীব্‌।

বৃন্দা। তুমি একটীবার তাঁকে গিয়ে সংবাদ দাও যে ব্রজ-দূতী রাজাধিরাজকে অভিবাদন কোর্‌তে এসেচে। তার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হো'লে আমার যা বক্তব্য, বোল্‌বো। আচ্ছা বাপ দ্বারি, তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের যিনি নূতন দরবারের মালিক হোয়েচেন, তাঁর প্রকৃতি ক্যামন্‌, বিত্তাসাধ্যই বা ক্যামন? সুবিচার করেন তো?

প্রহ। বিচার বো'লে' বিচার, কন্‌সরাজ্‌মে এ'সা বিচার কভি হুয়া নেহি—তন্ন্‌ তন্ন্‌ বিচার! যেইসা এলেম্‌দার ঐসা মেহেরবান। গরীবকো মা বাপ, এমোন্‌ দয়া কিসিকো হোবে না মায়ি—কিসিকো হোবে না।

বৃন্দা। না বাপ, ওটী তোমার বাড়ানো কথা। তিনি কখনো—দয়ালও নন্‌, সুবিচারকও নন্‌।

প্রহ। (সাশ্চর্য্যে) কাহে মায়ি!

বৃন্দা।

গীত।

(তুরু)

"বিচার নাই—বিচার নাইরে, ওরে দ্বারি,
বিচার যদি থাক্‌বে, দ্বারি,
তবে কেন অবিচারে মোর্‌বে প্যারী!"

বিচার থাক্‌লে বাপ, আমাদের কি এ্যাতো কষ্ট থাক্‌তো, না এ দুর্গতি হো'তো?

প্রহ। ঔর মায়ি, এয়্‌সা দিন নেহি রহেগা। রাজদর্শন হোনেসে তোমারা নসীব এক্ দম্ উলট্ যায়ে গা।

বৃন্দা। তাই বল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, আমার যত কেশ তোমার তত পরমায়ু হোক্, তুমি পরম সুখে সুখী হও।

প্রহ। তব্ মায়ি, আবি তুম হিঁয়া খাড়া রহো, হাম্ মহারাজজীকো এত্তেলা দেকে জল্‌দি লৌট্‌কে আতে হেঁ। মহারাজজীকো মর্‌জী হোয়ে, দর্শন মিল যায়ে গা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।



রাজ প্রাসাদস্থ কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ আসীন। প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। (অভিবাদন পূর্ব্বক) পাঁও লাগে মহারাজ।

শ্রীকৃষ্ণ। কেয়া খবর রামসিং?

প্রতি। একঠো ঔরৎ মহারাজজীকো দর্শন করনে বহুৎ জীদ্ মাচায়া দিয়া হায়, উস্‌কি বহুৎ সমঝায়া তব্‌ভি শুন্‌তি নেহি—

শ্রীকৃষ্ণ। উয়ো কেয়া মাঙ্‌তি?

প্রতি। ঔর কুচ্ নেহি, সেরেফ মহারাজজীকো দর্শন।

শ্রীকৃ। আলবৎ উস্‌কি কুচ্ মতলব হ্যায়, কাহে দর্শন করনে মাঙ্‌তি

প্রহ। বোল্‌তি হ্যায়, উস্‌কি সব কুচ্ চিজ বস্তু্ চোরি গেয়া, ওহি বাৎ আপকো পাশ কহেঙ্গি। ঔরৎঠো বহুৎ গরীব লাচার মালুম হোতি।

শ্রীকৃষ্ণ। উস্‌কি সদর কোতোয়ালখানেমে ভেজ্ দেও, হিঁয়া কুচ্ কাম নেহি।

প্রহ। উয়ো বাৎকো হাম্ পহলে উস্‌কি সমঝ্ দিয়া থা—উয়ো চাহতি নেহি।

শ্রীকৃষ্ণ। হিঁয়া কুচ্ কাম্ নেহি, কোতোয়ালীমে যানে বোলো।

প্রহ। উয়ো বোল্‌তি হ্যায়, উস্‌কি কোই চিড়িয়া হাব্‌লীকা অন্দর ঘুষ্‌ গেয়া, উস্‌ লিয়ে মহারাজজীকো দর্শন কর্‌নে মাঙ্গ্‌তি।

শ্রীকৃষ্ণ। ইয়ে ছোটা বাৎকো লিযে কাহে হাম্‌কো দিক্‌ কর্‌নে আয়া! চিড়িয়া হোয়, আদ্‌মী হোয়, যো কুচ্‌ চিজ্‌ বস্তু হোয়্‌—হিঁয়া বোল্‌নেকো কুচ্‌ জরুরৎ নেহি হ্যায়—সদর কোতোয়াল্‌কো পাশ বোল্‌নে বোলো, উয়ো সব মাম্‌লা দেখ্‌ লেঙ্গে।

প্রহ। যো হুকুম মহারাজ।

[অভিবাদন ও প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।



তোরণ-দ্বার।

বৃন্দাদেবী ও প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। এ মায়ি, আরে তেরা নসীব বহুৎ খারাব দেখ্‌তে হেঁ। বহুৎ বোলা, কুচ্ কাম পর আয়া নেহি। মহারাজজীকো হুকুম তুম্‌কো কোতোয়ালীমে যানে হোগি। চল্ মায়ি, চল্।

বৃন্দা। বাপ, আমি রাজদর্শনের ভিখারিণী, আমার কোতোয়ালীতে কি প্রয়োজন? তুমি ফের্ যাও, বলো, ব্রজপুর থেকে বৃন্দাদূতী এসেচে, আপনার সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের কোনো গুরুতর প্রয়োজন আছে।

প্রহ। ঔর হামি যাবে না মায়ি, মহারাজজী নারাজ হো গেয়া, হামারা গর্দ্দান্ লেবে মায়ি?

বৃন্দা। বাপ, আমার নাম কোরে' এইবার বলগে, কখনো তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। তিনি বুঝতে পারেন নি, নাম কোল্লে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

প্রহ। হামি তো বড়ি মুস্‌কিলমে গির্‌লো মায়ি!—এভি ছোড়্‌তি নেহি, ওভি শুন্‌তে নেহি!—হামি কেয়া করে। দেখে, ফিন্ যায়।

[প্রস্থান।



পঞ্চম দৃশ্য।



রাজ প্রাসাদস্থ কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ আসীন। প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। (অভিবাদন পূর্ব্বক) পাঁও লাগে মহারাজ!

শ্রীকৃষ্ণ। ফিন্ কাহে, রামসিং?

প্র। উয়ো ঔরৎ তব্ ভি শুনতি নেহি।

শ্রীকৃষ্ণ। উয়ো কাঁহাসে আযি?

প্র। উয়ো বোল্‌তি হ্যায়, উয়ো বৃজ্‌কা বিন্দা দোতী, মহারাজজীকো সাথ্ কুচ্ গুপ্তগু হ্যায়, বহৎ জরুরী বাৎ, ঔর কিসিকো পাশ উয়ো বাৎ বোল্‌নেকো লায়েক্ নেহি হ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ। অ্যায়সা কুচ্ বাৎ হোয়, মন্ত্রণাগারমে চৌরোদ্ধরণিককো পাশ ভেজ্ দেও। উয়ো ঔরৎ কেয়া কহ্‌তি হ্যায়, আ'কে হাম্‌কো খবর দেও।

প্র। যো হুকুম মহারাজ।

[অভিবাদন ও প্রস্থান।



ষষ্ঠ দৃশ্য।



তোরণ-দ্বার।

বৃন্দাদেবী ও প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মায়ি, মহারাজজীকো হুকুম, ঐসা কুচ জরুরী বাৎ হোয়, তো মন্ত্রণাগারমে জানে হোগি।

বৃন্দা। না বাপু, আমি সে সব কিছু পার্‌বো না, আমার যা কিছু বলবার আছে, আমি তোমাদের মহারাজজীকেই বোল্‌বো।

প্রহ। তব্‌ মায়ি, হাম্‌কো দেকে ঔর কুচ্‌ হোবে না। হাম্‌ থক্‌ গেয়া।

বৃন্দা। যাও বাপ, আর এ্যাক্‌বার যাও—আমারও এই শেষ অনুরোধ। এইবার গিয়ে বল, বৃন্দাবন থেকে শ্রীমতীর সহচরী এসে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা কোচ্চে, এতেও যদি তিনি সাক্ষাৎ কোর্ত্তে না চান, জান্‌বো, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, আমাদের কপাল ভেঙেচে। যমুনার জলে দেহ রাখ্‌বো—আর ব্রজে ফিরে যা'ব না। যাও বাপ, আর এ্যাক্‌বার যাও, আমার শেষ অনুরোধটি রক্ষা কর।

প্রহ। (স্বগত) মহারাজজীভি খবর দেনে বোলে থেঁ, ইয়েভি ছোড়তি নেহি, যায়—ফিন্‌ যায়।

[প্রস্থান।



সপ্তম দৃশ্য।



প্রাসাদস্থ কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ আসীন।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। (অভিবাদন পূর্ব্বক) পাঁও লাগে মহারাজ!

শ্রীকৃষ্ণ। আভি কেয়া খবর!

প্রহ। উয়োতো কিসিকো পাশ যায়েগি নেহি, সেরেফ মহারাজজীকো দর্শন মাঙ্গ্‌তি। উয়ো বোলতি হৈঁ উয়ো শ্রীমতীকা সহচরী বৃজ্‌সে আয়ি, দর্শন নেহি মিলে যমুনাজীমে তন্‌ ডার দেঙ্গি।

শ্রীকৃষ্ণ। কেয়া—শ্রীমতীকা সহচরী ব্রজসে আয়ি! (উঠিয়া) জল্‌দি যাও, জল্‌দি যাও, উন্‌কি পাঁও পাকড়্‌কে হিঁয়া লে আও—বেচারীকো বহুৎ তক্‌লিফ্‌ মিলি হোগি। যাও, আভি লে আও।

প্রহ। যো হুকুম মহারাজ!

[অভিবাদন ও প্রস্থান।



অষ্টম দৃশ্য।



তোরণ দ্বার।

বৃন্দাদেবী ও প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। আরে মায়ি, চল্, চল্, মহারাজজীকো হুকুম আভি তুমকো হাজির করনে হোগি। (চরণ ধরিতে অগ্রসর)

বৃন্দা। ওকি কর বাপ, পা টানাটানি ক্যানো—চল' আমি যাচ্চি।

প্রহ। নেহি মায়ি, এয়সি চল্‌নে নেহি দেগি, মহারাজজীকো হুকুম, তোমারা পাঁও পাকড়কে লে যানে হোগা।

বৃন্দা। আর "পাঁও পাকড়াবার" দরকার নেই—আমি আপনিই যাচ্চি। এ্যাখন গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্‌লে আর কি হবে? জয় বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারাণীকি জয়!

[উভয়ের প্রস্থান।



নবম দৃশ্য ।



প্রাসাদস্থ কক্ষ ।

শ্রীকৃষ্ণ আসীন ।

বৃন্দাদেবীর প্রবেশ !

বৃন্দা । মহারাজাধিরাজ, অভিবাদন গ্রহণ করুন । (অভিবাদন)

শ্রীকৃষ্ণ । কে তুমি কাঙালিনি, আমার সাক্ষাৎকারের জন্য তোমার এ্যাতো আগ্রহ ক্যানো ? কি অভিলাষ, ব্যক্ত কর ।

বৃন্দা । মহারাজ, আমাকে কি চিন্‌তে পাচ্চেন না ?

শ্রীকৃষ্ণ । (স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া)

(তুক)

"কাঙালিনি, তুমি কে ?
তোমায় চেন চেন চেন করি,
দেখেছি হে মথুরায় কি ব্রজপুরী ।"

বৃন্দা । ভাল কোরে' স্মরণ কোরে' দেখুন দেখি, স্মরণ হয় কি-না ?

শ্রীকৃষ্ণ । কোথায় দেখেচি—আমার ঠিক স্মরণ হোচ্চে না,—তোমার সঙ্গে কি আমার কথনো পরিচয় ছিল ?

বৃন্দা । বটে !

গীত।

"আর আমারে চিন্‌বে কেন, আছ সিংহাসনে চড়ি'।
করেতে রাজ-দণ্ড তোমার, ছেড়েছ রাখালে-ছড়ি।
মান দেখে যেতে ফিরে,
কাঁদিতে যমুনা তীরে,
আন্‌তাম গিয়ে করে ধ'রে'
(রাধার) চরণতলে রইতে পড়ি'।
কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জ বেড়া,
পরিতে রাখালে ধড়া,
(এখন) অঙ্গ যোড়া জামা-যোড়া,
মাথায় তোমার রাজ-পাগড়ী।
চূড়া বাঁধা কালা কানু,
মাঠেতে চরাতে ধেনু,
রাই ব'লে বাজাতে বেণু,
ধূলায় দিতে গড়াগড়ি।"

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নে, তুমি কা'কে নির্দ্দেশ কোরে' এ সকল বোল্‌ছ! জান তুমি কোথায় এসেছ, কার সঙ্গে কথা কোচ্ছ?

বৃন্দা। (সহাস্যে) জানি বই কি, জেনেই বোল্‌চি—

গীত।

(কীর্ত্তন)

তুমিই মোদের কালা, কালিন্দী কদমতলা
আলা ক'রে দাঁড়াতে শ্রীহরি!

শিরে শিখি চূড়া বাঁধি', চরণে চরণ ছাঁদি',
বাঁকা হ'য়ে বাজাতে বাঁশরী।
(সে কি ভুলে গেলে হে!)
হাসিতে, বাঁশীতে চোকে, ব্রজ-কুল বালা বুকে,
হেনেছ যে খরশান বাণ;
তুমি পার ভুলিবারে, তারা কি ভুলিতে পারে?
দিবানিশি আনচান্ প্রাণ!
(তাদের প্রাণ যে যায় হে!)
তুমি ভুলালে, মজালে, হাসালে, কাঁদালে,
করিলে বা কত রঙ্গ!
এখন মজায়ে, পলায়ে, এসেছ হেথায়
করা'যে সে রস ভঙ্গ।
তারা সরলা নিৰ্ম্মলা, গোপের বালা,
কুটিল, কপট নয়;
একি প্রেম-খেলা!— এযে ব্যাধ-ছলা,
নাহি কি স্ত্রীবধ ভয়!
(ওহে ও নিরদয়!)

শ্রীকৃষ্ণ। কে তুমি, কোথায় তোমার বাস?

বৃন্দা। আমি ব্রজের নিকুঞ্জবাসিনী গোপ-কন্যা, নিকুঞ্জ-বিহারীকে কুঞ্জে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেচি।

শ্রীকৃষ্ণ। গোপকন্যা, তোমার নিকুঞ্জ-বিহারীর সন্ধানে এখানে ক্যানো? আর আমার সঙ্গেই বা তার কি সম্বন্ধ? আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার অভিলাষ প্রকাশ কোরেছিলে ক্যানো? প্রলাপ

শোন্‌বার আমার সময় নেই, যথাযথ যা বল্‌বার সংক্ষেপে বল। তুমি সময়ের মূল্য জান না; গোপাঙ্গনার সঙ্গে বাদ-বিতণ্ডা করি, সে অবসর আমার নেই!

বৃন্দা। এ্যাখন সময়ের মূল্য বুঝেচ তা' দেখ্‌তে পাচ্চি,—তখন হেসে খেলে, কেঁদে সেধে, দিন গিয়েছে,—এ্যাখন তার সুদে আসলে আদায় কো'রে' নেবে বই কি। কিন্তু বৃথা কোন্‌টা?—প্রাণের খ্যালা না হানাহানি কাটাকাটি? আমার স্ত্রীবুদ্ধি, আমি কি কোরে' বুঝ্‌বো বল!

শ্রীকৃষ্ণ। তা' সত্য, তুমি পশুপালিকা গোপকন্যা, তোমার এ রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবেশ সম্ভবে না। রাজনীতির ভিতর জগতের পরম মঙ্গল নিহিত আছে, তা তুমি ক্যামন কো'রে বুঝ্‌বে? তোমার চোখে এ সকল হানাহানি কাটাকাটী মাত্র।

বৃন্দা। বেশ, রাজনীতিতে যদি প্রাণের পরম আকাঙ্ক্ষা মিটে, চিত্তের ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়, হৃদয়ে শান্তি-সুখ-আনন্দ পাও, রাজনীতি নিয়েই থাক্‌বে বই কি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাজনীতি ছাড়া, মানুষের প্রাণটার আকাঙ্ক্ষনীয়, স্পৃহনীয়, পরম কামনার বস্তু আর কি কিছু নেই?

শ্রীকৃষ্ণ। থাক্‌তে পারে, সেটা চিত্তবৃত্তি নিয়ে কথা; যাতে যার অভিরুচি। শিক্ষা ও সঙ্গপ্রভাবে প্রবৃত্তি গঠিত হয়।

বৃন্দা। রাজনীতির শিক্ষা আর রাজনৈতিকের সঙ্গ প্রভাবেই কি তোমার প্রবৃত্তি গঠিত হো'য়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণ। গোপকন্যা, স্থির হও, তোমার প্রগল্‌ভতা ক্রমে আমার অসহ্য হো'য়ে উঠ্‌চে। শিষ্টভাবে কথা কও। বোধ হয় তুমি বিস্মৃত হো'য়ে থাক্‌বে যে এ ধর্ম্মাধিকরণ।

বৃন্দা। না ধর্ম্মাধিকার, সে কথা ভুলিনি! আপনার মতো ভুল্‌তে জান্‌লে, আমাদের এ্যাতো কষ্ট থাক্‌তো না। যে পিতা-মাতাকে ভুল্‌তে পারে, যে আজন্ম-সহচর-সংচরীদের ভুলতে পারে, হৃদয়ের পরম আকর্ষণ চক্ষুঃর অন্তরাল হো'লেই ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে, পরের ভুল সংশোধন কোর্‌তে তার অণুমাত্র সংকোচ বোধ হো'চ্চে না, এতেই বড় আশ্চর্য্য হ'চ্চি!

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি ইঙ্গিতে কার প্রসঙ্গ তুল্‌চো. আমি বুঝতে পাচ্চিনে। তুমি যদি আমাকেই লক্ষ্য কোরে' থাক—তা হো'লে তুমি ভুল বুঝেছ। আমি পিতামাতা আত্মীয়গণ সহই এখানে আছি, কারো প্রতি আমার অনাদর নাই।

বৃন্দা। মহারাজ, ব্রজের কথাটা কি এ্যাকেবারে আপনার হৃদয় থেকে মুছে গেছে? ব্রজের লতাপাতা, গাছপালা, পশুপাখী, গোপ-গোপী সবই কি এ্যাকেবারে ভুল হো'য়ে গ্যালো, আর কি কিছুই স্মরণ হয় না?

শ্রীকৃষ্ণ। কি, ব্রজ?—হাঁ, আমি কিছুদিন ব্রজে বাস কোরে-ছিলাম বটে, তা' সে কথা আমি বিস্মৃত হব ক্যানো?

বৃন্দা। ভুল আর কা'কে বলে! তোমার কথা কি ব্যবহারে বোধ হয় য্যানো কখনো তোমার সঙ্গে কোনো পরিচয়ই ছিল না। তোমার এ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে অবাক্ হো'য়ে যাচ্চি।

শ্রীকৃষ্ণ। এ্যাকদিন ব্রজে বাসই না হয় কোরেছিলাম, তা' বোলে' তোমার মতো নগণ্য গোপাঙ্গনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাও থাক্‌তে পারে। আমি ব্রজে বাস কোরেছিলাম বোলে' ব্রজের আহীরিণীকে কি রাজ-সম্মান দিতে হবে? আহিরিণীর এ দাবী যে অধিকতর বিস্ময়কর!

বৃন্দা। গোপকুমার, এ্যাখন তুমি মথুরার রাজা, এ্যাখন আহীরিণীর এ দাবী তোমার বিস্ময়কর বোধ হবে বই কি? পশুপাল ছিলে নরপাল হো'য়েছ, রাসেশ্বর এ্যাখন রাজরাজেশ্বর, এ্যাখন তোমার মুখে সবই শোভা পাবে! এ্যাকদিন এই নগণ্য গোপাঙ্গনাই তোমার কাছে সুগণ্য হো'য়েছিল; এ্যাখন সে দিন গিয়েচে, দিন কিনেচো,—এ্যাখন এ কথা বোল্‌বে বই কি! হা শঠ, তোমার ব্যবহার তোমারই যোগ্য!

শ্রীকৃষ্ণ। গোপাঙ্গনা, সাবধান, তুমি রাজদণ্ডের ভয় কর না?

বৃন্দা। কে রাজা—তুমি? তুমি পাগ্‌ বেঁধেচো বোলে' কি তোমায় ভয় কোর্‌তে হবে?

গীত।

"রাজা হ'লে রাসবিহারী, দ্বারে কত শত দ্বারী—
ভেঙে দিব জারিজুরি, আমরাও রাজমহিষী রাজার নারী।
ভুলে থাক, কর মনে,
কি ক'রেছ নিধুবনে,
বসন-কোড়া হাতে ল'য়ে ক'রেছ কোটালিগিরি।"

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমার কথা শুনে অবাক হো'য়ে যাচ্চি। তুমি কোনো স্বপ্ন-রাজ্য থেকে আস্‌চো নাকি?

বৃন্দা। স্বপ্ন-রাজ্য থেকে নয়, স্বপ্ন ভাঙাতে আস্‌চি।

গীত।

(তুক)

"আর এক দিনের কথা কর দেখি মনে,
কি কথা না ব'লেছিলি নিকুঞ্জ কাননে!—

'বৃন্দাবন ছাড়ি' আমি কাঁহা না যাইব,
রাধার চরণতলে পড়িয়ে রহিব!'
তমালের পত্র পাড়ি' তাহাতে লিখিয়ে,
দিলি যে রাধার পা'য় কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে!
(সে কথা এখন কোথা বা গেল?
এত ভুল বল কিসে বা হ'ল?)"

শ্রীকৃষ্ণ। আহীরিনি, কতকগুলি মিথ্যা রটনা সংযোজন কোরে' আমাকে প্রতারিত কোর্‌তে এসেছ? এরূপ দুরভিসন্ধির যে গুরুতর দণ্ড, তা বোধ হয় তোমার অবগতি নাই।

বৃন্দা। কি, তোমার সঙ্গে প্রতারণা কোর্ত্তে এসেছি! প্রতারক আমি না তুমি? আপনার দিকে চেয়ে কথা বল। মথুরায় এসে শুন্‌লাম, তুমি পরম দয়াল বোলে প্রচারিত হো'য়েছ! হা ধূর্ত্ত বঞ্চক! হা হৃদয়হীন লম্পট! এই কি তোমার দয়ার পরিচয়?

গীত।

"লম্পট নিরদয়, হরি! দয়াময়—
বল, বলাও কোন্ গুণে?
নাম ধর দয়াময়, কথায় বটে, কার্জে-নয়;
দয়ার পরিচয়, দিলে হে কোথায়,
বল, যাই শুনে।
কেউ চন্দন দানে, ব'স্‌ল রাজসিংহাসনে,
কেউ প্রাণদানেও স্থান পেলে না চরণে!

হয় রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলি তোমারি কৃপায়—
হরি, যারে রাখ পায়. সে সকলি পায় ;
যারে না রাখ পা'য়, বিপদ ঘটাও হে পা'য়—পা'য়,
হাসি পায় হে, পা'য় ধরার দিন হ'লে মনে !"

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবাসিনি, তোমার কথা শুনে রাগ কোর্‌বো কি, হাসি আস্‌চে। তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হো'য়েছ। মূলেই ভুল কো'রেছ। তুমি যার সম্বন্ধে আমাকে উদ্দেশ কোরে' এ্যাতো শ্লেষবাক্য প্রয়োগ কোচ্চ—বস্তুত আমি কি সেই ?—ভাল কোরে' নিরীক্ষণ কোরে' ছাখো দেখি ! তোমার সঙ্গে যদি আমার কখনো পরিচয় থাক্‌তো, তা হো'লে আমার আর সে কথা স্মরণ হোতো না ?

বৃন্দা। রাধানাথ, হৃদয়হীনতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েচ, আর নয়, ক্ষান্ত হও। এই অল্পকালমধ্যে যে মানুষের এ্যামন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘোট্‌তে পারে, তা' আমার স্বপ্নের অগোচর। হায় পাষাণ, তুমি কি শিলা-শেল দিয়ে হৃদয় বেঁধেছ ! কোন্ প্রাণে ব্রজের কথা ভুলে গেলে ! যে রাধার মুখ মলিন দেখ্‌লে জগৎ অন্ধকার দেখ্‌তে ; যে রাধার ঈষৎ উপেক্ষায়, যমুনায় প্রাণবিসর্জ্জন কোর্ত্তে ধাবিত হো'তে —আজ কি তার মুখখানি এ্যাকবারও মনে উদয় হোচ্চে না ! তোমা-বিহনে সোণার পুতলী ধূলায় লুণ্ঠিত হোচ্চে, অহনিশ কেঁদে যাচ্চে, দেহে আর দেহ নেই, জীবন সংশয়—আর তুমি অনায়াসে রাজরাজেশ্বর হো'য়ে মথুরার সিংহাসনে আনন্দে বোসে' আছ ! হা বসন্তের কোকিল, সুখ-বসন্তে সুখের ভাগ নিতে খুব পার, দুঃখের বর্ষায় উধাও হোয়ে' দিগন্তে উড়ে যাও ! হা পুরুষ, কি কঠিন তুমি !

(গীত।)

(কীর্ত্তন)

শুন, শুন, রাধা-মনোমোহন !
বেঁধেছ কি হিয়ে, শিলা শেল দিয়ে,
বধিতে গোপীর জীবন। ধ্রু।
পাতি' নানা ছলা কলা, মজা'য়ে গোকুল-বালা,
সাধু হ'য়ে এলে আন ঠাঁই।
ও মোহনীয়া রূপরাশি, রমণী বধের ফাঁসি,
জানিলে হে, দেখিত কে চাই' ?
এত তো পাষাণ তুমি, গিয়া যদি ব্রজভূমি
দেখ বঁধু আপন নয়ানে—
দেখিলে রাধার মুখ, ফাটিবে তোমার বুক,
বড় ব্যথা বাজিবে হে প্রাণে !

এস হে, এস এস ও কাঙালিনী-নাথ !
যদি নাহি কথা কও, রাই ব'লে না সুধাও,
শুধু চোখের দেখা দেখে যাও !—হে !
একবার রাধার দশা দেখে যাও—হে !
ও কাঙালিনী-নাথ !

আলুলিত কেশবাস, সঘনে বহে শ্বাস,
হা-হা রবে লুঠিছে ধরায়!
শ্যাম-শ্যাম-শ্যাম রবে ধ্বনিয়া পুলিন বন,
বিয়োগিনী কাঁদে উভরায়!
ক্ষণেক বিচেতন, ক্ষণেক বা চেতন,
থির রহে ক্ষণে, ক্ষণে দ্রুত ধায়।
নবীন নীরদ হেরি,' ঘন বলে হরি হরি!
বাহু তুলি হৃদে ল'তে চায়।

যমুনা নেহারি, ভরমে তুহারি
ছুটিয়া মিলিতে চায়—
না মানে বারণ, সদা উচাটন,
যেন পাগলিনী প্রায়!

দেখে এত নাগরী কমল-শেযোপরি,
চন্দন লেপিছে, সখী, গায়—
তবু নাহি নিবারণ, দেহে তাপ অনুক্ষণ
পলকে চন্দন শুকি' যায়!

নিঠুর মাধব,　　কি আর কহিব,
রাধার মরম ব্যথা !
দেখি মনে লয়,　　এবার নিশ্চয়,
মরিবে তোমার রাধা !

কি দোষ তোমার ?　　করম সবার !
দিয়ে যাও শেষ দরশন।
ও পদ রাজীব-রাজে,　　রাখিয়ে হিয়ার মাঝে,
অন্তিম শয়নে, সখা মুদিবে নয়ন !

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবাসিনি, তোমার আর কোন বক্তব্য থাকে বল, আমার এ্যাতো সময় নেই যে দণ্ডকাল ধোরে' তোমার অসম্বন্ধ কথা শুনি। ভরসা করি তোমার বক্তব্য শেষ হো'য়ে থাক্‌বে, এ্যাখন তোমার গন্তব্য স্থানে তুমি যেতে পার। ক্যানো অনর্থক আমার কার্য্যে ব্যাঘাৎ উৎপাদন কোচ্চ ?

বৃন্দা। তোমার কাছে অনর্থক হোতে পারে, কিন্তু আমার তাতেই সার্থকতা আছে। উঃ, কি কাজের আঠা। রাজদরবার খোল্‌বার যদি এ্যাতো সাধ ছিল, আগে বল নি' ক্যানো ? ব্রজে বোসেই রাজপাট খুল্‌তে পার্‌তে। তোমায় আমরা রাজা কোরে' রাজসিংহাসনে বসা'তাম। উগ্রসেনের তেকেলে পচা সিংহাসনের লোভে এ্যাতো দূর ছুটে আস্‌তে হোতো না। আমাদের ব্রজে কিসের অভাব ? শ্রীমতীর উদ্যানে সোণার গাছে মুক্তার ফল ফোলচে, সুরভি ধেনু অনন্ত-রত্ন-প্রসবিনী, মন খুলে বোল্‌লেই

হো'ত, তোমাকে ঞ্যাক্‌খানা ভাল দেখে ঝক্‌ঝোকে জড়োয়া সিংহাসন তোয়ের কোরে' দিতাম। তুমি সিংহাসনে বোস্‌তে, আর আমরা সবাই মিলে তোমাকে "রাজা বাহাদুর" "রাজা বাহাদুর" বোলে' ডাক্‌তাম। তা'তে কি আশ মিট্‌তো না?

গীত।

(কীর্ত্তন)

"নৃপতি-সুখ বাঞ্ছসি, মাধব,
ব্রজে কি আশা পূরে না!
নন্দরাজ-সুত, না হয়, তোমায়,
ছোট রাজা বলিতাম।
ব্রজ ছাড়ি আওলি হরি,
কি দুঃখে তা' বল না!
বসন-ভূষণ, রাজ আভরণ,
তাও কি নন্দের ছিল না!"

তবে, তাও বলি, যেটার দিকে তোমার বেশি ঝোঁক, সেটা আম্‌রা ঠিক্ দিয়ে উঠ্‌তে পাত্তাম না—অমনটীতো আর আমাদের দেশে মিল্‌বে না!

গীত।

(কীর্ত্তন।)

"আর যা' চাবে তা দিব হে মাধব,
অমন বাঁকা কুব্জা মোদের ব্রজে নাই!"

বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল,—ঞ্যাকেবারে রাজযোটক! তায় আবার শুনি—

গীত।

(কীর্ত্তন)

"সে নাকি পরমা সুন্দরী !

চতুরা নাগরী,　　সুরস-সাগরী,

তার বুকে পিঠে আছয়ে কুচগিরি,

শুনে লাজে মরি !"

কুব্জাকে বামে বোসিয়ে বেশ সুখে আছ তো ? সুখে থাকলেই আমাদের সুখ, কিন্তু যাই করো, ব্রজের সুখ কোথাও পাবে না, তা আমরা গরব কোরে' বোলতে পারি। তবে দুঃখ এই, কুঁজিকে পেয়ে আমাদের রাধারাণীর মুখখানি তো অনায়াসে ভুলতে পাল্লে !—কোন্ প্রাণে ভুল্লে ?—

গীত।

"ওহে ও কুবুজার বন্ধু।

কেমনে, কোন্ প্রাণে পাসরিলে

রাই-মুখ-ইন্দু ?

ওহে ও কুবুজার হরি,

কেমনে ভুলিলে হে

নবীনা কিশোরী ?

কি দেখাও মতির মালা ?

(তার চেয়ে) শত গুণে ভাল মোদের,

নিধু-বনের ধূলা।"

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার অনুযোগের মাত্রা যে ক্রমে বেড়ে উঠচে ! তুমি অপূর্ব্ব রচনাকুশলী বটে ! (হাস্য)

বৃন্দা। ত্থাখো, আর রসের হাসি হেসো না। বলে, যার দুঃখ সেই জানে! ও দিকে ত্র্যাক্‌টা লোক মোর্‌তে বো'সেচে,—আর তুমি হেসে গা পাত্‌লা কোচ্চ! খুব সহৃদয়তার পরিচয় দিলে! আবার লোকে বলে তুমি ন্যায়বিচারক, দয়ারসাগর। ত্র্যাতো দিন জান্‌তাম তুমি সরল, স্নেহময়, সকরুণ, আজ জান্‌লাম তুমি ত্র্যাতো দিন কেবল স্বার্থসাধনের জন্যে আমাদের সঙ্গে কপট ব্যবহার কোরেচ! এ ধূর্ত্ত-ব্যবহার কোথায় শিখেছিলে? কেবল চাতুরী আর ছলনায় আমাদের ভুলিয়ে রেখেছিলে, আমরা সরলা, ঘুণাক্ষরেও ছলনা বুঝতে পারিনি! এ প্রাণনাশা প্রেমের অভিনয় কোত্তে তোমায় কে সেধেছিল? ত্র্যাক্ স্থান মজিয়ে সর্ব্বস্বান্ত কোরে', জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ কোরে, আবার এখানে জ্বালাতে এসেচ! তোমার লজ্জা করে না, আবার হাসচ? ছি-ছি-ছি, ধিক্ তোমায়!

গীত।

(কীর্ত্তন)

"ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়ে,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল?
কেবা সেধেছিল, পীরিতি করিতে,
এত যদি মনে ছিল!
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,'
না জান লেহের লেশ,—
এক দেশে এলি অনল জ্বালা'য়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ!

* * * *

ধিক্ তোরে বঁধু, কালীয়-বদন
না ধু'লি লাজের ঘাটে ;
সোণার কমলিনী, ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে।"

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের যদি এ্যামন সর্ব্বনাশই কেউ কোরে' থাকে, তাই স্পষ্ট বল'। আমি যথাসাধ্য তার সুব্যবস্থা কোর্‌বো, অপরাধীকে দণ্ড দেবো। আমারই ঘাড়ে সকল দোস চাপাচ্চ ক্যানো ?

বৃন্দা। আহা, তুমি কি সাধু-পুরুষ!—কি সূক্ষ্ম, বিচারকর্ত্তা ! তোমার ন্যাকা-কাচে গা জ্বোলে' যাচ্চে। হৃদয়হীন, ক্যানো গোপীকে প্রেমের আস্বাদ বোঝালে ? তারা য্যামন ছিল, তা'তেই তারা সুখী থাকতে পার্‌তো—ক্যানো মাথায় তুলে, এ্যাখন পদদলিত কোচ্চ ? সত্যি কি মনুষ্য-সুলভ স্নেহ, দয়া, মমতা তোমার হৃদয় থেকে এ্যাকেবারে মুছে গেছে ? যে শ্যাম এ্যাক্ দিন সরলা গোপীর পায় ধোরে' কেঁদে তা'দের প্রেমভিক্ষা কোরেছিল, তুমি কি সেই শ্যাম ?—সে হৃদয় দেখে যে আমরা মুগ্ধ হো'য়ে গিয়েছিলাম, সর্ব্বস্ব ঢেলে সে পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ কোরেছিলাম। আর আজ দেখ্‌চি, সে হৃদয় পাষাণ দিয়ে গড়া, সে শ্যাম আজ্ ধূর্ত্ততা, চতুরতা, কাপট্যের অবতার ! ব্যাধ আহার দেখিয়ে, ফাঁদে ফেলে পাখীর প্রাণ সংহার করে—কিন্তু সেও তোমার মতো এ্যাতো নিষ্ঠুর, এ্যাতো কপট, এ্যাতো স্বার্থান্ধ নয়। সে আপনার জীবিকার জন্যে করে। আর তুমি, শুধু শুধু, কেবল খ্যালার ছলে, গোপীর সর্ব্বস্ব হরণ কো'রে পথে বোসিয়ে এলে !—তাদের প্রাণ যায়, জীবন ওষ্ঠাগত হো'য়েছে, তুমি বোসে বোসে রঙ্গ দেখ্‌চ। হা ক্রূর ! শঠতা কর্‌বার কি আর জায়গা পাও

নি' ? যুদ্ধের ছলনায় শত শত মানুষের প্রাণবধ কর্‌বার তো তোমার খুব সুবিধা আছে ; এ্যামন সরল-প্রাণা, প্রেমসর্ব্বস্ব, মুগ্ধা গোপ-বালাদের প্রাণনাশে তোমার এ্যাতো আনন্দ কিসের ? গোপীকে মাথায় তুল্‌তেই বা সেধেছিল কে, আর এ্যামন্ কোরে' প্রাণে মার্‌তেই বা বোলেছিল কে ?

গীত।

কেন গোপীর গরব বাঢ়ালে ?
যদি শেষ রাখিতে নারিলে !
অতুল অমূল নিধি, কেন দীনজনে দেখালে ?
উঠায়ে অচলে, কেন অতলে ডুবালে !
ও অমিয় মধুর স্বর, কেন তারে শুনালে ?
সে যে ছিল ভাল, র'ত ভাল, কেন ভাল বুঝালে !
ও মনভোরা, জ্ঞানহরা, কেন রূপ দেখালে !
সার সরবস তার, কেন ছলে হরিলে !
সুধা স্বাদু দিয়ে, পীরিতি বলিয়ে,
কি গরল পিয়া'লে ?
এখন-তখন, রাইয়ের জীবন,
খুব মেনে বাদ সাধিলে !

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার বাক্‌পটুতা দেখে স্তম্ভিত হো'য়েছি, আর বাঙ নিষ্পত্তি কোর্‌তেও শঙ্কা হোচ্চে। এ্যামন্ উগ্রতা স্ত্রীজাতিতে যে সম্ভবে, তা' আমি জান্‌তাম না।

বৃন্দা। পরিহাসরসিক, তুমি খুব রসময় তা জানি, কিন্তু নিজে এ্যাকবার নিজের ব্যবহার আলোচনা কোরে' দ্যাখো দেখি ;

ধর্ম্মাধিকরণের তো সর্ব্বময় কর্ত্তা হো'য়েছ, কিন্তু তোমার মনুষ্যত্ব কতখানি আছে, এ্যাকবার বিচার কো'রে বুঝে দ্যাখো। তা' বেশ, খুব স্থাখালে, খুব শেখালে, এ্যামন্ ঘটনা যে ঘোট্‌তে পারে, তা ভেবে' স্থাখ্‌বার সময় পাই নি', তা'হো'লে ছুটে মথুরায় আস্‌তাম না। উত্তম! যাক্, এ্যাখন ব্রজের সঙ্গে তো তোমার আর কোনো সম্বন্ধ নেই,—তবে দাও, আমাদের ব্রজের সম্পত্তি আমাদের ফিরিয়ে দাও—

গীত।

(কীর্ত্তন)

"দে ধড়া দে, দে চূড়া দে—
রাধা-সাধা বাঁশী ফিরে দে—
গোপীর প্রাণ মন ফিরে দে—
মোদের রাই যে নয়ন বাঁকায়েছে,
ঐ বাঁকা নয়ন ফিরে দে।"

না দাও, মনে কো'র্‌বো, বঞ্চকের হাতে আমাদের সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আর উপায় কি! রাজরাজেশ্বর! মনের সুখে রাজ্য করো, দাসী বিদায় হোলো। রাগের মাথায় যা' বলেছি, তা'র জন্যে দাসীকে মার্জ্জনা কোরো। হা রাধারাণী!　　　(প্রস্থানোদ্যত।)

শ্রীকৃষ্ণ। (উত্থিত হইয়া) ব্রজবাসিনি, শোনো, যেয়ো না। তোম্‌রা সরলা গোপাঙ্গনা, তোমাদের কি এ্যাতো রাগ করা শোভা পায়! ব্রজবাসিনি, তোমার নাম কি বৃন্দা? আমার য্যানো এ্যাখন একটু একটু স্মরণ হোচ্চে।

বৃন্দা। (প্রত্যাগত হইয়া) হাঁ. মহারাজ, আমিই বৃন্দা; দাসীকে যে এ্যাতোক্ষণে মনে পোড়েছে, এই তার পরম সৌভাগ্য।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে, কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দ্যাখা হো'লো, মিষ্টালাপ না কো'রে, কেবল কতকগুলি ভর্ৎসনা আর তীব্র শ্লেষপূর্ণ কথা শুনিয়ে চোলে' যাচ্চ—এই বুঝি তোমাদের মায়া মমতা?

বৃন্দা। তোমার কথার য্যামন শ্রী! তোমার ব্যবহারে কি ভাল কথা বেরোয়?

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে, ক্ষমা কর। অপরাধ নিয়ো না। তোমার হৃদয়ের বল বুঝ ছিলাম। এ্যাখন বলো কে ক্যামন আছে!

গীত।

(কীর্ত্তন)

"বল বল, আমার মা যশোদা কেমন আছে?
আমার নন্দ পিতা কেমন আছে?—
আমার কাঙাল রাখাল কেমন আছে?—
আমার শ্যামলী, ধবলী কেমন আছে?—
আমার শারী, শুক, পিক কেমন আছে?—
কৈছনে আছয়ে ব্রজ-কুল-নারী,
কৈছনে আছয়ে রাই হামারি?
(আমার অভিমানিনী,—ধনী কেমন আছে?)"

বৃন্দা। সে তো তোমায় সবই বোলেচি।

শ্রীকৃষ্ণ! না বৃন্দে, আবার বলো; আমি কিছুই ভালো কোরে' কাণ দিয়ে শুনি নি'। কেবল তোমার রাগ রাগ মুখ-খানি দেখ্‌ছিলাম, আর তোমাদের নিঃস্বার্থ অকপট প্রেমের তীব্রতার কথা

ভাব্‌ছিলাম। বৃন্দে তোমারই জয়—আমি তোমাদের কাছে চির-পরাজিত, আজিও তোমার হৃদয়ের কাছে আমি পরাভব স্বীকার কোর্‌লাম। তুমি যখন তীব্রভাবে ভৎর্সনা কো'চ্ছিলে, সুমধুর বেদস্তুতি হো'তেও তা' আমার কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ কোচ্ছিল। আমি তা'তেই তন্ময় হো'য়ে যাচ্ছিলাম; অন্য কথা আমার কাণে স্থান পায় নি'।

বৃন্দা। তবে, এ্যাকে এ্যাকে বোলি, শোনো—

গীত্‌।

(কীর্ত্তন)

"মাধব, তুহু যব রহলি মধুপুর।
ব্রজকূল আকুল, দু'কুল কলরব,
কাণু কাণু করি ঝুর!
(তারা দু'কূলে কাঁদে হে!
অনুকূল আর প্রতিকূল!)
যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠয়ি,
সাহসে উঠয়ি না পার!
সখী সখাগণে, ফিরত বনে বনে,
সঘনে নয়নে বহে ধার!
(তারা কেঁদে কেঁদে ফিরে হে—
বনে বনে, পথে পথে—)"

নন্দ মহারাজ মথুরা থেকে ফিরে গিয়ে, আর কৃষ্ণশূন্য গৃহে প্রবেশ করেন নি, বাথানে বো'সে' আছেন। দিবানিশি "হা

গোপাল, হা গোপাল” কোচ্চেন, আর অন্ধ নয়ন দিয়ে শতধারা বো’চ্চে! যদি দৈবাৎ কোনো রাখালের নূপুরধ্বনি শুনতে পান তো ওম্‌নি ব্যাকুল হো’য়ে জিজ্ঞাসা করেন, “কে গোপাল, তুই কি ফিরে এলি বাপ! তোর মা’র দশা এ্যাক্‌বার দেখে আয়!” য্যামন্‌ শোনেন, সে গোপাল নয়, কোনো রাখাল, ওম্‌নি অধীর হো’য়ে উচ্চরবে কেঁদে ওঠেন। মা যশোদাও কেঁদে কেঁদে অন্ধ হোয়েচেন, হাহাকার কোরে’ কেবল বক্ষে করাঘাত কোচ্চেন, এ পর্য্যন্ত কেউ মুখে এ্যাক্‌ ফোঁটা জল খ্যান্‌ নি’; কৃষ্ণ-বিরহে অনশনে প্রাণত্যাগ কোর্‌বেন, এই তাঁদের সংকল্প। আর রাখালেরা “হা কানাই, হা কানাই” বোলে’, পাগলের মতো পথে পথে কেঁদে ব্যাড়াচ্চে! তোমার ধেনু বৎস আর তৃণাঙ্কুর মুখে ছুঁ’চ্চে না। বৃন্দাবন শ্মশান, কেবল হাহাকার ছাড়া আর কিছু নেই!

আর শ্রীমতীর কথা—সে কথা আর কি বোল্‌বো? এ্যাতোক্ষণ প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ। মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে ছুটে তোমায় সংবাদ দিতে এসেছি—এসে, তুমি যে নাকাল কোর্‌লে তা’ চিরদিন মনে থাক্‌বে! এ্যাখনো যাও তো, রাইকে শেষ দ্যাখা দেখে আস্‌তে পার্‌বে। রাইয়ের দশম দশা উপস্থিত, আর বেশিক্ষণ প্রাণ দেহে যে থাক্‌বে এ্যামন্‌ মনে হয় না।

গীত।

(কীর্ত্তন)

তুয়া লাগি নিশি-দিন, ভাবিতে তণু ক্ষীণ,
চৌদশী চাঁদ প্রমাণ।
নয়নেতে নিদ্‌ নাই, যামিনী-দিবস রাই,
বসি রহে এক সমান!

ঐ আসে!—কই এল? কালি বলি' চলি গেল,
উৎকণ্ঠায় চাহে বাহিরিতে!
দেহ অতি দুরবল, চলিতেহ নাহি বল,
নারে আর উঠিতে বসিতে!

সোণার কমল রাই, আর সেহ রূপ নাই,
বিষাদে মলিন মুখ খানি!
কিবা করে, কিবা কয়, কভু মৌন ধরি রয়,
কিবা ভাব কিছু নাহি জানি!

কভু দেহে ঝাঁপে বাস, কভু উষ্ণ বহে শ্বাস,
কভু শীত, কভু তাপ অতি!
কভু কাঁদে, কভু হাসে, কভু দূর করে বাসে,
যেন ঘোর উন্মাদের মতি।

কভু হাহা করি ধায়, পড়ি ভূমে মোহ যায়,
দেখিতে লাগয়ে চিতে ভয়!
এখনো জীবন আছে, না জানি কি ঘটে পাছে,
এবে কর যে বিচার হয়!

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে, শুনেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হো'চ্চে—আমি কী কোরে' সে দৃশ্য দেখ্‌বো?

বৃন্দা। এ্যাখন্ বোঝ'। নির্ম্মম, পাষাণপ্রাণ, রাইয়ের কি দশা ঘটিয়েচো বুঝ্‌তে পাচ্চ কি? হায় অকরুণ, তোমার সর্ব্বস্ব ঢেলে ভালবাসার কি এই পরিণাম!

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে, আমাকে অকারণ অনুযোগ কোচ্চ! আমি জীবনে কি কখনো তোমাদের ভুল্‌তে পারি? তোমাদের অকৈতব

প্রেমে আমি চিরবদ্ধ, চির-ঋণী। আমি কি স্বেচ্ছায় সাধ কোরে' তোমাদের কষ্ট দিয়েছি না দিতে পারি? কি কোর্‌বো, বিধি বিড়ম্বনায় হো'য়ে পোড়েচে! আমিই কি সুখে আছি!

গীত।

(কীর্ত্তন)

সুন্দরি! মিছবি গঞ্জসি, কোন্ কামে পুছসি,
রোই রোই দিন যায়!
বিধি বন্ধ করম মন্দ,
তহি দুঃখ পাওলু হেথায়।
স্মরণ হোওয়ত যব সো সব হামার,
সোয়াথ না পাও চিতে, বাসি আঁধিয়ার!
যৈখনে আওয়লু, তছু লোচন-লোর,
কৈছনে ভুলব?—মঝু হিয়া ভোর।
(সেকি ভুলা যায় হে, সেই কাঁদা-বদন তার!)
কৈছনে ভুলব সো কাতর বাণী,
কৈছনে ভুলব সো নগ-পাণি!
(সেই যে কেঁদে কেঁদে ব'লেছিল,
তুমি আবার কবে আস্‌বে হে!)
নিশি দিসি ধক্‌ধকি পোড়য়ে পরাণ,
আন্ কাজে রহুঁ তব তাহারি ধেয়ান!
ক্ষণহু বিলম্বন সহয়ি না পারি,
অবহুঁ যাওয়ব চলি, যাঁহা মেরো প্যারী।
(আর রইতে নারি,—সইতে নারি হে!)

বৃন্দা। তা' ভালো, এ্যাখন্ চলো, কিন্তু এ বেশে তো যাওয়া হবে না। এ বেশ দেখ্‌লে কেউ চিন্‌বেও না, কুঞ্জে ঢুক্‌তেও দেবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কি হবে, বৃন্দে ?

বৃন্দা। চলো, আমি তোমাকে ব্রজের সাজে সাজিয়ে নিয়ে যা'বো এ্যাখন্, চিন্তা কি ?

[উভয়ের প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

শ্রীমতীর উদ্যান।

শ্রীমতী ও সখিগণ।

শ্রীমতী। (কপোলে করন্যস্তভাবে উপবিষ্ট)

গীত।

সেকি জানে কি যাতনা প্রাণে। (তারি অদর্শনে।)
তা' হ'লে কি ভুলে র'ত, নিতান্ত অধীনী জনে।
আমার বুক ভরা ব্যথা,
সেকি জানে সে কথা!—
চরণ-আশ্রিত লতা—লুঠিছে আশ্রয় বিনে।

ললিতা। আবার আজ সকাল্ থেকে, অমন কোরে' বোসে' রোইলে ক্যানো?

শ্রীমতী। আমি এ্যাক্‌টা ভাব্‌চি।

ললিতা। সেতো আর নূতন নয়! ভাবনা কি আর ফুরুবে না। আজ্ সন্ধ্যার মধ্যে শ্যাম নিশ্চয় এসে পোড়্‌বেন, তোমার দুঃখের নিশি অবসান; আর তোমার তো ভাব্‌নার কোনো কারণ নেই।

শ্রীমতী। সখি, আমি ভাব্‌চি,—স্বপ্ন যদি সত্যি হো'তো!

ললিতা। এ এ্যাক্‌টা নূতন ভাব্‌না বটে! কোনো স্বপ্নটা সত্যিও হয়, আবার কোনোটা মিথ্যেও হয়। তা' এর জন্যে এ্যাতো মাথাব্যথা ক্যানো?

শ্রীমতী। শেষ রাত্রির স্বপ্ন না'কি সত্যি হয়?

ললিতা। তা কখনো কখনো হয় বই কি।

শ্রীমতী। আমি আজ শেষ রাত্রিতে এ্যাক্‌ চমৎকার স্বপ্ন দেখেচি; আমার ভাগ্যে নাকি আবার সে স্বপ্ন ফোল্‌বে!

ললিতা। কি স্বপ্ন দেখেচ শুনিই।

শ্রীমতী। অপরূপ স্বপ্ন-কথা!

ঘোর সুষুপ্তির অঙ্কে ছিনু নিমগণ,
যেন সহসা উঠিনু জাগি।
সুকোমল অঙ্গুলি-তাড়নে,
চাহিনু নয়ন মেলি।
দেখিনু শিয়রে—
থর থর কাঁপিল হৃদয়,
রোমাঞ্চিত হ'ল সর্ব্ব বপুঃ!
পুনঃ মুদিনু নয়ন।
পুনঃ করস্পর্শে উঠিনু চমকি.
মরি! মরি! কে তুমি —
আলোকি দিক ব'সেছ শিয়রে!
ভাবিলাম নয়নের প্রতারণা!
করে আঁখি করিনু মার্জ্জনা।
পুনঃ চাহি দেখিনু সভয়ে—

পাছে ভুল ভেঙে যায়!
না—না—সেই ত আমার নাথ,—
হৃদয়ের সখা, নব-ঘন-শ্যাম
পিয়াসিনী চাতকীর মিটাতে পিপাসা,
উদেছেন শিয়রে আমার!
চাহিনু সে মুখ পানে,
হাসি বঁধু স্পর্শিলা চিবুক।
সুমধুর স্বরে কহিলা কাতরে,—
"বড় দুঃখ পেয়েছ মরমে,
হেরি তব শীর্ণ দেহ বিদরিছে প্রাণ,
ক্ষম প্রাণময়ি,
আর ব্যথা নাহি দিব কভু।
দৈব-বিড়ম্বনা বশে
দিলা বিধি এতেক সন্তাপ।
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি যাপিব জীবন,
হৃদি-ছাড়া করিব না আর।"
প্রাণেশের করে ধরি কহিনু কাঁদিয়া,—
'কি ক'রে রেখেছি প্রাণ তোমা-হারা হ'য়ে,
কি যাতনা গেছে নাথ, বলিবার নয়!
নিরাশ-সাগর মাঝে যেতেছিনু ভাসি'
পুনঃ যে পাইব স্থল,
ছিল না ভরসা!
পেনু প্রাণ তব দরশনে।
আর ছেড়ে যেয়ো না দাসীরে।

তোমা বিনা এ দাসীর কে আছে সংসারে ?'
কাঁদিয়া উল্লাসে চাপি ধরিনু চরণ ,
উৎকণ্ঠায় গেল নিদ্রা ভাঙি' !
দেখিনু চাহিয়া—নিশা অবসান।
নবারুণ রেখা
পশিয়াছে গৃহে গবাক্ষের পথে।
শয্যা ত্যাগ করি উঠিনু ত্বরিতে।
সেই হ'তে নানা ভাব খেলিছে হৃদয়ে—
ভাবনার অন্ত নাই !
সত্য কি স্বপন মোর ফলিবে, স্বজনি !
সত্য কি পাইব পুনঃ বঁধুর দর্শন !
পা'ব কি হৃদয়ে ল'তে চরণ দুখানি,
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যাবে, ভাসিব হরষে।

বিশাখা। বৃন্দা যখন নিজে গিয়েচেন, তখন, আসবেন কি না এ ভাবনার তো কোনো কারণ নেই, এসে পড়েন আর কি ! রাজ-কাজে আছেন, সত্যিই তো হঠ্ বোলতে আসা যায় না ! গুচিয়ে গাচিয়ে তো আস্‌তে হবে ! এই যা দেরী। বোধ হয় এ্যাতোক্ষণ তাঁরা বেরিয়ে থাক্‌বেন।

শ্রীমতী। সে প্রত্যয় অবিরাম জাগিছে হৃদয়ে।
কালি শুভ-নিদর্শন পেয়েছি, স্বজনি,
তাম্বূল-করঙ্ক মোর হস্তশ্লথ হ'য়ে
সহসা পড়িল ভূমিতলে।
বাম-আঁখি করিল স্পন্দন,

থাকি থাকি বাম অঙ্গ হ'তেছে কম্পিত !
শুক শারী এত দিন গাহে নাহি গান,
কালি দেখি, উভে মেলি ধরিয়াছে তান
মনের হরিষে।
উড়ে গেল তালচঞ্চু মাথার উপর দিয়া
ঝঙ্কারি উল্লাসে।
দিবা নিশি যে যাতনা পেতেছিনু বুকে,
সে যাতনাব তীব্রশিখা
গেছে যেন নিবি'।
শান্তির অমিয়া ধারা বহিছে হৃদয়ে !
কি এক উল্লাস-স্রোত সিক্ত করি প্রাণ,
সর্ব্বেন্দ্রিয় মোর করি সুশীতল,
প্রতি ধমনীর মাঝে বহে খরতর।
সিন্ধু-উর্ম্মি-সম কত অতীতের স্মৃতি,
হৃদয়ের তটভূমে আছাড়িয়া পড়ি'
যেতেছে ফিরিয়া।
পুনঃ আসে, পুনঃ যায়,—
হাসাইয়া, কাঁদাইয়া, আকুলিয়া মোরে !

বিশাখা। আর কাঁদবার দিন গিয়েছে, এই বার হাস্‌বে বই কি। প্রাণ খুলে হাসো, আমরাও দেখে প্রাণ পাই।

শ্রীমতী। সখি, স্বপন দেখে অবধি আমার প্রাণে আনন্দ ধারা বো'চ্চে, আমি এ্যাখন হাস্‌বো বোই কি। কিন্তু তা' বোলে' বঁধু এলে, আমি আর কখনো তাঁর কাছে হাসবো, কি তাঁর সঙ্গে কথা

কবো, কি মুখ তুলে চাইবো, তা মনেও কোরো না। আমাকে যে এ্যাতো দুঃখ দিলে, তার সঙ্গে আবার আমি কথা কবো?—এবার সাধ্‌লেও না—তোরা বোল্‌লেও না!

বিশাখা। তা' ছাখা যাবে এ্যাখন্, একটু সোবুর সোইতে দেখ্‌বো। বঁধুকে দেখে' ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে বুকে না উঠ্‌লে বাঁচি।

শ্রীমতী। ঈস্—তা আর হো'তে হয় না!

(গীত)

(কীর্ত্তন)

"বঁধুয়া আসিয়ে,　　হাসিয়ে হাসিয়ে
স্থধা'লে, কথা ক'ব না।
আধ-অঞ্চলে,　　আধ-বদন,
ঝাঁপিয়ে র'ব, ফিরে চা'ব না।
(মুখ তুলে আর চা'ব না।
চোক মেলে আর চা'ব না!)"

ললিতা। শ্যাম যখন তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবেন, তুমি কঠিন হো'য়ে বোসে' থাক্‌তে পার্‌বে? হারানিধি কাছে এলে বুঝি স্থির হো'য়ে চুপ্ কোরে থাকা যায়! সমস্ত ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রিয়কুল ব্যাকুল হো'য়ে উঠ্‌বে, তুমি চুপ্ কোরে' থাক্‌লে কি তারা ছাড়্‌বে?—তোমাকে উদ্‌ভ্রান্ত কোরে' তুল্‌বে, চোকে কাণে দেখ্‌তে দেবে না।

শ্রীমতী। আচ্ছা, তখন দেখিস্—

গীত।

(কীর্ত্তন)

"আমার অঙ্গনে আওয়ব যব রসিয়া গো!
আমি ঈষৎ পালটি চা'ব,
আমি চা'ব চা'ব চা'ব ফিরে,
ফিরে চা'ব না গো!
আমি মান ক'রে র'ব ব'সে,
নাগর কত সাধবে এসে,
আমি ক'ব—ক'ব—ক'ব কথা—
কথা ক'ব না গো!"

বিশাখা। এ্যাখন্ বোল্‌চো বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষের মাম্‌লা আলাদা। তখন 'হৃদি গর গর—প্রাণ থর থর—ছুঁলে বাঁচি' হবে। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্চে, সম্মুখে সুশীতল জল পেলে, খাবোনা বোল্লেও আচম্‌কা দু'ঢোক খেয়ে ফেল্‌বে, ভাব্‌বার বোঝ্‌বার অবসর দেবে কি?

ললিতা। আচ্ছা তখনকার কথা তখন বোঝা যাবে; এ্যাখন্ একটু কৃত্য বাকি আছে। (শ্রীমতীর প্রতি) তুমি যে মলিন ভাবে আছ, আমাদেরই দেখে অরুচি হো'চ্চে। একটু ভাল কোরে' সাজ সজ্জা কোল্লে হো'তো না?

শ্রীমতী। ছি! আমার তা' দরকার নেই। বঁধু রাজপাট থেকে আস্‌চেন বোলে' কি আমি সাজসজ্জা কোরে তাঁকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে যাবো নাকি!

ললিতা। তা' বোল্‌চিনে ;—এ্যাকে তো দেহে দেই নেই, গা'য় মাথায় কত দিন হাত দিতে দাও নি ; গা'য় সাত পুরু ময়লা জোমে' রোয়েচে, চুল গুলোয় জটা বেঁধে গেছে ! তাই বোল্‌চি একটু পরিষ্কার কোরে' দিলে হয় না ? তোমার এ অপরিষ্কার মলিন বেশ দেখ্‌লে যে শ্যাম অসুখী হবেন। তোমার জন্যে তো বোল্‌চিনে, তাঁর জন্যেই বোল্‌চি।

শ্রীমতী। তা' যা' হয় কো — আগে বৃন্দাই ফিরে আসুক।

বিশাখা। তোমার বাছা খুব সন্দিগ্ধ প্রাণ যা হোক্ !—এ্যাখনো ভাব্‌চো 'আসে কিনা—আসে কিনা !' আমি দর্প কোরে' বোল্‌চি, সে আস্‌বে—আস্‌বে—আস্‌বে, না এসে তার চারা নেই। না আসে তো তুমি আর আমার মুখ দেখো না, কুঞ্জ থেকে বের্ কোরে' দিয়ো !

শ্রীমতী। যা !—আমি কি অবিশ্বাস কোচ্চি !

বিশাখা। তবে এ্যাখনো ফের-ঘোরের কথা ছাড়চো না ক্যানো ? চলো একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে। আর ভালো কোরে' মাথা বেঁধে দিই গে—

শ্রীমতী। সখি, আমি কাল্ ছিলাম্ য্যানো কতকালের রোগী, আজ য্যানো শরীরে নব বল পেয়েচি। আজ আমি হেঁটে যমুনা-কূল পর্য্যন্ত যেতে পারি।

বিশাখা। আর একটু পরে দৌড়ে কুঞ্জ পরিক্রম কোরে' আস্‌তে পার্‌বে ! আসার নাম শুনেই এই—দেখ্‌লে ধোরে' রাখা দায় হবে দেখ্‌চি।

শ্রীমতী। সখি, আমার বুক এ্যাতো কাঁপচে ক্যানো ?—প্রাণটা আই ঢাই কোচ্চে, চোক ফেটে য্যানো কান্না আসচে—থেকে থেকে গা'য় কাঁটা দিয়ে উঠচে !

ললিতা। ওটা সু-খবরের ঢেউ!—ঐ শোনো, ব্রজের মাঝে হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি হোচ্চে! (দূরে হুলু ও শঙ্খধ্বনি) নন্দদুলাল নন্দ-গৃহে এসে পঁহুছিলেন বোধ হয়, নইলে এ্যাতো আনন্দ-কল্লোল কিসের!

বৃন্দার প্রবেশ।

ললিতা। (ব্যগ্রভাবে) সংবাদ সব ভাল?

বৃন্দা। সে দিক্‌তো ভাল। এ্যাখন্ প্রাণ-কিশোরীর সংবাদ বলো।

ললিতা। তোমারই প্রতীক্ষায় বেঁচে আছেন।

শ্রীমতী। (বৃন্দার স্কন্ধে করন্যাস পূর্ব্বক সরোদনে) বৃন্দে!— (বাক্‌রোধ)

বৃন্দা। ওকি—ছি! আবার কান্না কিসের? তোমার শ্যামকে ধোরে এনেচি! শ্যাম পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে নন্দ-গৃহে প্রবেশ কোল্লেন দেখে তোমাদের সম্বাদ দিতে এলাম। নন্দ-পিতা, যশোমতী-মাতা আজ প্রাণ পেলেন। সম্বাদ পেয়ে সখারা এসে শ্যামের গলা ধোরে' যত কাঁদে তত হাসে; তাঁদের আনন্দের সীমা নেই! ব্রজে আজ ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব। আম্রপল্লব, পূর্ণ-কুম্ভ, কদলী-বৃক্ষ প্রতি গৃহ-দ্বারে সজ্জিত হোয়েছে। ব্রজ আজ নবজীবন পেয়েছে, সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা! আর অধৈর্য্য উৎকণ্ঠা ক্যানো, প্যারি! তিনি সঙ্কেত কোরে' গেলেন, শীঘ্রই নিকুঞ্জ-বনে—সেবা-কুঞ্জে উপস্থিত হবেন। ললিতে, তোরা প্যারীকে নিয়ে সেখানে আয়। আমি একটু আগে যাই। কিছু গোচ্‌গাচ্ নেই, সব অব্যবস্থায় পোড়ে' আছে! সে পাট তো উঠে গি'ছ্‌লো, আবার

যদি কুঞ্জবিহারী কুঞ্জে আসেন, তার সুব্যবস্থা তো কোর্‌তে হবে। আমি চো'ল্লেম।

[দ্রুত প্রস্থান।

ললিতা। চলো প্যারি, এবার সাজ সজ্জায় তো আর কোনো আপত্তি নেই?

বিশাখা! প্যারীর থাকে থাক্, আমরা না হয় সেজে গুজে বা'র্‌ হো'য়ে পড়ি!

শ্রীমতী। তোদের কোন্ কথায় অমত কোরি!—চল্।

সখিগণের নৃত্য ও গীত।

হাস' হাস' কমলিনি!
আঁখি মেলে, দেখ চেয়ে,
গেছে দুঃখ নিশা,—
উদে দিনমণি!
কেন হাসিবি না? কেন ভাসিবি না—
সুখ-রসময় সরসে?
বড় পিয়াসে, অলি গুঞ্জরি' আসে,
দেলো সুধা পি'তে, সুধাননে!—
ফুল্ল পরাণে, ফুল্ল নয়ানে,
বিকশি' মধুর হাসি, ফুল্ল বয়ানে,
চাহিবি বঁধুর পানে, ঢালিবি বঁধুর প্রাণে,
প্রেম-সুধা-ধারা দিন-যামিনী।

মোরা ভাসিয়ে হৃদয়ে, সুখের আবেশে,
হাসিব, নাচিব গাহিব গান।
হবে সফল জীবন, সফল নয়ন,
নিরখি বিনোদ-বামে বিনোদিনী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।



নিকুঞ্জ-কানন সমীপবর্ত্তী বনখণ্ড।

শ্রীমতী ও সখিগণের প্রবেশ।

শ্রীমতী। বড় উৎসাহেই বেরিয়েছিলাম, মনে কোরেছিলাম সমস্ত পথই চো'লে যেতে পার্‌বো; ক্রমে শরীর যে ভেঙে পোড়্‌চে—আর যে পা চলে না, সখি!

ললিতা। এইতো সম্মুখে সেবাকুঞ্জ—আরতো বেশি দূর নেই, চোল্‌তে না পার, এস আমি তোমায় কোলে কোরে নিই। (উৎসঙ্গে গ্রহণ) আহা, ননীর দেহ, আর কত স'বে, দেহে আর কী আছে।

(কুঞ্জে প্রবেশ।)

শ্রীমতী। আমার প্রাণের ভেতর ক্যামন কোচ্চে!—কথা কোইতে গেলে হাঁফ্ ধোর্‌চে। এইখানে আমি একটু শুই।

ললিতা। ছি! মাটীতে শোবে ক্যানো? চল, রত্ন-বেদীর উপর শোবে চল।

শ্রীমতী। না, এই থানেই আমি আঁচল পেতে একটু শুই।

ললিতা। তোমার ইচ্ছা।

(শ্রীমতীর শয়ন।)

ললিতা। আবার চোক্ দিয়ে ধারা পোড়্‌চে যে! ছি! এ্যামন সুখের সময় কি চোকের জল ফেল্‌তে আছে! (অঞ্চল দ্বারা চক্ষুমার্জ্জন।)

শ্রীমতী। সখি, কুঞ্জে কতদিন প্রবেশ কোরিনি—আবার কুঞ্জে আস্‌বো, আবার শ্যামের সঙ্গে রত্নবেদীতে বোস্‌বো—এ কথনো ভাবিনি! স্বপ্ন যদি সফল হয়, তা'হোলে আনন্দ রাখ্‌বার আর আমার জায়গা নেই!—অ্যামন্ ভাগ্য সত্যি কি আমার হবে!

বিশাখা। হবে, না হোলো বোলে! আতঙ্কেই সারা! এ্যামন আটাশে মেয়েও কথনো দেখিনি।

শ্রীকৃষ্ণসহ বৃন্দাদেবীর প্রবেশ।

বৃন্দা। শ্যামসুন্দর এসেচেন, প্যারি, নয়ন মেলে চাও।—

শ্রীমতী। কোই—কোই, কোথায় আমার শ্যাম, বৃন্দে?

(গ্রীবা উত্তোলন।)

বৃন্দা। এই যে তোমার সম্মুখে দাড়িয়ে—

শ্রীমতী। (উপবিষ্ট হইয়া)

গীত।

(কীর্ত্তন।)

"এস, এস, বঁধু এস, আধ আঁচরে ব'স,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি!
অনেক দিনের, মনের মানস,
সফল করিব আঁখি!"
(মিলাইল আজি বিধি হে!—
জুড়াইল আজি আঁখি হে!—)

শ্রীমতী। বৃন্দে, বঁধু অমন কোরে নত মুখে দাঁড়িয়ে ক্যানো? ভাল কোরে' মুখখানি যে দেখ্‌তে পেলাম না!

গীত।

(কীর্ত্তন।)

হেন কি ক'রেছ, কাহে এত লাজ?
তুমি ত হামারি পিয়া!
(লাজ কি বঁধু? কার পতি প্রবাসে না যায়!
ঐখানে দাঁড়ায়ে কেন?)
এস, বঁধু এস, হৃদাসনে ব'স,
পাতিয়ে রেখেছি হিয়া!
(বুক পেতে যে আছি,—তোমার লাগি নিশিদিসি।)
বিধাতা বিমুখ, দিল এত দুখ,
ভাগ যতেক মন্দ!
ভাগল দুখ, পাওয়লু সুখ,
হেরয়ি মুখ-চন্দ।
কাহে বল বল, আঁখি ছল-ছল,
শোচ কি লাগি আর?
করমে যে ছিল, সকলি ফলিল,
কি দুখ করিব তার!
তুমি ত বঁধুয়া, পরবাসী হঞা
ভালতো ছিলে হে সুখে!
(দিন ভালতো গেছে?—ব্রজ জনে ভূলে—
ভালতো ছিলে?—অভাগীরে ভূলে—)
আছি ল'য়ে আশা, মিটা'ব পিয়াসা,
পুনঃ দেখি চাঁদ মুখে।

(আমি মরি নাই হে, বেঁচে আছি।
আসার আশে, বেঁচে আছি।
আবার দেখ্‌বো ব'লে বেঁচে আছি।)
হেসে কথা কও, পরাণ জুড়াও,
চাও হে তুলিয়ে মুখ!

(একবার মুখখানি তুলে চাও হে বঁধু!
একবার হেসে কথা কও হে বঁধু!
অনেক দিন যে দেখি নাই,—
একবার ভাল ক'রে মুখ দেখি হে বঁধু!
আমার সকল জ্বালা জুড়ায়ে যাক্‌—)

বৃন্দা। লজ্জা হোয়েচে, চোক তুলে চাইতে পাচ্চেন না! এ্যাখন্‌ আর লজ্জা হো'লে কি হবে, এ্যাতোদিন ভুলে থাক্‌তে তো লজ্জা হয় নি! প্যারি, ওঠো, প্রাণবঁধুকে হাতে ধো'রে নিয়ে গিয়ে, রত্নবেদীতে বোস্‌বে চলো।

শ্রীমতী। (উত্থিত হইয়া) জীবন-সর্ব্বস্ব, এস। (হস্তধারণ) এ্যাতো দিনের পর দুঃখিনীকে মনে পোড়্‌লো!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কী কো'রে তোমার কাছে মুখ দ্যাখাবো! আমি আত্মকৃত কার্য্যের জন্যে আপনাকে শত ধিক্কার দিচ্চি। (হস্ত ধারণ করিয়া) তোমার এ্যামন অবস্থা হোয়েছে!

শ্রীমতী। আমি হারানিধি পেয়েছি, আর আমার কিসের দুঃখ!—তুমি তো ভালো আছ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণময়ি, এ দাস অকারণে তোমাকে যে দুঃখ দিয়েছে, সে জন্যে অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হোচ্চে। আমায় মার্জ্জনা করো।

শ্রীমতী। ছি, বঁধু! তোমার দোষ কি? সকলি আমার ভাগ্যের দোষ। তুমি যে আবার দাসী বো'লে মনে কোরে' দর্শন দিলে, এই আমার পরম সৌভাগ্য। আজ আর আমার কোনো দুঃখ নেই। আজ আমার মতো ভাগ্যবতী আর কে আছে?

গীত।

(কীর্ত্তন।)

"সেই ত পরাণনাথ পাওযন্থ।
যার লাগি, বিরহ-দহনে ঝুরি গেনু! ধ্রু।
আমি পেলাম, পেলাম, পেলাম,—হারানিধি।
ও দুঃখ দূরে যে গেল রে!
(আমার সকল দুঃখ দূরে গেল!—
আবার যেমন গরব তেমনি হ'ল—
পরবাসী আমার ঘরে এল—)
এইবার ডাক্‌রে কোকিল পঞ্চম স্বরে—
আমার প্রাণনাথ এলো ঘরে—রে!
এবার বোল্‌গে ব্রজের ঘরে ঘরে—
গরবিনীর গরব যেমন ছিল, তেমনি হো'ল—রে!"

নাথ, এ্যাতো কাতর হো'য়ে ডেকেচি,—এ্যাকবার দ্যাখা দিতে হয় না কি? তুমি যে বোল্‌তে, তুমি যেখানেই থাকো না ক্যানো, আমার কাতর ক্রন্দন তুমি শুনতে পাও! কই নাথ, এবার দাসীর কাতর আহ্বান তো তোমার কর্ণস্পর্শ কোল্লে না!

শ্রীকৃষ্ণ। কি বোল্লে প্রাণেশ্বরি, তোমার কাতর আহ্বান আমি শুনিনি! ভাল কোরে' মনে কোরে' দ্যাখো দেখি, যখনি তুমি বড়

অস্থির হোয়েচ, বড় ব্যাকুল হো'য়েচ, তখনি তো তোমায় দ্যাখা দিইচি! তোমার সখিগণ তোমায় ভ্রম বোলে' বুঝিয়েছেন! মাঝে মাঝে স্বপ্নাবেশেও কি আমার দ্যাখা পাও নি?

শ্রীমতী। সত্যিই সে কি তুমি?—আমারো তাই বিশ্বাস। সখীরা বোল্‌তো, তুমি নও,—সে মেঘ, তমাল, যমুনা, এম্‌নি কত কি বোলে' আমায় প্রবোধ দিতো! সত্যিই তুমি আমায় দ্যাখা দিতে?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কি এ্যাক্‌দণ্ড তোমার কাছ ছাড়া হোয়েছি না হোতে পারি! প্রাণ ছাড়া হোয়ে দেহ কি স্বতন্ত্র ভাবে থাক্‌তে পারে? সকলে জানে আমি মথুরায় গিয়েচি, কাজেই প্রকাশ্যতঃ তো তোমায় সর্ব্বদা দ্যাখা দিতে পারিনে, তবে তোমার বড় উৎকণ্ঠার সময় আত্মপ্রকাশ কোরে' ফেলতে হোতো—আমি আর ধরা না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌তাম না।

শ্রীমতী। নাথ, তুমিই ধন্য! এ্যাতো গুণের তুমি! এবার আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম, তুমি আমায় যথার্থই ভালবাস। আমি তোমার দাসীর অযোগ্য হো'লেও, নিজগুণে দাসীকে শ্রীচরণে স্থান দিয়েছ। আমি তোমারই—তুমিও আমারই, একান্তই তুমি আমারই—আর কারো নও।

গীত।

(কীর্ত্তন)

"বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ!
দেহ, মন আদি তোমারে সঁপেছি,
জাতি, কুল, শীল, মান।
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।

গোপ গোয়ালিনী, হাম মতিহীনা,
না জানি ভজন পূজন।
পীরিতি রসেতে, ঢালি তনু-মন,
দিয়াছি তোমার পায়—
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মনে নাহি আন ভায়!
মোরে কলঙ্কিনী ব'লে, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমারি লাগিয়ে, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোমারে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি—
ধরম করম, পাপ—পুণ্য সব
তোঁহারি চরণ খানি।"

শ্রীমতী। এ্যাখন্ একটী প্রার্থনা,—আর কাছ ছাড়া কোরো না, ফেলে যেয়ো না, দূরে রেখো না! অন্তরে বাহিরে নিরন্তর য্যানো ও চরণ দেখ্‌তে পাই। এ্যাক্ দণ্ড তোমাহারা হো'লে, আমার প্রাণের ভেতর যে কি করে, তা কি বোল্‌বো! (রোদন)

শ্রীকৃষ্ণ। ছি! আবার কান্না! (চক্ষু মার্জ্জন) আমি আর কখনো তোমার কাছ ছাড়া হবো না, আর দুঃখ দেবো না।

বৃন্দা। চল্, তোমরা যুগলে রত্নবেদীতে বোসো, অনেক দিনের পর, যুগল মিলন দেখে চক্ষুঃ সার্থক করি।

ললিতা। আমাদেরও পিপাসিত নয়ন, যুগল-রূপ-মাধুরী পান কোরে' কৃতার্থ হো'ক্!

(সখিগণের শ্রীরাধাগোবিন্দ বেষ্টন করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য ও গীত।)

গীত।

হিরণ-লতিকা, তমাল্-উরসে,
মাতিল আজি হরষে!
যেন কোকনদ, হসিত মোদিত
সুধাকর-কর পরশে।

মধুময় আজি নিশি,
অমিয়া বরিষে দিশি,
পুলকে পূরিত সকল গাত,
উছলে নয়ন আবেশে!

যুগল-বদন মাধুরী,
পিবি পিবি নয়ন ভরি',
পূরিল না আশা, দ্বিগুণ তিয়াসা,
ও রূপ-পীযূষ লালসে।

জয়, জয়, রাধা-শ্যাম!
অতুল, অনুপ রসধাম,
নেহারি ভুবন-মোহন ঠাম,
সখা উথলে উল্লাসে!

(বৃন্দাদেবীর আরাত্রিক ও প্রণাম।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু।